"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ

৭ম ভাগ
৫ম সংখ্যা।

" একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"

শকাব্দা ১৮০৬।
ভাদ্র পূর্ণিমা।

বিষ্ণু সংহিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজ্ঞাস্তু পুণ্যবৃত্তীনাং ত্রিবর্গপরিকাঙ্ক্ষিণাম্।
বক্ষ্যমাণস্তু যো ধর্ম্ম স্তত্ত্বতস্তন্নিবোধত ॥
তেজঃ সত্যং ধৃতির্দাক্ষ্যং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিতা।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

পুণ্যবান্ ও ত্রিবর্গ সাধন শীল রাজা দিগের ধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। তেজস্বিতা, সত্য-পরায়ণতা, ধৈর্য্য, দক্ষতা, কার্য্য কুশলতা, সংগ্রাম সময়ে অপরাঙ্মুখতা, দান ও সমস্ত প্রাণী ও প্রজা দিগের প্রতি সমদৃষ্টি করা রাজার পরম ধর্ম্ম।

ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম্মঃ প্রজানাং পরিপালনং।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন রক্ষয়েন্নৃপতিঃ প্রজাঃ ॥

প্রজা দিগকে কুশলে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব রাজা সর্ব্বতোভাবে প্রজার রক্ষণা বেক্ষণ করিবেন।

ত্রীণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত রাজন্যস্তু প্রযত্নতঃ।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞং ততো যোগনিষেবণম্ ॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্তুষ্টিমাচরেৎ সততং তথা ॥
তেষু তুষ্টেষু সততং রাজ্যং কোষশ্চ বর্দ্ধতে।

দান, শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এই তিনটী কার্য্য ক্ষত্রিয় যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ বর্গকে যথাবিধানে প্রসন্ন রাখিবেন। কেননা ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট থাকিলে রাজ্য বিস্তার ও রাজ কোষে ধনের বহুল বৃদ্ধি হয়।

বাণিজ্যং কর্ষণঞ্চৈব গবাঞ্চ পরিপালনম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রসেবা চ বৈশ্য কর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

বাণিজ্য, কৃষি ও গোরক্ষা এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গণের পরিচর্য্যাই বৈশ্যদিগের পরম কর্ত্তব্য কার্য্য।

খল যজ্ঞং কৃষীণাঞ্চ গোযজ্ঞঞ্চৈব যত্নতঃ।
কুর্য্যাদ্বৈশ্যশ্চ সততং গবাঞ্চ শরণং তথা ॥

খলযজ্ঞ (শস্য রাশি কর্ত্তন করিয়া খোঁয়াড়ে রক্ষা করা ও সে গুলি পলাল হইতে কৌশল

ক্রমে বিচ্ছিন্ন করা ও যত্ন পূর্ব্বক যে গুলি সংগ্রহ করিয়া একত্রে রক্ষা করা গোযজ্ঞ (গোসেবা, শুশ্রূষা ও গোজাতির উন্নতি সাধন করা) এবং গোজাতি পরম কল্যাণকর জানিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যাংশ্চ চরেন্নিত্যমমৎসরঃ।
কুর্ব্বংস্তু শূদ্রঃ শুশ্রূষাং লোকান্ জয়তি ধর্ম্মতঃ॥

নিরভিমান চিত্তে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করিবে কেন না ঈদৃশী শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্র ধর্ম্ম প্রভাবে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হয়।

পঞ্চ যজ্ঞ বিধানন্তু শূদ্রস্যাপি বিধীয়তে।
তস্য প্রোক্তো নমস্কারঃ কুর্ব্বন্ নিত্যং নহীয়তে॥

পঞ্চ যজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্ম যজ্ঞ (জপ), পিতৃ য (অন্নাদির দ্বারা পিতৃ গণের পিণ্ডাদি দান ও তর্পণাদি), দেব যজ্ঞ (হোম), ভূত যজ্ঞ (ইতর জীব দিগকে ভোজ্য দান) ও নৃযজ্ঞ (অতিথি সেবা) শূদ্র গণও অনুষ্ঠান করিবে। অনুষ্ঠান কালে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ না করিয়া "নমো নমঃ" ইত্যাদি বলিবে, ইহা দ্বারা কোন রূপ ক্ষতি হইবে না।

শূদ্রোপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ শ্রাদ্ধীচৈবেতর স্তথা।
শ্রাদ্ধী ভোজ্যস্তয়োরুক্তোহ্যভোজ্যাস্ত্বিতরো মতঃ॥

শূদ্রও দ্বিবিধ, শ্রাদ্ধী ও অশ্রাদ্ধী। শ্রাদ্ধী গণ নিয়মিত শ্রাদ্ধাদি করে ও অশ্রাদ্ধী গণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পরাঙ্মুখ। শ্রাদ্ধী গণের বাটীতে দ্বিজ গণ ভোজন করিতে পারেন, অশ্রাদ্ধী গণ অভোজ্য।

প্রাণানর্থাং স্তথাদারান্ ব্রাহ্মণার্থন্নিবেদয়েৎ।
সাশূদ্রজাতির্ভোজ্যা স্যাদভোজ্যঃ শেষ উচ্যতে॥

যে শূদ্র ব্রাহ্মণের উপাকারার্থ নিজ প্রাণ, ধন এমন কি দারা পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া দেয় সেই শূদ্র জাতিই ভোজ্য, ইতর গণ অভোজ্য।

কুর্য্যাচ্ছূদ্রস্তু শুশ্রূষাং ব্রাহ্মক্ষত্রবিশাং ক্রমাৎ।
কুর্য্যাদ্বৈতরয়োর্বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণস্য তু।
আশ্রমাস্তু ত্রয়ঃ প্রোক্তা বৈশ্যরাজন্যয়োস্তথা।
পারিব্রাজ্যাশ্রম প্রাপ্তি র্ব্রাহ্মণস্যৈব চোদিতা॥

শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করিবে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয় কেবল ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, ও বানপ্রস্থ, এই তিন মাত্র আশ্রমই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গণ গ্রহণ করিবে। পারিব্রাজ্যাশ্রমে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারই অধিকার নাই।

আশ্রমাণাময়ং প্রোক্তো ময়া ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
যদত্রাবিদিতং কিঞ্চিত্তদন্যেভ্যো গমিষ্যথ॥

আমি চতুরাশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম সমস্তই ব্যাখ্যা করিলাম। যদি ইহাতেও তোমাদের কিছু জানিবার বাঁকি থাকে, তবে অন্য কাহারও নিকট গমন কর।

ইতি বিষ্ণু প্রোক্তং ধর্ম্ম শাস্ত্রং
সমাপ্তম্—শুভম্।

ত্রিগুণ।

"ত্রি" এই মায়া কুহক জড়িত সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া আর্য্য শাস্ত্র অনেক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। অনাদ্যনন্ত শক্তির গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিতে বসিয়া আর্য্যঋষি গণ বেদের নিভৃত গুহা হইতে এই "ত্রি" সংখ্যাকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। পুরুষের অনাদি শক্তি প্রভাবে প্রথমতঃ ত্রিগুণময়ী (সত্ব, রজঃ ও তমঃ) মায়া বিস্ফুরিত হইয়া এই অনন্ত জগৎ প্রসব করিয়াছেন। এই ত্রিগুণই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রাকৃতিক কার্য্য কুশল রক্ষণার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ রূপে জগতের সৃজন, পালন ও সংহার এই তিন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। নির্ম্মল সত্ত্বগুণে (ব্রহ্মার হৃদয়ে) বেদও প্রধানতঃ ত্রয়ী রূপে (যজু, ঋক্ ও সাম) প্রতিবিম্বিত হইল। এই বেদ আবার ত্রিবর্ণাত্মক (অ+উ+ম)। অনাহত ধ্বনি প্রণব হইতেই উৎসারিত ও কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন ভাগে পল্লবিত হইয়া ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক নামক ত্রিলোককে পবিত্র করিয়াছেন। এই গুণ ত্রয়েরই ইঙ্গিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের বিকাশ; এতৎ প্রভাবেই জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন দুঃসহ তাপে সন্তপ্ত; জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাও ইহার অধীন, এমনকি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন

কালও ইহার প্রচণ্ড শাসনকে অতিক্রম করিতে পারেনা। এই তিনই ত্রিপুরাসুরের জনয়িতা। এই তিন পুর ভেদ করিয়া পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার জন্য ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না এই তিন যোগাদিগম্য নাড়ির মাধ্যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন যোগ বিধির পর সমাধি শিক্ষা করিতে হয়। এই তিনই ত্রিশূল। এই ত্রিশূলের উপরে বা উর্দ্ধতন স্থানে বারাণসী—জ্ঞানভূমি স্থাপিত রহিয়াছে। বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনের বিকারে বিমুগ্ধ না হইয়া যিনি তৎ, ত্বং, অহং এই তিন ভেদ দৃষ্টি ছাড়িতে সমর্থ, তিনিই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই তিনের জ্যোতির জ্যোতিঃ স্বরূপ হইয়া ত্রিকাল এক অবস্থায় আনন্দধামের অধিকারী হইতে পারেন। আলস্য, ঔদাস্য ও উপেক্ষা, শত্রুতা, মিত্রতা ও অনবধান, আসক্তি, বিরক্তি ও মুক্তি আদি আর তাঁহাকে উদ্বেজিত করিতে পারিবে না। মনু লিখিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণং।
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন মহত্তত্ত্ব রূপ আত্মার গুণ। এতত্ত্রিগুণময় মহত্তত্ত্ব সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তংকরোতি শরীরিণং॥

দেহিমাত্রেই এই তিন গুণযুক্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গুণ যে শরীরে অধিক, সে দেহী তদ্‌গুণ লক্ষণাক্রান্ত হয়। যে ব্যক্তি সত্ত্ব গুণ প্রধান, তিনি জ্ঞান ও প্রীতিযুক্ত, যিনি রজোগুণ প্রধান তিনি বিষয়াভিলাষ ও দুঃখের সন্তাপে উত্তপ্ত ও যে ব্যক্তির শরীরে তমোগুণ অধিক, বিষাদ ও মোহ তাহাকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥

সত্ত্ব গুণের লক্ষণ জ্ঞান, রজোগুণের রাগদ্বেষ ও তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান ইত্যাদি। ত্রিগুণের এতাবৎ লক্ষণ সমস্ত প্রাণীকেই আশ্রয় করিয়া বিশ্ব চরাচরে ক্রীড়া করিতেছে।

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥

আত্মাতে একান্তানুরাগ প্রকাশ স্বরূপ যে নির্ম্মল প্রশান্ত ভাব অনুভূত হয় তাহাই সত্ত্বগুণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজঃ প্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারিদেহিনাং॥

যাহার দ্বারা অন্তঃ করণে দুঃখ, ক্লেশ ও অপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিষয় বাসনার বেগ মনকে উত্তেজিত করিতে থাকে, তাহাই রজোগুণ।

যত্তু স্যান্মোহ সংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥

যাহা দ্বারা মোহ আসিয়া জীবকে আচ্ছন্ন করে এবং অব্যক্ত বিচার বোধের অতীত দুর্জ্ঞেয় বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয় তাহারই নাম তমো গুণ।

বেদাভ্যাস স্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণ লক্ষণং॥

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বেদাভ্যাস, প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান, শাস্ত্রার্থ অবধারণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ, মৃৎ, জল আদির দ্বারা শরীর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় গণের সংযম, সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আত্ম চিন্তা, এতাবৎ সত্ত্ব গুণের কার্য্য।

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্য মসৎকার্য্য পরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণ লক্ষণং॥

ফলের কামনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণ, অল্প অর্থ প্রাপ্তেই মনের বিকলতা, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অজস্র বিষয়োপভোগ এতৎ সমুদয় রজোগুণের কার্য্য।

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণ লক্ষণং॥

বহু ধনের লালসা, নিদ্রালুতা, অল্প ধনে অসন্তুষ্টি, পরোক্ষে পরদোষ ঘোষণা, পর লোকে অবিশ্বাস আচার ভ্রষ্টতা, ধনসত্ত্বেও যাচ্ঞা, ধর্ম্ম কর্ম্মে অনবধান এ সমুদয় তমোগুণের লক্ষণ।

যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণ লক্ষণম্॥

জ্ঞানার্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সর্ব্ব প্রকার যত্নের সহিত জানিতে ইচ্ছা করা, কার্য্য কালে লজ্জাস্পদ না হওয়া ও কার্য্য করিয়া আত্ম তুষ্টি লাভ এতাবৎ সত্ত্ব গুণের লক্ষণ।

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাং।
নচ শোচত্য সম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসং॥

পারলৌকিক সুখ ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া ইহ লোকেই যশো লাভের জন্য ব্যগ্রতা, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উক্ত বিধ ফল না পাইলেও দুঃখানুভব আদি না হওয়া রজোগুণের লক্ষণ।

যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণ লক্ষণং॥

যে কার্য্য সম্পাদন করিলে পর, যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় ও যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে গেলে লজ্জা বোধ হয় তত্তাবৎ তমো গুণের লক্ষণ।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরং॥

কাম প্রধানতা তমোগুণের লক্ষণ, অর্থ নিষ্ঠতা রজোগুণের, ও ধর্ম্ম প্রাধান্য সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ইহাদিগের মধ্যে ক্রমোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিবে। অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে। কাম হইতে অর্থ লব্ধ হয় এবং অর্থ হইতে ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

সত্ত্ব গুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, রজোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তমোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষ পশু পক্ষী আদি যোনি লাভ করে।

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্র্যাচ কর্ম্মবিদ্যা বিশেষতঃ॥

সত্ত্বাদি গুণ বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তি দিগের যে তিন প্রকার গতি উক্ত হইল, এতাবৎ আবার দেশ কালাদি ভেদে এবং সংসার হেতুকর্ম্মের ভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার।

স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ॥

বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কূর্ম্ম, পশু, মৃগ এতাবৎ তমোগুণ প্রভাবে জঘন্য গতি বিশিষ্ট।

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥

হস্তী, ঘোটক, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র শূকর এসকল তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতি বিশিষ্ট।

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসিচ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ॥

নট আদি মানব গণ, পক্ষী, ছল পুর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ প্রবৃত্ত পুরুষ গণ, রাক্ষস, পিশাচ আদি বিগ্রহ ধারণ তমো গুণজ উত্তমা গতি।

ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূত, পান প্রশক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঝল্ল নামক জাতি (যাহারা লগুড় দ্বারা যুদ্ধ করে) এবং মল্ল জাতি (যাহারা বাহু দ্বারা যুদ্ধ করে,) নট, শস্ত্র জীবী, দ্যূত ক্রীড়াসক্ত ও মদ্যাদি পান পরায়ণ হওয়া রজো গুণজ অধম গতি জানিবে

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধ প্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ।

অভিষিক্ত রাজা, জন পদের শাসন কর্ত্তা, এবং ক্ষত্রিয় জাতি মাত্র, রাজ পুরোহিত, শাস্ত্রার্থ কলহ প্রিয় হওয়া রজোগুণ জাত মধ্যম গতি জানিবে।

গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চযে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসী উত্তমা গতিঃ।

গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যক অর্থাৎ যক্ষগণ, বিদ্যাধর গণ এবং অপ্সর গণ রজোগুণ জন্য উত্তম গতি জানিবে।

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যেচ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণিচ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥

বানপ্রস্থ, যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমান চারি গণ, নক্ষত্র মণ্ডলী, ও দৈত্য দেহ লাভ সত্ত্বগুণ জন্য উত্তম গতির ফল।

যজ্বানোমুনয়ো দেবা বেদা জ্যোতিংষীবৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥

যাগশীল, ঋষি, বেদাদি বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা, ধ্রুব প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, বৎসর, সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণ, সাধ্যগণ আদি সত্ত্ব গুণজ মধ্যম গতির ফল।

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেবচ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥

ব্রহ্মা ও মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এতাবৎ সত্ত্ব গুণের উত্তম গতি জানিবে।

মনু প্রোক্ত এই গুণ ত্রয়ের ক্রিয়া, গুণ ও লক্ষণ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে এই তিন গুণেই বিশ্ব সংসারের সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইতেছে। মানসিক, বাচনিক ও দৈহিক সাধন সমস্তই এই

তিন গুণের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। তমঃ ও রজ এই গুণ দ্বয়কে ক্ষীণ করিয়া যাহাতে সত্ত্বগুণের প্রভাব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, তাহারই যত্ন কর্ত্তব্য। সত্ত্ব গুণ উদ্রেক না হইলে মনুষ্যের পরম সুখ লাভের আশা নাই। সত্ত্ব গুণ নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় হইয়া মনুষ্যকে আত্মার যথার্থ প্রতিকৃতি অনুভবে সমর্থ করিয়া দেয়। সত্ত্ব গুণ উদয় হইলে দুঃখ, তাপ, চিন্তা, ক্লেশ বিদূরিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে সুখের পিপাসু হইয়া দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হৃদয়ে সর্ব্বথা কার্য্য কারণ ঘটনার তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে, সত্ত্ব গুণের যথাযথ বিকাশ ভিন্ন তৎসুখের আস্বাদনে কখনই সামর্থ্য হইবেনা। অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা হইলেই চিৎ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়, সেই নির্ম্মল কিরণেই ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবকে সুশীতল করিতে পারে। তাহা দ্বারাই জীব সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানব জন্মের সার্থকতা করিতে পারে। অতএব গুণ বিশুদ্ধিই মনুষ্যের যত্নতঃ লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা মানব দেবত্ব পাইবে।

শাস্ত্রার্থ প্রচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী আদি কতিপয় অহম্মুখ্যাভিমানী শাস্ত্রার্থ প্রচারক গণ "ব্রাহ্মণ ভাগ" কে "বেদ" সংজ্ঞা দানে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে "ব্রাহ্মণ" পুরাণ, ইতিহাসাদির মধ্যে পরিগণিত। কেন না ইহাতে বেদ সংহিতার ব্যাখ্যা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই দৃষ্টি হয় না। মহামনা মুনী গণই ইহার প্রণেতা, এই রূপ বিশ্বাস করিয়া ইহাকে উহাঁরা অপৌরুষেয় বা ভগবদ্বাণী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কাত্যায়ন ভিন্ন অন্য কেহই ইহাকে "বেদ" সংজ্ঞা দানে অগ্রসর হয়েন নাই, কারণ ইহাকে মনুষ্য বুদ্ধির কল্পনা বলিয়াই অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "ব্রাহ্মণের" অবৈদিকাপবাদ ধীশক্তি মান্ মহাত্মা গণের গ্রাহ্য নহে। প্রতি বাদী গণের যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভাগের বৈদিকত্ব প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা যদি ব্রাহ্মণ ভাগকে পুরাণ বা ইতিহাসাদি সংজ্ঞা দিয়াই পরিতৃপ্ত হয়েন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কেননা একমাত্র বস্তুকে বহুবিধ নামে অভিহিত করিলে বস্তুর বস্তুতঃ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কম্বু গ্রীবাদি একই পদার্থকে যেমন ঘট বা কলসাদি সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ভাগের বেদ সংজ্ঞা ও ইতিহাস সংজ্ঞায় ক্ষতি কি? যদি বল বিরুদ্ধ নাম দ্বয়ের একত্র সমাবেশ কখনই সম্ভব নহে; দেবদত্ত ও যজ্ঞ দত্ত কখনই এক ব্যক্তির নাম হইতে পারেনা! ঘট ও কলস সংজ্ঞা বিভিন্ন হইলেও একই বস্তুর সূচক, কিন্তু বেদ ও ইতিহাস এক পর্য্যায়ের পদ নহে, সুতরাং বিরুদ্ধ পদ দ্বয় ব্রাহ্মণ ভাগে যুগপৎ আরোপিত হইতে পারে না। বেদ ও পুরাণ এতৎপদ দ্বয় পরস্পর বিরোধী ও বিভিন্ন কি না এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

"পুরাতনার্থ প্রতিপাদকত্বই পুরাণত্ব ও ঐতিহাসিকার্থ প্রতিপাদকত্বই ইতিহাসত্বের প্রমাণ। ব্রাহ্মণে এই হেতুদ্বয়ের অসমাবেশ না থাকায় যদি ব্রাহ্মণকে পুরাণ বা ইতিহাস বলিতে চাও তবে সহজেই দ্বন্দ মীমাংসিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে " যে পুরাতনার্থ প্রতিপাদকত্ব "বেদত্বের" বিরোধী নহে, যথা— "হিরণ্য গর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃপতিরেক আসীৎ, ইত্যাদি (ঋক্ সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়) প্রোক্ত লক্ষণানুসারে শ্রুতির সংহিতা ভাগেরও পুরাণত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু এতাদৃশ ত্রৈকালিকার্থ পুরাতনার্থ প্রতিপাদক শ্রুতি কখনই পুরাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অতএব পুরাণেতিহাস সংজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্মণের বৈদিকত্ব ব্যাঘাত কিছুতেই হইতে পারিল না। মহর্ষি বাৎস্যায়নের সূত্র অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণকে পুরাণেতিহাস সংজ্ঞা দিয়া মহাভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও দুই একটী কথা বলিব। মহা মুনি বাৎস্যায়ন মহর্ষি গৌতমীয় সূত্রের নিজ রচিত ভাষ্য মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন, "সমারোপণাদাত্মন্য প্রতিষেধঃ" (ন্যায় দর্শন, ৪র্থ অধ্যায় ১ম আহ্নিক, ৬২ শ্লোক) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য, এই আশ্রম ত্রিতয়ের পর পরিব্রজ্যাশ্রমগ্রহণ করিবে কেননা, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। আবার ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রামাণিকতা ব্রাহ্মণ ভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। অথর্ব্ব বেদীয় ব্রাহ্মণে সুস্পষ্ট লিখিত

আছে, ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ তুল্য। এতদ্দ্বারা পুরাণেতিহাসের প্রামাণিকতা "ব্রাহ্মণ" দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। আপনি কেহ আপনার প্রমাণ হইতে পারেনা। মিথ্যাবাদী স্বয়ং নিজ বাক্যের সত্যতার পরিচয় কিরূপে দান করিবে? অসিদ্ধ ব্যক্তি অন্যকে সিদ্ধি দানে অসমর্থ এতাবতের দ্বারা ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে বাৎস্যায়ন ঋষি ব্রাহ্মণ ভাগকে পুরাণেতিহাস হইতে পৃথক বোধে বেদ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণের বৈদিকত্ব প্রতিপাদনার্থ এই প্রথম যুক্তি দ্বারা প্রতিবাদীর স্থূল যুক্তি জাল হইতে পূতি কুষ্মাণ্ডের ন্যায় দুর্গন্ধ নিঃসৃত ও জগতে প্রকাশিত হইল।

ক্রমশঃ

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার পক্ষে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে প্রথমতঃ স্থির করা উচিত, যে শিষ্ট এবং তদীয় আচার অর্থাৎ শিষ্টাচার কাহাকে বলে। কিন্তু সুসভ্য নব্য গণ শিষ্ট বলিলেই শ্বেতাঙ্গ এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক দিগকে বুঝিয়া থাকেন।

এই রূপ শিষ্টাচার বলিলেও সদসৎ না বুঝিয়াই কেবল শ্বেতাঙ্গ আচার এবং তাদৃশ শিক্ষিত গণ স্থিরীকৃত অতীব স্বার্থ পরতা পরিপূর্ণ অর্থাৎ যত দিন স্বীয় স্বাধীনতা সম্পাদক এণ্ট্রান্স, এল, এ, বি, এ, প্রভৃতি পাস্ করিয়া অর্থ উপার্জন দ্বারা নিজের অভিপ্রেত ভরণ পোষণাদি সম্পাদন রূপ বাবুগিরি রক্ষার উপায় না হইয়াছে ততদিন এবং স্বাধীন হইলেও কেহ কেহ লোক লজ্জা ভয়ে বিশেষ ২ ঘোর স্বার্থ-পরতা মনে রাখিয়া স্বীয় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও অন্য পরিজন, প্রতিবাসী, দেশ বাসী প্রভৃতির পক্ষে যথাযথ সদ্ব্যবহারকেই বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং পিতা মাতাকে স্বার্থ পরতা পূর্ণ ভক্তি ও অন্য মান্যবর দিগকেও এই রূপ অথচ ধর্ম্মভাব মনে না করিয়া কেবল ভাবী উপকার অভিলাষে ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে ভাল বাসা এবং বাহ্যাঙ্গ সুন্দর দেখাইতে শ্বেতাঙ্গীন কোট পেণ্টুলন প্রভৃতি ও পরিষ্কার ধুতি, চাদর, পীরান, মোজা ব্যবহার,— ভদ্রতা দেখাইবার জন্য সমবয়স্ক ও মান্যবর দিগকেও তুই, তুমি প্রভৃতির সহিত নাম ধরিয়া বলা, বেদাদি শাস্ত্রীয় বাক্যে অবিশ্বাস,—জাতিভেদ মানিনা বলিয়া যার তার সহিত যেখানে সেখানে যথেচ্ছা ভোজন, সাহেবী রীতি নীতি ব্যবহারকেও প্রকারান্তরে সর্ব্বথাই শিষ্টাচার বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন।" কিন্তু এই আর্য্য ভূমি প্রসূত আর্য্য কুলাশরো রত্ন প্রাচীন আর্য্য গণের প্রযত্ন বলে স্বীকৃত প্রকৃত শিষ্ট এবং শিষ্টাচার কি? যদি সে বিষয় জানিতে অনুসন্ধিৎসু হই, তবে দেখিব যে তাদৃশ শিষ্ট শিষ্ট নহে ও তাদৃশ সাহেবী আচার কিংবা ভ্রষ্টাচারী দিগের সম্মত সদ্ব্যবহার আদৌ সে শিষ্টাচার নহে" কারণ সুনীর গম্ভীর সার রসাস্বাদন তৎপর পরিণতৈষী ঋষিগণ আরও অধিক রূপে শিষ্ট এবং শিষ্টাচার স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে যাঁহার কর, চরণ, নয়ন, বাক্য এবং অঙ্গের চাঞ্চল্য ভাব নাই ও স্বয়ং মনন শীল তিনিই শিষ্ট। যথা (মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বাধ্যায়)

"ন পাণিপাদ চপলো ন নেত্র চপলো মুনিঃ।
নচবাগঙ্গ চপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥"

যাঁহারা ধর্ম্ম পালনে তৎপর ও বেদোপনিষদাদির মর্ম্মার্থ জানেন, এবং আত্ম গুণ যুক্ত ব্রহ্মাবৎ তাঁহারাই শিষ্ট। যথা কূর্ম্মপুরাণে —

"ধর্ম্মো নাভিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা নিত্যমাত্ম গুণান্বিতাঃ"

বিশেষ শব্দনিষ্ঠ অর্থাৎ সদ্বাক্য প্রয়োক্তা যে সকল মনু এবং সপ্তর্ষিগণ লোক বৃদ্ধি ও লোক কুশল সম্পাদনের নিমিত্ত ধর্ম্ম পথ আবিষ্কার ও সদ্ব্যবহার করতঃ যুগে যুগে ধার্ম্মিক রূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই শিষ্ট। যথা, মৎস্য পুরাণে-

"বিশেষ শব্দনিষ্ঠস্তু শেষঃশিষ্টঃপ্রচক্ষ্যতে
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠান্তি ধার্ম্মিকাঃ॥
মনুঃসপ্তর্ষয়শ্চৈব লোক সন্তান কারণাৎ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্ম্মার্থং তান্ শিষ্টান্ পরিচক্ষতে" ॥
তৈঃশিষ্টৈঃ পালিতো ধর্ম্মঃ স্থাপিতো বৈ যুগে যুগে॥

প্রাচীন আর্য্য গণের বাক্য প্রমাণীকৃত এই শিষ্ট লক্ষণ জানিয়া অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক কিংবা গৌরাঙ্গ

মাত্রকে শিষ্ট বলিতে বোধ করি কোন মহাত্মাও অগ্রসর হইবেন না। এইরূপে শিষ্টাচার পক্ষেও তাঁহারা লিখিয়াছেন যে শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ ও গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বান প্রস্থ, ভিক্ষুক, এই চারি আশ্রমোচিত ধর্ম্মের নাম শিষ্টাচার এবং বেদবাক্য, দণ্ডনীতি, প্রজাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমোচিত যজ্ঞাদি দ্বারা শিষ্টগণ আচরণ করিয়াছেন বলিয়া তত্ত্বোবৎও (আশ্রমোচিত কার্য্য কলাপ) নিত্য শিষ্টাচার বলা যায়। এ কথাও উক্ত আছে যে দান, সত্যবাদিতা, তপস্যা, নির্লোভ, বিদ্যা, (তত্ত্ব সাক্ষাৎ কারিতা) যজ্ঞ, অর্চ্চন, দম, (ব্রহ্ম বাহ্যিক বিষয় হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি) এই আটটী চরিত্রই শিষ্টাচারের লক্ষণ। যথা

"ততঃ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ।
এবং বৈ দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে॥
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি প্রজা বর্ণাশ্রমেজ্যয়।
শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মাৎ শিষ্টাচারঃ সশাশ্বতঃ।
দানং সত্যং তপো হ্যলোভো বিদ্যেজ্যা পূজনং দমঃ
অষ্টৈতানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্॥
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ যে।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচার স্ততঃ স্মৃতঃ।"

শ্রুতিস্মৃতি বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই শিষ্টাচারের উন্নতি কারক ও ইহাই সাধুজন সম্মত। যথা মাৎস্যে —

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মোবর্ণাশ্রমাত্মকঃ।
শিষ্টাচার বিরুদ্ধস্তু ধর্ম্মঃ স সাধুসম্মতঃ॥

অতএব সহৃদয় ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা পাঠকগণ এবং সদসদ্বিবেচক গুণমাত্রগ্রাহী পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিবেন যে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক তন্ন তন্নরূপে নিরূপিত নির্দ্দোষ নিরুপম শিষ্ট ও শিষ্টাচারই শ্রেষ্ঠ অতএব সতত অজ্ঞাত নব্য পথাবিষ্কারী অহঙ্কারী কুপক্ষ পক্ষপাতী চক্ষুলজ্জা বিহীন হীনদর্শী কর্কশভাষী তার্কিকতম মহাত্মাদিগের অনায়াসসাধ্য কৃত্রিম সাধুতাকে সদ্ব্যবহার বা শিষ্টাচার বলিব কি রূপে? উল্লিখিত অশেষ আয়াস সাধ্য সাধু বৃদ্ধ পরম্পরা প্রচারিত এবং প্রতিপালিত শিষ্ট ও শিষ্টাচারকে সর্ব্বাভিষ্ট সাধন কারণ জ্ঞান করতঃ তাঁহারই অনুসন্ধানে ও প্রতিপালনে কায় মনোবাক্যে যত্নবান হইলে রত্ন প্রসূ ভারত বিভাগে জন্ম গ্রহণের পরিচয় দিয়া রত্নগর্ভা ভারত মাতার "রত্নপ্রসূ" নামের সার্থকতা এবং "যত্নেন লভ্যতে রত্নম্" অর্থাৎ যত্ন করিলে রত্ন লাভ করিতে পারা যায়, একথার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিতে পারিব। অতএব মহাত্মাগণ! মনে করুন, স্ব স্ব পদার লোকনের জন্য নিজ২ নয়নের জড়তা ত্যাগে নিশ্চেষ্ট না হইয়া, দুষ্ট ভ্রষ্টাচারিদিগকে শিষ্ট না বলিয়া অতীব স্বার্থপরতা ব্যঞ্জক অনায়াস সাধ্য কেবল মাত্র নিজ পরিবার এবং প্রতিবাসী প্রভৃতির পক্ষে সদ্ব্যবহার করাকেই শিষ্টাচার না বলিয়া সামান্য লৌকিক ব্যবহারই শিষ্টাচার এইদৃঢ় বিশ্বাস না করিয়া বাহ্যাঙ্গ কৃত্রিম পবিত্র রাখাই পবিত্রতা, না বুঝিয়া, বিনয়ী বন্ধুকেও বিনয় করা উচিত, এক প্রতি বিনয় মাত্র অভ্যাস না করিয়া অকিঞ্চিৎকর পরাপর অবিবেকী স্বেচ্ছাচারীতা সম্পন্ন অদূর দর্শী চঞ্চল মন যাহা বলে তন্মাত্র অনুষ্ঠান করতঃ সুমহানুধীশক্ত সম্পন্নসদসদ্বিবেকী নিপুণ বেদবিহিত পথানুগামী ত্রিকাল দর্শী (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দর্শী) অতীব স্থির প্রাচীন আর্য্যগণের আবিষ্কৃত এবং প্রতিপালিত বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মসাধনে অমনোযোগী না হইয়া, অকর্ত্তব্য আচরণ অকথ্য কথন, অদৃশ্যদর্শন, অস্পৃশ্যস্পর্শন, অগম্যগমন, অখাদ্য ভোজনাদিদ্বারা নিজ নিজ জীবনকে অকালে কালগ্রাসে নিপাতিত করার চেষ্টা না করিয়া, "যদ্রোচতে তৎকুরু" এই মহানু অর্থ পরিপূর্ণ বাক্যটী নিরর্থক ব্যয় না করিয়া মানব নামটী কুকার্য্য কালিমায় কলঙ্কিত না করিয়া বানর গৃহীত মুক্তা ফল সদৃশ দেবাদি দুর্লভ মনুষ্য জন্মটি অকিঞ্চিৎকর রূপে পরিণত না করিয়া যদি আমরা নিজ ২ মঙ্গল সাধনে উপায় করিতে চাই তবে "মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ" এই ধর্ম্ম সমীপে কথিত ধর্ম্মাত্মজ ধর্ম্ম রাজের ধর্ম্মোপলিপ্ত ধর্ম্মবাক্যের মর্ম্মার্থ বুঝিয়া, আত্মাকে চরিতার্থ করতঃ আদি কাল গত মহাত্মাদিগের ব্যবস্থিত প্রকৃত শিষ্টাচারের অনুসন্ধিৎসু হইব, তখন দেখিব প্রকৃত শিষ্ট এবং শিষ্টাচার কি?

তখনই আমাদের জ্ঞান চক্ষু প্রকাশিত হইবে, তখনই আমাদের হৃদয় ক্ষেত্র হইতে স্বার্থপরতাদি রূপ বিষ বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইবে, তখনই বাহ্যাড়ম্বর কৃত্রিম পবিত্রতার ভাব অন্তঃকরণ হইতে অন্তর হইবে, তখনই আমরা মনের চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সুগম্ভীর স্থির করিতে সচেষ্টিত হইব, তখনই আর্য্যগণের ধৈর্য্যভাব ব্যঞ্জক আশ্রম এবং বর্ণোচিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানে সচেষ্টিত হইব, তখনই আমরা অকর্ত্তব্যাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতনের ভয় হইতে রক্ষা পাইব,—তখনই "যদ্রোচতে তৎ কুরু" ইত্যাদি সাধুভাবের প্রকৃত সাধুভাব বুঝিতে পারিয়া যথাবিহিত প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইব—তখনই আমরা দুর্লভ মানব জন্মের ফল লাভে পরিতৃপ্ত হইব।

ক্রমশঃ

সৈয়দপুর আ, ধ, প্র, সভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে বাজারের মধ্যস্থলে বহু জন পরিবেষ্টিত শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের হিন্দি বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম।

"কবীর খাড়ে বাজার মেঁ দোদিন কী খয়ের।
না কিসী সে দোস্তি না কিসী সে বয়েরা॥"

মহাত্মা কবীর বলিয়াছিলেন, যে হে জীব! দুই দিনের জন্য তুমি সংসার রূপ বাজারে আসিয়াছ, এখানে কাহারও সহিত মিত্রতা বা কাহারও সহিত শত্রুতা করিবার প্রয়োজন নাই।

দিগ্দিগন্ত হইতে মানব গণ বাজারে ক্রয় বিক্রয়ার্থ সমাগত হইয়া থাকে। আপনার গৃহ হইতে নির্গম কালে সকলেই কিছু না কিছু সংকল্প করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। সেই সংকল্প সাধনই সংসারীর মুখ্য লক্ষ্য। যদি তাহাতে অবহেলা করিয়া লোকে অন্যের সহিত বৃথা বাক্যালাপ করে অথবা আলস্য পরতন্ত্র হইয়া একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তবে জীব ক্রয় বিক্রয়াদি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছে তাহা সিদ্ধ হইবে না, কেন না এ বাজার অতি অল্পক্ষণ থাকিয়াই ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখানে বড় সাবধান হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হয়। এ বাজারে যে যাহা চায় সে তাহাই পায়, এই বিস্তীর্ণ বাজারে কত আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের সমাবেশ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিনা মূল্যে বিতরণোপযোগী দ্রব্য হইতে অমূল্য দ্রব্য পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার যেমন সঙ্গতি সে তাদৃশ দ্রব্য ক্রয় করিবে। অসাবধান হইলে ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয়ের মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব অত্যন্ত সাবধানে এখানে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি যে কিছু সম্বল লইয়া এইবাজারে আসিয়াছিলে, তাহা ক্রমে ২ সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু এখনও গৃহে লইয়া যাইবার মত কিছুই ক্রয় করা হইল না। লোকের সঙ্গে হাস্য পরিহাস, আমোদ প্রমোদ, বিবাদ বিসম্বাদ করিতে করিতে তোমার সময় ফুরাইয়া গেলে, তুমি যে জন্য আসিয়াছ, তাহা তবে কখন সাধন করিবে! যাহার যেমন "প্রবৃত্তি" সে তদ্রূপ সামগ্রীই বিক্রয় করিতেছে, যাহার যেমন রুচি সে তেমনি দ্রব্যই ক্রয় করিয়া লইতেছে। তুমি এ বাজারে যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা যেন বিস্মৃত হইও না। গোলে মালে পড়িয়া অনেকেই আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সকলে সকল দ্রব্যের পরিচয় জানেনা বাহিরের চাকচিক্য ও মনোহারীতা দেখিয়াই লোকে কাঞ্চনের মূল্যে কাচ ক্রয় করিয়া ফেলে। তুমি এ বাজারে একাকী কোন দ্রব্য ক্রয় করিও না। যাঁহারা এ বাজারের তথ্য ভাল করিয়া জানেন, যাঁহারা কত মূল্যে কোন্ দ্রব্য কিনিতে হয় ভাল রূপ বিদিত আছেন তাঁহাদের কাহাকেও (সদ্গুরুকে) সঙ্গে লইয়া সামগ্রী ক্রয় করিও। নতুবা ধূর্ত্তের নিকটে প্রতারিত হইয়া পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। বাজারের ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া যেন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিও না। এখানে কোন্ বেশে কোন্ দেশের লোক কি ভাবে কাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহার নিরূপণ করা বড় কঠিন। মিষ্ট কথায় মন ভুলাইয়া লয়, সুধা বলিয়া গরল খাইতে দেয়, অচেতন হইয়া পড়িলে দস্যু গণ যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, আবশ্যক মনে করিলে অস্ত্রাঘাত পূর্ব্বক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। সাবধান! সাবধান!! আপনাকে আপনি হারাইও না। একাকী যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিও না।

ঐ দেখ কত লোক শাক, পটল, কত লোক মৎস্য, মদ্য, মাংস, কত লোক বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ বাজারে লোকের গোলে কান পাতিতে পারা যায় না।

যাহারা যত সামান্য, ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করে তাহারা ততই বাদ বিবাদ, বিতর্ক ও চিৎকার করিয়া মহারোলে আকাশ আন্দোলিত করিয়া থাকে। যেখানে যত অধিক অল্প মূল্যের ক্রয় বিক্রয় সেই খানে তত অধিক জনতা ও বাগ্বিতণ্ডা।

যে খানে বড় ২ মহাজনেরা বহু মূল্যের সামগ্রী ব্যাপার করিতেছেন, সেখানে গোল মাল অতি অল্প। রত্ন বণিক গণ নিজ ২ আশ্রমে বসিয়া নির্জ্জনে কেমন অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিতেছেন। তুমি যদি রত্ন লইতে চাও, তবে বাগ্বিতর্কের বাজার ছাড়িয়া দাও, রাজকীয় বিজ্ঞাপনী (শাস্ত্র) পাঠ করিয়া কত মূল্যে কোন্ রত্ন পাওয়া যায়, জানিয়া লও। ঐ দেখ লিখিত আছে—"তুলসী এহ সংসারমেঁ পাঁচো রতন হ্যায় সার। সাধু সঙ্গ, হরি কথা, দয়া, দীন, উপকার" এই সংসারে সাধু সঙ্গ, ভগবদ্বার্ত্তা, দুঃখীর প্রতি দয়া দৃষ্টি, দীনতা ও পরোপকার এই পাঁচটী রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উপযুক্ত মূল্য দিতে পারিলে রত্ন লাভ করিতে পারিবে। যদি নিরভিমানীতা, সেবা, মুমুক্ষুত্ব আদি মূল্য দান করিতে পার, তাহা হইলে "সাধুসঙ্গ" লাভ হইতে পারে। যদি ভক্তি, বিশ্বাস, পুণ্যানুষ্ঠান আদি রূপ মূল্য দানে সমর্থ হও, তবে "হরি কথা" তোমাকে সুখী করিতে পারিবে, যদি বৈরাগ্য, সহৃদয়তা, কোমল প্রকৃতি রূপ মূল্য দিতে পার, তাহা হইলেই "দয়া" রূপ মহারত্ন তোমার হস্ত গত হয়। বিনয়, ভগবানের অপার শক্তি স্বীকার, আত্ম দৃষ্টি আদি মূল্যে "দীনতা" পাওয়া যাইতে পারে। নিঃ স্বার্থতা, সহানুভূতি, ধর্ম্ম বুদ্ধি আদি মূল্যে "উপকার" রত্ন ক্রয় করা যায়। সংসারে আসিয়া যাহারা ফেরিওয়ালার মত সকলকে তাহাদের স্বকপোল কল্পিত মত গ্রহণের জন্য বারম্বার অনুরোধ (বক্তৃতা) করে, তাহাদের নিকট ছুঁচ, বোতাম, কাঁচি, সুতা, আদি অল্প মূল্যের দ্রব্য থাকে মাত্র! চতুর গ্রাহক! তাহাদের নিকট তোমার বাঞ্ছিত রত্ন ধন পাইবেনা। ঐ দেখ গিরি গুহায় বসিয়া, তরুতলে বসিয়া ধ্যানস্তিমিত নেত্রে যোগীশ্বর গণ, মনন শীল মহাত্মা গণ নীল কান্ত মনির ব্যাপার করিতেছেন। তাঁহাদের শরণাগত হও, মনোকূলে নয়ন জলে তাঁহাদের চরণ পূজা কর। তাঁহা রাএক ইঙ্গীতে তোমার কণ্ঠে হৃদয়ালম্বিত রত্ন মালা পরাইয়া দিবেন। তোমার শরীর মন ও প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। শরীরের আধি ব্যাধি, জন্ম, জরা, মরণ আর তোমাকে পীড়িত করিতে পারিবেনা। মনের শোক, চিন্তা, পাপ তাপ আদির শান্তি হইবে, প্রাণের ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি তরঙ্গও বিনিবৃত্ত হইয়া যাইবে, জন্ম সফল হইবে। তোমার শত্রু মিত্র, দুঃখ, সুখ, সমান হইয়া যাইবে। আনন্দের হিল্লোলে পরম সুখী হইবে।

সময়ের ফল।

কলিকালে ধর্ম্ম একপদ, সুতরাং শত চেষ্টাতেও ধর্ম্মের পূর্ণ স্বরূপ লোক সমাজে কখনই পরিলক্ষিত হইবে না, ইহা একটী শাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যাঁহারা প্রাচীন এই ভবিষ্যদ্বাক্যই তাঁহাদের কাল হইয়াছে, তাঁহারা আশা ভরসা ছাড়িয়া "দেশ ডুবিল" বলিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন,। তাঁহারা নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও নৈরাশ। নব্য ভারত বৃদ্ধ দিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়াও তাঁহাদের এই নৈরাশার কথায় পূর্ণ সহযোগীতা করিতে পারিলেন না। নব্য ভারতের যুক্তি এই যে বালক যখন জন্মিয়াছে তখন আজ হউক, কাল হউক শত বর্ষ পরেই হউক, সে মরিবেই মরিবে। মরিবে বলিয়া তাহার বালসা হউক, জ্বর হউক, উদরাময় হউক অচিকিৎসায় মরিতে দিব না। বোধ হয় নব্য দিগের এই যুক্তিতে বৃদ্ধ গণও অনাদর করিবেন না। কলির কলুষ স্রোত নানা দেশের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া দুর্ভাগা ভারতের গর্ভে টানিয়া আনিতেছে। নব্য ভারত দুই হাতে আবর্জ্জনা সরাইয়া দিবে আর মনের সাধে ধর্ম্ম সলিলে অবগাহন করিবে। আবর্জ্জনা যত অধিক পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে ভারতের উত্তেজনা ও বলও তদ্‌যথোচিত বাড়িতেছে। যখন খ্রীষ্টীয় আবর্জ্জনা আসিয়াছিল, তখন ধীমান্ রাজা রাম মোহন রায়, তত্তাবৎ পরিষ্কার করিতে কৃতোদ্যম হয়েন, তাঁহার সাধনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বঙ্গ দেশে মান্যবর বাবু কেশব চন্দ্র সেন ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তাহা নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন।

রান গণের আশা তরু শিক্ষিত সমাজ হইতে উন্মূলিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইঁহারা স্ব স্ব হস্তস্থ যে সমস্ত দুর্গন্ধী তৃণ রাশি ছাড়িয়া চলিয়া

গিয়াছেন, তাহা হইতেও ভারতকে রক্ষা করা আবশ্যক বোধে ভারতের চারি দিকে প্রবল আন্দোলন উঠিয়াছে। আর্য্য সভা, ধর্ম্ম সভা, হরি সভা আদি সমিতি সমূহের উৎসাহ পূর্ণ মহাত্মা গণের উত্তেজনায় ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী, হিন্দী উর্দ্দু সংবাদ পত্র সমূহ প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রার্থী হইয়া সকলকে কার্য্য ক্ষেত্রে আহ্বান করিতে ছেন। শাস্ত্রের নিভৃত স্থানে কিং অমূল্য গুহ্যকথা আছে তাহা জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল জন্মিয়াছে। লোকে আবার আপনার ধন হৃদয়ে রাখিতে যত্নবান্ হইয়াছে! ভা আ, ধ, প্র, সভার বাগ্মী আচার্য্য ও অন্যান্য সভার উপদেষ্টা গণ সমস্ত আপদ্ বিপদ্ মস্তকে করিয়া দেশে২ ভ্রমণ করিতেছেন, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রচারে দেশকে সজাগ করিয়া দিতেছেন ও বিরুদ্ধ বাদী গণের বিপুল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাণ বেগে চলিয়া যাইতেছেন।

আর্য্য ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিবার জন্য প্রথমতঃ "ধর্ম্ম প্রচারক" আবির্ভূত হয়েন। একাকী নিঃসহায় বীর বক্ষ পাতিয়া বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শেল সহ্য করিয়াও কার্য্য করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে "ব্রাহ্মণ" আবির্ভূত হইলেন। ইনি স্বধর্ম্ম রক্ষণে বিশেষ পটু; যথা সাধ্য আর্য্য ভাবরশ্মি বিকারণে বঙ্গ দেশকে প্রফুল্ল করিতেছেন। "ব্রাহ্মণ" (মাসিক পত্র) শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে গত বৈশাখ মাস হইতে "সৎসঙ্গ" জন সমাজে উপস্থিত হইলেন। সৎসঙ্গ সহজ ভাষায় নানা প্রসঙ্গে সাধু কথা উপদেশ করিতেছেন। সৎসঙ্গের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনীয়। কিন্তু "বিধবা বিবাহ" আদি ম্যালেরিয়া ব্যাধি ইহাকেও স্পর্শ করিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই মাসিক পত্র খানি বেলডাঙ্গা হইতে শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত। তদনন্তর দেখিতে ২ তিন দিক হইতে একেবারে "নবজীবন," প্রচার ও জাহ্নবী মহাপ্রলয় রোলে ভারতীয় নাট্যশালায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিন খানিরই হস্তে আর্য্য ধর্ম্মের জয় পতাকা। "জাহ্নবী" পরম পবিত্র শক্তি সঞ্চারে বঙ্গ দেশকে পবিত্র করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের সাধু যত্ন অতীব প্রশংসনীয়। নব জীবন ও প্রচারের লেখক গণ সকলেই কৃত বিদ্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন নিজ ২ মত পূজ্য আর্য্য আচার্য্য গণের ভাব রসে ডুবাইয়া জন সমাজে প্রকাশ করিলে আরও অধিকতর সামাজিক কল্যাণ হইবে। সকল গুলিই এখন আমাদের সময়ের ফল। কোনটী কচি, কোনটী, পক্ক, ও কোনটী একটু টক্ হউক না কেন, সময়ের ফল বলিয়া আমরা সকল গুলিকেই আদর করিব। সুবাতাস পাইলেই সময়ের ফল গুলি সকলকেই সুরস দান করিবে। প্রার্থনা করি যেন, আমাদের সময়ের ফল গুলিতে অসময়ে কাল কীট প্রবেশ না করে।

সার কথা।

(সংগ্রহ)

গন্ধেন হীনং কুসুমং ন ভাতি,
দন্তেন হীনং বদনং ন ভাতি,
সত্যেন হীনং বচনং ন ভাতি,
পুণ্যেন হীনং পুরুষো ন ভাতি ॥

গন্ধ বিহীন পুষ্পের শোভায় সৌন্দর্য্য নাই, দন্ত বিহীন মুখের মনোহারিত্বও নাই, এইরূপ সত্য প্রসঙ্গ বিহীন বচনের সমাদর কোথায় ও পুণ্যানুষ্ঠান শূন্য পুরুষের আবার মনুষ্যত্ব কোথায়!

একং জিতং যেন মনঃ স্বকায়ং
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি হি জিতানি তেন।
নৈকং জিতং যেন মনঃ স্বকায়ং
পঞ্চেন্দ্রিয়াণ ত্ব জিতান তেন ॥

যিনি নিজ মনকে (সাধু প্রবর্ত্তনা দ্বারা) জয় করিয়াছেন, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গণ তাঁহারই বশীভূত হইয়াছে, এবং যিনি মনো দমনে অসমর্থ ইন্দ্রিয় বশীকরণে তিনি কখনই সফল হইবেন না।

কৃষ্ণস্য পক্ষস্য নিশাকরস্য,
ক্ষয়ং কলা যাতি যথা তথৈব।
দিনে দিনে যৌবন ভাজনস্য,
কাশ্যং মনুষ্যস্য চ যৌবনস্য ॥

কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রমা যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়, মানবের যৌবন কালও তদ্রূপ দিন দিন ক্ষীণ

অবস্থা প্রস্তু হয় (যৌবন মদে উন্মত্ত হইয়া, মৃত্যুকে বিস্মৃত হইয়া, জীব! নিজ কল্যাণ সাধনে বিমুখ ও পরম সুখে বঞ্চিত হইও না)

অধেত পুণ্যাৎ প্রচুরঞ্চ পুণ্য
মেধেত পাপাৎ প্রচুরঞ্চ পাপম্।
তস্মাং নরেণাতি বিচক্ষণেন,
পুণ্যং বিধেয়ং সুখ বর্দ্ধকঞ্চ ॥

পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম বুদ্ধি অধিক তর বৃদ্ধি হয়, পাপের অনুষ্ঠান করিলে পাপ প্রবৃত্তি আরও প্রবল হয়, এই জন্য বিচারবান্ সুধী পুরুষ সর্ব্বদাই পুণ্যের অনুষ্ঠান করিবেন। এতদ্দ্বারা সুখের বৃদ্ধি হইবে।

পুণ্যেন রূপং কিল বাকচক্যং,
পুণ্যেন সর্ব্বং সফলঞ্চ বাক্যং।
পুণ্যেন চ স্যাৎ প্রতিপন্ন সৌখ্যং,
পুণ্যং বিনার্ত্তিস্তু পদে পদে চ ॥

পুণ্যানুষ্ঠান করিলে শরীরের রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি ও মনুষ্যের বাক্ সিদ্ধি হয়, পুণ্যের দ্বারা সুখের সঞ্চার ও পদে ২ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ব্রতে ব্রতঞ্চানশনং প্রকৃষ্টং,
দানেষু দানং ত্বভয়ং প্রকৃষ্টং।
রূপেষু রূপাঞ্চারূপস্য সারম্,
বাক্যেষু বাক্যং সময়স্য সারম্ ॥

ব্রতের মধ্যে অনশন ব্রতই উৎকৃষ্ট, দানের মধ্যে অভয় দানই শ্রেষ্ঠ, সকল রূপ হইতে ভগবানের রূপই অতীব চমৎকার এবং সমস্ত বাক্যের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাক্যই সার।

ন মাত্রা ন পিত্রা ন মিত্রেণ রাজ্ঞা,
ন মন্ত্রৈর্ণতন্ত্রৈর্ণযন্ত্রৈর্ণদেবৈঃ।
ন দারৈর্ণ পুত্রৈর্ণ ভৃত্যৈস্তলক্ষৈ,
র্গতং চাষ্যঃতে জীবিতব্যং ন পুংসা ॥

মরণ কাল উপস্থিত হইলে মাতা, পিতা, মিত্র, রাজা, মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র, দারা, পুত্র, ভৃত্য আদি কেহ জীবকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

(হউক অতুল তব কীর্ত্তি যশ ধন।
থাকুক্ অধীনে তব জন অগণন ॥
শত অশ্বরথ গজ থাকিলেও দ্বারে।
কৃতান্তে ধরিলে বল কে রাখিতে পারে ॥)

পরস্ত্রী প্রসঙ্গাদনেকোস্তি দোষো,
ব্রতস্যা প্রণাশো গুণস্য প্রণাশঃ।
নরেন্দ্রস্য দণ্ডো জনানাঞ্চ চণ্ডো,
বিশ্যাতো ন কার্য্যঃ পরস্ত্রী প্রসঙ্গঃ ॥

পরস্ত্রী প্রসঙ্গে অনেক দোষ দৃষ্ট হয়। ইহাতে ব্রত নষ্ট, গুণ নষ্ট, রাজ দণ্ড ও লোক নিন্দা হইয়া থাকে এজন্য বিচার বান্ মনুষ্যগণ পরস্ত্রী প্রসঙ্গ পরাঙ্মুখ থাকিবেন।

যথা যাতি সূর্য্যাবলোকে হৃক্ষিতেজো,
তথা যাতি রামাবলোকে জনানাং।
মহাব্রহ্মচর্য্যাক্ষিতেজোহি কৈশ্চিৎ,
ন সূর্য্যো না নার্য্যাঞ্চ দৃষ্টিস্তুদেয়া ॥

যেমন সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে তদ্রূপ স্ত্রীলোকের দিকে তাকাইলেও তেজের হানি হয়। ব্রহ্মচর্য্যের তেজ অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ও চক্ষুর জ্যোতিঃ রক্ষা করিতে হইলে নারী ও তিমিরারির দিকে দৃষ্টি পাত করিতে নাই।

গৃহে যত্র নারী নিবাসং করোতি,
প্রশস্তোন তত্রাস্তি বাসো মুনীনাং।
গুহায়াং হরিযত্র বাসং করোতি,
প্রশস্তো ন তত্রাস্তি বাসো মৃগাণাং।

যে গৃহে স্ত্রী নিবাস করে সে গৃহে মুনী গণ বাস করিবেন না। যেখানে সিংহ বাস করে সে স্থানে মৃগের অবস্থিতি করা যুক্তি সিদ্ধ নহে।

শীলেন প্রাপ্যতে সৌখ্যং শীলেন বিমলং যশঃ।
শীলেন লভ্যতে মোক্ষস্তস্মাচ্ছীলং বরং ব্রতং ॥

ব্রহ্ম চর্য্য পালন করিলে সুখ লাভ হয়, যশো বৃদ্ধি হয়, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, অতএব সকল প্রকার ব্রত অপেক্ষা ব্রহ্ম চর্য্য ব্রত শ্রেষ্ঠ।

সভার উৎসব সমাচার)

(প্রাপ্ত)

বাঁকিপুর।

বিগত ৩০ সে শ্রাবণ বুধবার হইতে ২ রা ভাদ্র পর্য্যন্ত 'বাঁকিপুর আ, য্য ধর্ম্ম সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বুধবার প্রাতঃকালে ৺ নারায়ণ দেবের পূজা সমাপ্ত হইলে ভারতবর্ষীয় আ, ধ, প্র, সভার

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় "পরলোক" বিষয়িণী বক্তৃতা আরম্ভ হয়। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ এবং গম্ভীর তর্কজাল জড়িত বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে বক্তৃতা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বৃষ্টি বশতঃ উৎসবের কার্য্যে বিঘ্ন হইলেও দগ্ধপ্রায় ধরিত্রীকে সুশীতল হইতে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মধ্যে অনেকেই দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন হইল। কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দকেও যখন উৎসাহ সহ নগ্নপদে হরিনাম করিতে ২ রাজ পথ দিয়া যাইতে দেখিলাম তখন মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল! সে আনন্দ ভুলিবার নহে। পর দিবস পূর্ব্বাহ্ণে চূড়ামণি মহাশয়ের "পরলোক" বিষয়িণী বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ শেষ হইল। অপরাহ্ণে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার অধিবেশনে বালকগণ কর্ত্তৃক রচনা পাঠ, অল্পবয়স্ক সভ্যগণকে পারিতোষিক এবং অবশেষে চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক ধর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হইল। তাঁহার সতেজ এবং সারগর্ভ সদুপদেশ রাশী চিরকাল আমাদের হৃদয় পটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শুক্রবার প্রাতঃকালে ভারতবর্ষীয় আ, ধ, প্রঃ সভার অন্যতর ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীপণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। এরূপ সুললিত বক্তৃতা হিন্দী ভাষায় আমরা আর কখন শুনিনাই। অপরাহ্ণে দীনদরিদ্র গণকে অন্নদান হইলে মান্যবর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পঠিত এবং সর্ব্বশেষে ব্যাসজীর আর একটী বক্তৃতা হইল। সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি রবিবার দিন পর্য্যন্ত রহিলেন। শনিবার প্রাতে, গীতা ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে আর্য্য শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য" বিষয়িণী আর একটি বক্তৃতা করিলেন। রবিবার দিন পূর্ব্বাহ্ণে সুনীতি সঃ সভার নিয়মিত অধিবেশন হয়। ব্যাসজী উজ্জ্বল ভাষায় বালক গণের এখন কর্ত্তব্য কি এই বিষয় বুঝাইয়াদেন। ঈশ্বরের কৃপায় দিন ২ এখানকার সভা উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে। এই শুষ্ক নাস্তিকতা পূর্ণ সময়ে, যখন ইন্দ্রিয় সুখাশক্তি জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত- যখন অভক্ষ্য ভক্ষণে কুৎসিত আচরণে সভ্যতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়, এই দুঃসময়ে যে কৃতবিদ্য মহাত্মাগণ ধর্ম্ম কথা লইয়া আলোচনা করেন, ঋষিগণের শত লাঞ্ছিত অনাদৃত শাস্ত্র কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ইহা অল্প আনন্দের কথা নহে। কে ভাবিয়াছিল যে ধর্ম্মকথা লইয়া ধর্ম্ম জীবন ভারতবর্ষ আবার জীবিত হইয়া—এ প্রকার পুনঃ শীর্ষোত্তলন করিবে। আশা ছিলনা যে সুখের দিন আবার ফিরিবে। ভারতের প্রাণ ভগবান্‌কে আমরা কোটী ২ প্রণাম করি। যেন ধর্ম্মের জয়শব্দে দেশ নাচিয়া উঠে, এই প্রার্থনা।

—০—

সৈয়দপুর।

বিগত জন্মাষ্টমী হইতে প্রারম্ভ হইয়া চার দিন আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রথম বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এতদুপলক্ষে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বিক্রমপুর, আঁট পুরাদি হইতে ৮ জন শাস্ত্রাধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ন্যায় ভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত হরি নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন অনেক গুলি সার গর্ভ আর্য্য শাস্ত্রীয় উপদেশ দান ও বক্তৃতা করিয়া সৈয়দপুরকে আনন্দ ভবন করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বক্তৃবর্গের ভক্তি ভাব পূর্ণ ব্যাখ্যান শ্রবণে একদিকে নয়নে প্রেমাশ্রু ধারা বহিয়াছে আবার জ্ঞান ও সদাচার গর্ভ ব্যাখ্যান শ্রবণে হৃদয় অপর দিকে উন্নত ও আলোকিত হইয়াছে। নগর সংকীর্ত্তন কালেও পথে বাজার মধ্যে হিন্দী অপর স্থানে বাঙ্গালাবক্তৃতা হইয়াছিল। সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসব দিনে সভা মধ্যে যে মধুর ভাবের স্রোত বহিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীরে রোমাঞ্চ হয় ও আনন্দে মনো প্রাণ নাচিয়া উঠে।

Printed at the Dharmamrita Press, Missir Pokhra, Benares.

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ।

৭ম ভাগ ৭ম সংখ্যা	" একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"	শকাব্দা ১৮০৬। কার্ত্তিক পূর্ণিমা

অত্রি সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌর ভুক্তং প্রদণ্ডবৎ ॥

যে দেশে ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান বর্জ্জিত ও শাস্ত্রাধ্যয়ন বিমুখ ব্রাহ্মণ গণ ভিক্ষা বা অন্যের দান গ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চৌর গণের উপযোগী দণ্ড বিধি অনুসারে রাজা সেই দেশ শাসন করিবেন।

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান শীল ব্রাহ্মণ গণকেই দান করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ তাহা না করিয়া মূর্খব্রাহ্মণকে দান করেন তবেদাতা বেদাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম জন্য দণ্ডনীয় এবং সদ্ব্রাহ্মণ গণের প্রাপ্য বস্তু গ্রহণ জন্য শাস্ত্র জ্ঞান বিহীন ব্রাহ্মণ গণ পর দ্রব্যাপহারী চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে। যাহারা বৈদিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই অযথা দান ও প্রতি গ্রহের উৎসাহ দিবে, তাহারাও চৌর্য্যের প্রশ্রয় দাতা ও সাহায্য কারী বলিয়া দণ্ডিত হইবে।

বিদ্বদ্ভোজ্যমবিদ্বাংসো যেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তেপ্যনাবৃষ্টিমিচ্ছন্তি মহদ্বা জায়তে ভয়ং ॥

যে রাজ্যে বিদ্বান্‌ দিগের ভোজ্য অবিদ্বান গণ ভোজন করে সে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও নানা ভয়ানক উপদ্রব হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণান্‌ বেদ বিদুষঃ সর্ব্ব শাস্ত্রবিশারদান্‌।
তত্র বর্ষতি পর্জ্জন্যো যত্রৈতান্‌ পূজয়েন্নৃপঃ ॥

যে রাজ্যে রাজা বৈদিক ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ গণকে যথোচিত সৎকার করিয়া থাকেন সে রাজ্যে পর্জ্জন্য সুবৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা আশ্রমাশ্চত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পুরা ॥

তিন লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল) তিন বেদ (ঋক্‌, সাম, যজু) তিন আশ্রম (ব্রহ্ম চর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ) ও তিন অগ্নি (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি) রক্ষা করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

উভে সন্ধ্যে সমাধ্যায় মৌনং কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
দিব্য বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে যে দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) মৌনী হইয়া সন্ধ্যা গায়ত্র্যাদির অনুষ্ঠান ও ভগবচ্চিন্তনা করেন তাঁহারা দেব পরিমাণে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গ লোকে আদৃত হইয়া থাকেন।

য এবং কুরুতে রাজা গুণ দোষ পরীক্ষণং।
যশঃ স্বর্গ নৃপত্বঞ্চ পুনঃ কোষংস অর্জ্জয়েৎ॥

যে রাজা এবম্প্রকারে দ্বিজ গণের দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন তিনিই যশঃস্বর্গ ও অধিক রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন ও দিন ২ তাঁহার রাজ কোষও বৃদ্ধি পায়।

দুষ্টস্য দণ্ডং স্বজনস্য পূজা
ন্যায়েন কোষস্য চ সম্প্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোর্থিষু রাষ্ট্র রক্ষা।
পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপানাং॥

দুষ্টের দণ্ড বিধান, আত্মীয়ের সৎকার, ন্যায় পূর্ব্বক কোষ বৃদ্ধি; প্রার্থী গণের প্রতি অপক্ষ পাত পূর্ব্বক দৃষ্টি ও রাজ্য রক্ষা, রাজা দিগের পক্ষে এই পাঁচটীই মহাযজ্ঞ অর্থাৎ বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য।

যৎ প্রজা পালনে পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তিহ পার্থিবাঃ।
নতুক্রতু সহস্রেণ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ॥

প্রজাদিগেকে সুন্দর রূপে রক্ষা করিলে রাজার এত পুণ্যের উদয় হয় যে ব্রাহ্মণ গণ সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ পুণ্যোদয় হয় না।

অলাভে দেব খাতানাং হ্রদেষু সরসীষুচ।
উদ্ধৃত্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে স্নানমাচরেৎ॥

স্নানার্থ শুদ্ধ জল পূর্ণ দেব খাত প্রাপ্ত না হইলে অন্যের হ্রদ বা পুষ্করিণী হইতে চারি মুষ্টি মৃত্তিকা স্বহস্তে উঠাইয়া ফেলিয়া তাহাতে স্নান করিবে।

বসা শুক্রমসৃঙ মজ্জা মূত্রং বিট্ কর্ণবিন্নখাঃ।
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাংমলাঃ॥
ষণ্ণাং ষণ্ণাং ক্রমেণৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।
মৃদ্বারিভিশ্চ পূর্ব্বেষা মুত্তরেষান্তু বারিণা॥

বসা, শুক্র, রক্ত, মেধ, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম্ম এই দ্বাদশটী মনুষ্যের মল বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টী মৃত্তিকা ও জল দ্বারা এবং অপর ছয় টী কেবল জলের দ্বারা পরিষ্কার করিবে।

শৌচং মঙ্গল মায়াস মনসূয়স্পৃহা দমঃ।
লক্ষণানিচ বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ॥

শৌচ, স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল সাধন, কার্য্যতৎপরতা বা পরিশ্রম বা উদ্যোগ, গুণ গ্রাহিতা, অস্পৃহা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, এতাবৎ ব্রাহ্মণের লক্ষণ; দান ও দয়াও ব্রাহ্মণত্বের সূচক।

গুণান্ন গুণিনো হন্তি স্তৌতি চান্যান গুণানপি।
নহসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

গুণীর গুণের অনাদর না করা পরগুণের প্রশংসা করা, অন্যের দোষ দর্শনে তাহাকে উপহাস না করা, এতাবৎ অনসূয়ার লক্ষণ।

অভক্ষ্য পরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে॥

শরীর বা মনের অশুদ্ধি সাধক ভোজন পরিত্যাগ, অনিন্দিত কার্য্যে সংশ্রব এবং সদাচারে অবস্থিত থাকাই "শৌচ" বলিয়া অভিহিত।

প্রশস্তাচরণং নিত্য মপ্রশস্ত বিবর্জ্জনং।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং ঋষিভি র্ধর্ম্মবাদিভিঃ।

প্রশস্ত বা লোক মান্য কার্য্যের আচরণ এবং অপ্রশস্ত কার্য্যের পরিহারকে ঋষি গণ ও ধর্ম্ম বাদী গণ "মঙ্গল" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শরীরং পীড্যতে যেন শুভেনহ্যশুভেনবা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে॥

যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের দ্বারা শরীরের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ না হয়, তাহারই নাম "অনায়াস" (ইহা বা উদ্যমহীনতা যেন প্রবল না হয়।)

যথোৎপন্নেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষঃ সর্ব্ব বস্তুষু।
নস্পৃহেৎ পরদারেষু সা স্পৃহা চ প্রকীর্ত্তিতা॥

যখন যেরূপ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ও তাহাতেই সন্তোষ, পরদারে বিরক্তি এতাবৎই "স্পৃহা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বাহ্যমাধ্যাত্মিকংবাপি দুঃখমুৎপাদ্যতে পরৈঃ।
ন কুপ্যতি ন চাহন্তি দম ইত্যভিধীয়তে॥

অন্যে যদি শারীরিক বা মানসিক দুঃখ প্রদান করে তথাপি তাহার প্রতি ক্রোধ বা মারিবার ইচ্ছা না করাই "দম"।

অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে॥

প্রত্যহ প্রসন্ন চিত্তে দান ও অল্প হইলেও যত্ন পূর্ব্বক দানই প্রকৃত "দান" পদ বাচ্য।

পরস্মিন্ বন্ধু বর্গে বা মিত্রেদ্বেষ্যেরিপৌতথা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যংহি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥

অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অথবা বন্ধু বা মিত্র গণের সহিত দ্বেষ্টা বা রিপুর সহিত আপনার ন্যায় ব্যবহার করাই "দয়া" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যশ্চৈতৈর্লক্ষণৈর্যুক্তো গৃহস্থোপি ভবেদ্দ্বিজঃ।
সগচ্ছতি পরং স্থানং জায়তে নেহ বৈ পুনঃ॥

যে দ্বিজ উপর্য্যুক্ত লক্ষণ যুক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন, তিনি গৃহস্থ হইলেও পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে ইহ লোকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

ক্রমশঃ

একটী কাজের কথা।

নাস্তিকতার গম্ভীর তিমির সাগরে যখন ভারত দিন ২ ডুবিতে লাগিল, বৌদ্ধদিগের ঘোর প্রতাপানলে যখন ভারতের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া "ছারখার হইতে চলিল, জ্বলন্ত কীর্ত্তি আর্য্যদের ধর্ম্ম সূর্য্যের প্রভা যখন ভারতীয় অনন্ত আকাশমণ্ডলে নিস্তেজ হইয়া উঠিল, তখন কোন্ বীর সেই দগ্ধ ভারতের প্রত্যেক অঙ্গে অমৃতায়মান শান্তিরস বিলেপিত করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছিলেন? যদি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে বাগ্মী শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতে আর্য্যকীর্ত্তি এতদিনে আকাশ কুসুমে পরিণত হইত! বীর পুঙ্গব শঙ্করাচার্য্য যদি সে সময়ে আর্য্য বৈদান্তিক ধর্ম্মের অবতারণা না করিতেন তাহা হইলে বৌদ্ধদিগের ঘোর নাস্তিকতা বিপ্লব হইতে ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা করা তাঁহার সে সময়ে দায় হইয়া উঠিত। কারণ বৌদ্ধরা এরূপ কূটতর্কবাদী, সূক্ষ্মবুদ্ধি ছিল, যে সে সময়ে ভক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম কিম্বা উপাসনার ধর্ম্ম তাহাদের সেই কঠোর হৃদয়কে কখনই আস্তিকতা প্রবণ করিতে পারিত না। বৌদ্ধদিগের মস্তিষ্ক বড়ই গাম্ভীর্য্যময় ও তাহাদিগের যুক্তিজাল বড়ই তীব্র ছিল। তাই শঙ্করাচার্য্যকেও বড়ই তীব্র প্রহরণ ধারণ করিতে হইয়াছিল। তাই সেই মহাসংগ্রামে বীরেন্দ্র কেশরী শঙ্করাচার্য্যের, জ্ঞান বিজ্ঞানের তুমুল অস্ত্র ঝঞ্ঝনা আবশ্যক হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে সে সময়ে শাঙ্কর ভাষ্যাদি বেদান্ত শাস্ত্ররূপ যুদ্ধভেরী ভীম নির্ঘোষে বাজাইতে হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে বৌদ্ধদিগের মনো মণ্ডল বিলোড়িত করিয়া ভারতের দেশে ২ উন্মত্ত বেশে বিচরণ করিতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধ দিগের নাস্তিক সেতু যখন, "বালির বাঁধের" ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল, শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে আবার ভারতীয় আর্য্যকীর্ত্তি স্রোত যখন তর তর বেগে ভারত বক্ষে বহিতে লাগিল, তখন সেই আনন্দের দিনে ভারতবাসী বুঝিল যে আর্য্য ধর্ম্মবহ্নি শিখা কখনই নির্ব্বাণ হইবার নয়। ভারতে এক্ষণ সে সুখের দিন তিরোহিত হইয়াছে, ভারতে আবার ধর্ম্মবিপ্লবের প্রধূমিত বহ্নি দেখা দিয়াছে। যদিচ বৌদ্ধ বিপ্লবের মত সেইপ্রকার ভয়ঙ্কর সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ভাবী ভীষণ অনিষ্টপাতের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে উপায় কি? কেবল মাত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া এখনকার দিনে যে ধর্ম্মান্দোলনের অবতারণা করা হইয়াছে, এই উপায়কে আমাদের সম্পূর্ণ যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় শঙ্করাচার্য্য যে শুদ্ধবিজ্ঞানের উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ে উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু এখনকার দিনে সেই প্রকার পদ্ধতি তত কার্য্যকর নহে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে বিজ্ঞানের সঙ্গে ২ ভক্তি, উচ্ছাস, প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হৃদয়ের সহিত অনুষ্ঠান বিহীন হইয়া এখনকার লোক দিন ২ অপবিত্রতাময় হইয়া উঠিতেছে। ভক্তি, প্রেম, উচ্ছাসের অভাবে নীরস ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ভক্তির উচ্ছাস ব্যতিরেকে তাহাদের প্রেমের পিপাসা শান্তি করিতে শুষ্ক বিজ্ঞান কখনই সমর্থ হইবে না। ভক্তি ভিন্ন ভারতের মজ্জায় ২ বহ্ন্যদগ্নি সঞ্চারিত করিবে কে? প্রেম ও বিশ্বাস ভিন্ন ভারতীয় প্রকৃতির বিশুদ্ধতা সংসাধিত করিবে কে? অনুষ্ঠান ভিন্ন "আর্য্য" নামের সার্থকতা করিবে কে? ভারতীয় আকাশ মণ্ডল আজি ম্লেচ্ছ ভাবের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। সেই দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার জন্য ধূপ ধূনার আয়োজন চাই। সেই ভারতের প্রত্যেক স্থানে সেই ধর্ম্মরূপ ধূপধূনা জ্বালাইতে ভক্তিভাব ভিন্ন আর কাহার সাধ্য আছে? ভক্তিমান্ পুরুষের একটি মাত্র ভাবের ইঙ্গিতে জগতে যে আনন্দোন্মত্ততার তরঙ্গ বহিয়া যায়, বিজ্ঞানী পুরুষের লক্ষ ২ জ্ঞানোপদেশে সে আনন্দের কণা মাত্রও লাভ হয় না।

বিজ্ঞান! তুমি লম্বা চৌড়া কত কথার ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছ, আমি তাহা কর্ণে স্থান দিব সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় কন্দর তাহার এক কণাও স্থান দিবে না। আমার প্রাণ মন, আত্মার প্রত্যেক স্তরে ২ অন্বেষণ করিয়া দেখ, ভক্তি ও বিশ্বাসের অভাবে তাহারা কি অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। যদি আজি আমার ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত, তাহা

হইলে সন্ধ্যা আহ্নিক তোমার—বিজ্ঞানের—অনুমোদিত না হইলেও তাহা তুচ্ছ করিতাম না। আমার ভক্তি আমাকে অনন্ত ধর্ম্মভাব সাগরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চায়, তুমি তাহায় বাড় দিয়াও যাও না। আমার ভক্তি আমাকে ধর্ম্মের অনন্তত্ব, অলৌকিকত্ব, অপরিমেয়ত্ব ঈশ্বরের মধুরতা প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞান তুমি লৌকিক ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া, ইংরাজি বেশে ভূষিত হইয়া ধর্ম্মকে অতি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম করিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া দাও। আমার ভক্তি আমাকে মোক্ষ প্রাপ্তির অতি সহজ উপায় দেখাইয়া দেয়, তুমি মুক্তি প্রদানের আশা দিয়া অতি ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে লইয়া যাও। আমার ভক্তির চিরকাল জয় জয়কার হউক। ধীরে২ এক্ষণে ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।

বিজ্ঞান! তুমি এক্ষণে ধর্ম্ম জগতে একাধিপত্য করিও না, ভক্তিকে সহচরী করিয়া লও। এক্ষণে তোমার বিশুষ্ক দৃশ্যের কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। তোমাকে ভক্তির ছায়ানুগামী দেখিতে চাই। কেবল মাত্র তোমার সাহায্য লইতে গেলে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া পড়িব। কুক্কুরের উদরে যেমন ঘৃতান্ন পরিপাক হয়না, তেমনি আমার এই পাষাণ আত্মায় তোমার পরিপাক অসম্ভব। তোমাকে কত কটূক্তি করিলাম, কিন্তু কিছু মনে করিওনা। আমার হৃদয় বড় দুর্ব্বল, আত্মা বড় কলুষিত, তাই আমি ধীরে২ কোমলতাময়া ভক্তি মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়া ধর্ম্ম রাজ্য সোপানে আরোহণ করিতে চাই। বিজ্ঞান ও ভক্তির যুগল বেশ যখন একত্রে অভিনীত হইবে, ভারতের তখনই পূর্ণ কল্যাণ।

শাস্ত্রার্থ প্রচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ব্রাহ্মণ" ভাগের বেদত্ব প্রমাণ।

যদি বল "ব্রাহ্মণ" বেদের ব্যাখ্যান স্বরূপ, অতএব মূল ও ব্যাখ্যান উভয়ে সমান বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। বেদ ব্যাখ্যান রূপ হেতু দ্বারা ব্রাহ্মণের বেদত্ব হানি হইতে পারেনা। "বেদ" ব্যবহৃত বাক্যগুলির পদান্তর দ্বারা অর্থ প্রকাশের নামই "বেদ ব্যাখ্যান"। মনে কর, তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে "তুমি ব্রাহ্মণ" ইহা কিরূপে জানিব? তুমি বলিলে, যেহেতু "আমার যজ্ঞোপবীত আছে"। তোমার এতৎ প্রদর্শিত হেতুতে ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। কারণ যজ্ঞোপবিত ধারিত্বই যদি ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ হয়, তবে বৈশ্যও কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে? কখনই না। এখানে যেমন যজ্ঞোপবীত ধারিত্ব রূপ হেতু সত্বেও বৈশ্য ব্রাহ্মণ হইল না, তদ্রূপ ব্যাখ্যান রূপ হেতু থাকাতেই ব্রাহ্মণের বেদত্বাভাব হইতেছে না। নিম্নে চারিটী মন্ত্র ঋক্ ও অথর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এতন্মন্ত্র চতুষ্টয়ে বেদ ব্যাখ্যান অর্থাৎ বেদ পদব্যবহার্য্য বাক্য সমূহের পদান্তর দ্বারা অর্থ প্রকাশ রূপ হেতু বিদ্যমান্ রহিয়াছে, কিন্তু তোমার অভিপ্রায়ানুরূপ বেদত্বাভাব রূপ লক্ষ্য নাই। যথা

"প্রজাপতে নত্বদেতান্যন্যো বিশ্বারূপানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তুন্ন য়স্যাম পতয়ো রয়ীণা" মিতি যাজুষো মন্ত্রঃ অঃ২৩, মং ৬৫

"প্রজাপতে নত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতাবভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণা" মিত্যৃচঃ।

"নবো নবো ভবসি জায়মানোহ্নাঙ্কে তুকষ সামেষ্যগ্রম্। ভাগংদেবেভ্যো বিদধাস্যায় ন্প্রচন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ু" রিত্য থর্ব্বণঃ।

"নবো নবো ভবতি জায়মানোহ্নাঙ্কেতুকষসামেত্যগ্রম্।

ভাগন্দেবেভ্যো বিদধাত্যায় ন্প্রচন্দ্র মাস্তিরতে দীর্ঘমায়ু" রিত্যৃচঃ।

প্রথমে যজুর্ব্বেদ ও ঋগ্বেদের যে দুইটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, ইহাদের উভয়ের পরস্পর অবিকল অনুরূপতা আছে, কেবল প্রথমটীতে "বিশ্বারূপাণি" দ্বিতীয়টীতে বিশ্বাজাতানি এই পদদ্বয়ের কিঞ্চিৎ প্রভেদ মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয়, অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রে "ভবসি" অপর ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রে "ভবতি" এই পদদ্বয়ের প্রভেদ মাত্র রহিয়াছে, কিন্তু বিশ্বারূপাণি" ও "ভবসি" এই পদ দুইটীর অর্থ বিশ্বাজাতানি ও ভবতি এই পদান্তর দ্বয় দ্বারা প্রকাশিত হইল। উপর্যুক্ত কয়েকটী মন্ত্রই সংহিতা ভাগের। ব্যাখ্যান হেতু ঘটিল বলিয়া উহাদের বেদত্বাভাব হইল না। যে মহীয়সী শক্তি বীজের অঙ্কুরোৎপাদকত্বের হেতু, সেই শক্তিই শাখা, পল্লব, পত্র বিস্তারের কারণ। অতএব "বেদ ব্যাখ্যান হেতুবশতঃ বেদত্বের কিছু মাত্র ক্ষতি হইল না। মূল ও ব্যাখ্যান বা বিস্তার একেরই প্রভাব বলিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ ভাগে বেদ ব্যাখ্যান আছে বলিয়া উহা "বেদ" নহে, এ যুক্তি আদৌ ভিত্তি শূন্য বলিতে হইবে।

যদি ভ্রমান্ধতা প্রযুক্ত "ব্রাহ্মণ" ঋষি প্রোক্ত বলিয়া উহার বেদত্বে আশঙ্কা কর, তাহাও নিষ্কাশিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। "ব্রাহ্মণ ঋষি প্রোক্ত হইলেই বা তাহার বেদত্বভাব হইবে কেন ? ঋগ্বেদও তো ঋষিগণ প্রোক্ত, কেননা ঋগ্বেদ প্রথমে ঋষিগণ কর্ত্তৃকই উক্ত-উচ্চারিত—পঠিত হইয়াছিল। তজ্জন্য ঋগ্বেদের তো বেদত্বাভাব হয় নাই। "উক্ত" শব্দে কথিত বা উচ্চারিত না হইয়া যদি তোমার মতে "প্রণীত" এইরূপ অনুভব হয়, তাহা হইলে এ যুক্তি নিতান্ত বালোচিত হইল, বলিতে হইবে। ভারদ্বাজ, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, পুলহ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনকাদি সংবাদ ব্রাহ্মণ ভাগে দৃষ্ট হয় বলিয়া যদি ব্রাহ্মণ ঋষি প্রণীত, এরূপ সন্দেহ হয়, তবে বুঝিলাম সূক্ষ্ম বেদ বত্মের অনবগতিই তোমার সংশয়ের মূল। মনে করিয়াছ, যে বেদ অনাদি, ব্রাহ্মণ যদি অনাদি হইত, তবে তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য জনকাদি সংবাদ কোথা হইতে আসিবে। অতএব জনকাদি জন্মিবার পর "ব্রাহ্মণ" রচিত হইয়াছে। যদি ইহার অনাদিত্ব না রহিল, তবে ইহার বেদত্ব কোথায়? বেদে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত কথাই নিবদ্ধ আছে এবং অতীত অনাগতাদি তাবদ্ জ্ঞানই বেদ দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। তোমার আমার নিকট কাল যেমন নিম্নগা নদী প্রবাহের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, বেদ প্রণেতা ভগবানের নিকট তাহা নহে। তাঁহার সম্মুখে কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান; তাঁহার তিন কাল নাই, একমাত্র সমস্তই "বর্ত্তমান"। তোমার লক্ষ পুরুষ পরের যে ঘটনা ভবিষ্যদ্ গর্ভে নিহিত, ভগবানের সমক্ষে তাহা এখনও "বর্ত্তমান"। সুতরাং বেদ মধ্যে অতীত, অনাগত সমস্তই এক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য জনকাদি বেদ রচনার বহু পরে হইলেও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিজ্ঞ বেদে তত্তাবৎ সন্নিবেশিত থাকা কিছু মাত্র যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। ইহাতে ব্রাহ্মণের বেদত্বের হানি দৃষ্টি গোচর হয় না। কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে অর্থ পূর্ব্বক লৌকিক বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ অগ্রে প্রতিপাদনের বিষয়ীভূত অর্থের অনুসন্ধান বা স্থির করিয়া তবে বাক্য প্রযুক্ত হয়, কিন্তু নিত্য অলৌকিক বেদ বাক্যের প্রয়োগ তাদৃশ অর্থ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ বৈদিক বাক্য প্রয়োগের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে অর্থ সম্পাদিত হয়না, কেননা সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়াদি প্রতিপাদক বেদবাক্যের অনেক অর্থ অনিত্য, কিন্তু বেদ স্বয়ং নিত্য অনিত্য বস্তু নিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেনা। তাই বলিতেছিলাম, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালিক পদার্থের আবির্ভাব অপেক্ষা না করিয়া বেদের অপর ভাগ ব্রাহ্মণ ভাগে যে সমস্ত লৌকিক বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে, তাহা দ্বারা বরং ব্রাহ্মণের বেদত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। আর যদি তুমি এই যুক্তিই অক্ষুণ্ণ রাখিতেচাও, তবে তোমার পূর্ব্বাঙ্গীকৃত নিজ সিদ্ধান্তের মূলে-সংহিতা ভাগের বেদত্বেও কুঠারাঘাত করিলে বলিতে হইবে। কেননা "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি সংহিতা ভাগেরও অবেদত্বাপত্তি হইয়া পড়িল। "বিধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে পূর্ব্বে কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" এখানে "অকল্পয়ৎ" এই ক্রিয়াটী অতীতার্থ বোধক। এতদ্দ্বারা কি ইহাই বুঝিব যে চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি হইলে পরে বেদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে? ব্রাহ্মণ ভাগে জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নাম দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণভাগে সাদিত্বাপত্তি করিয়াছ, তদ্রূপ সংহিতা কেও চন্দ্র সূর্য্যের পরবর্ত্তী বোধে তুমি অনাদি বলিয়া স্বীকার করিবে কিরূপে? অতএব সংহিতা ভাগের বেদত্বাপত্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণ ভাগেও বৃথা আপত্তি করিতে পার না? বস্তুতঃ সংহিতা চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টির অভিধান কারী হইয়াও তদুৎপত্তি কালের পরবর্ত্তী নহে, কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদ বাক্য অর্থ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয় নাই। "ব্রাহ্মণ" ভাগে যাজ্ঞবল্ক্য, জনকাদির নাম থাকিলেও ব্রাহ্মণ" তত্তাবতের পরবর্ত্তী নহে। এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে ব্রাহ্মণে বেদত্বাভাবাপত্তি করিবার তোমার কোনযুক্তিই প্রবল হইতেছে না। অতএব ঋষি প্রণীত বলিয়া ব্রাহ্মণ কে বেদ সংজ্ঞার বহির্ভূত মনে করিও না।

ক্রমশঃ

একটি সঙ্কেত

ভারত! তুমি সমস্তই ভুলিলে! তোমার নিজ কর্ম্ম দোষে তুমি সমস্তই হারাইলে! স্বপ্নের ন্যায় কাল্পনিক উন্নতি স্রোতে ভাসমান হইয়া প্রকৃত উন্নতি লাভে বঞ্চিত হইলে। বিদেশীয় ভাষা, ভাব, ইঙ্গিত, বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীয় রীতি নীতি, বিদেশীয় প্রথা প্রণালীর মায়ায় মোহিত হইয়া তোমার নিজ প্রকৃতি সুলভ উন্নতির উজ্জ্বল সোপান দর্শনে বঞ্চিত হইলে। তুমি আপনাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত জীব মনে করিয়া বৃথা গৌরবে গর্ব্বিত হইয়াছ। আমরা তোমার এই উন্নতিকে বৈদেশীক অপরিস্ফুট জ্ঞান সমুৎপন্ন অধোগতি বলিয়া স্বীকার করি। "ঊনবিংশ শতাব্দী" তোমার নহে। উহা উন্নতি কামী আধুনিক সভ্য খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে বৎসর গণনা

করিলেও বর্ত্তমান কাল তোমার বিংশ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দীর অধোগতির অতীব গভীর গর্ত্তে তুমি দিন ২ ডুবিতেছ। য়ুরোপ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থার দিকে বেগে দৌড়িতেছে। তাহার দেখা দেখি তোমাকে বেগে দৌড়িলে চলিবে না। তোমার অবস্থা য়ুরোপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তুমি অতি উচ্চ পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া এক্ষণে মলিন দশা গ্রস্ত হইয়াছ। তোমার সংস্কার মাত্র আবশ্যক। য়ুরোপ নূতন পথ গঠন করিতেছে, নবীন উদ্যম ও প্রভূত প্রবৃত্ত সত্ত্বেও যদি উহার পদ স্খলন হয়, তবে তাহাও মার্জ্জনীয়। কিন্তু তুমি আর্য্য মহাত্মাগণের নির্ম্মল পদ চিহ্নিত পথ সত্ত্বেও যথেচ্ছার পন্থা অবলম্বন করিতেছ কেন? পথ দেখাইয়া দিলেও যে সে পথে না চলে ও পথে বিপন্ন হয়, তাহার দোষ মার্জ্জনীয় নহে এবং সে লোকের করুণা লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি আপনার শরীর, আপনার প্রকৃতি আপনার অবস্থার দিকে না তাকাইয়া পরের পশ্চাতে ধাবিত ও ক্রমশঃ বিপদ গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছ। তুমি একে ২ আপনার অঙ্গ হইতে বহু মূল্য হীরক কাঞ্চন জড়িত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ফেলিতেছ। বোধ হয় কিছু দিন মধ্যে তোমার নিজ শরীরটি পর্য্যন্ত বিদেশীয় ধাতুতে গঠিত করিয়া লইবে তোমার স্বতন্ত্রতা ও পবিত্রতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। অতএব ভারত! ঊর্দ্ধ মুখে ধাবমান হইও না! পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখ, বিধাতার প্রদত্ত কত মহারত্ন রাশি ফেলিয়া আসিলে। তোমার দোষে তোমার অলঙ্কার মলিন হইয়াছে। মলিনতার উপর ঘৃণা করিয়া সম্মুখের রবি কিরণ দীপ্ত দিব্য কান্তি কাচ কঙ্কনের জন্য বহু মূল্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করিও না। ধীর ভাবে সমস্ত মালিন্যের অপনয়ন কর। কনক কান্তি ভাতি দর্শনে তোমার মন পুনঃ প্রফুল্লিত হইবে।

য়ুরোপীয় উপাদানে আপনার অঙ্গ পরিস্কার করিও না। একটি মালিন্য দূর করিতে গিয়া আর একটি বদর্য্য দুর্গন্ধ লাগিয়া যাইবে। আপনার গৃহ অন্বেষণ করিয়া দেখ, একাকী না পার বৃদ্ধ মহাত্মা দিগের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া দেখ, তোমার পুরাতন কোষের স্তরের কোন্ উপাদেয় সামগ্রীরাশি সজ্জিত রহিয়াছে। সেই শাস্ত্র পুঞ্জ উন্মোচন করিয়া দেখ, তুমি যাহা চাও তাহা কেমন পরিপাটী রূপে রক্ষিত রহিয়াছে। যদি তাহাতেও তত্ত্ববিদের পরিচয় বুঝিতে না পার, তবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বরের শরণাগত হও! সেই বেদ বিধাতা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তোমার নিগূঢ়তর শক্তি সাধনে সহায়তা করিবেন। স্বহস্তে তোমার অভাব মোচন করিয়া দিবেন! তুমি আপনাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিওনা। তুমি চেষ্টা পরায়ণ হইলে ভগবৎ কৃপায় আপনাকে অসামান্য অদ্বিতীয় করিয়া তুলিতে পার। নিজ ২ সাধন শক্তি ও তপঃ প্রভাবে ধ্যানস্তিমিত নেত্র দেব প্রতিম আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্য মঞ্চের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তুমি ধীর জিজ্ঞাসু তত্ত্বজ্ঞান নিপুণ হও, তোমার মলিন দশা ঘুচিয়া যাইবে। তোমার বৃথা সভ্যতার গর্ব্ব পরিহার করিয়া আর্য্য শাস্ত্রীয় শাসনের অনুগত হও, তোমার দুঃখ বিদুরিত হইবে। তুমি আপনার সামগ্রীকে আপনার বলিতে শিক্ষা কর, তোমার সুখ সূর্য্যের শীঘ্র উদয় হইবে। তুমি আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন হও, তোমার হৃদয়ে আনন্দ স্রোত প্রবল উচ্ছাসে প্রবাহিত হইবে। ভারত! তুমি আপনাকে বিস্মৃত হইও না! তুমি নিজ দোষে আপনার গৃহদ্বার আপনি অবরুদ্ধ করিয়া ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। যত্ন ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হও, সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। আত্ম দৃষ্টি রহিত হইয়া তুমি অন্যের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়াছ। তাই আজ আর্য্যরীতি নীতি বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্য সমাজকে অনার্য্য সমাজ প্রস্তুত করিতে রত চেষ্টা করিতেছ। ভাগ্য দোষে তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি না ঘটিলে কি আজ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত কর্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন চূড়া করণ, উপনয়ন প্রভৃতি আর্য্য সংস্কার গুলি মানসিক ও শারীরিক বিশেষ কল্যাণের উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে? এই ক্ষুদ্র ২ সংস্কার গুলি ত দূরের কথা, এসকল গুলির প্রতি বিশেষ কটাক্ষ না করিয়া বিবাহ সংস্কারের প্রতি আমরা কিঞ্চিৎ হস্ত ক্ষেপ করিব। কেননা এই গুরুতর সংস্কারটি সংসার প্রবাহের মূল ভিত্তি, গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্ম্মের প্রশস্ত পথ, বহুল ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল উপায়, ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রধান উপাদান।

ক্রমশঃ

পরম ভক্ত ধনা।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় কস্যচিৎ জাট জাতির গৃহে ধনাজন্মা ধনা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষি ব্যবসায়ী ছিলেন। অকৃত বিদ্য কৃষিজীবী হইয়াও তিনি সাধু মহাত্মা গণকে শুশ্রূষা করিতেন বলিয়া পরিব্রা-

ভক্তশাস্ত্রগণ সময়ে ২ তাঁহার গৃহে আসিয়া সেবা গ্রহণ করিতেন। ধনা যখন চপলমতি শিশু, সেই সময়ে জনৈক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ অভ্যাগত তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে স্বয়ং স্নান পূর্ব্বক নিজ নিকটস্থ শাল গ্রাম শিলার স্নান ও ভক্তি সহ সচন্দন তুলসীদল দ্বারা পূজা ও তাঁহাকে প্রথমে নিবেদন করিয়া তৎপরে ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাযুক্ত ভাব ভঙ্গি দেখিয়া শিশু শিরোমণি ধনারও ঐ রূপ করিতে মনে ২ বড় সাধ হইল। ধনাজী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন. ঠাকুর! আমাকেও তোমার মত একটী " দেব মূর্ত্তি দাও, আমিও তোমার মত পূজার্চ্চনা করিব। ব্রাহ্মণ ক্রীড়াসক্ত বালকের কথায় অনেক ক্ষণ উপেক্ষা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বারম্বার বালকের প্রার্থনা ও কাতর বচনানুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবোধ বালককে ক্ষান্ত করিবার জন্য একখানি কৃষ্ণবর্ণের শিলা খণ্ড দান করিলেন ও বলিলেন বৎস! তুমি এই দেবতার পূজা করিও। পূজার দেবতা পাইয়া ধনার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। দেবতাকে কখন বক্ষে কখন মস্তকে রাখিয়া কতই আদর করিতে লাগিলেন। বাল ভক্ত ধনার বড় পূজার ঘটা লাগিয়া গেল। ধনা সকল কর্ম্ম ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া নিত্য প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ পরে অভীষ্ট দেবতাকে স্নান করাইয়া পুষ্করিণী হইতে মৃত্তিকা লইয়া ললাটে তিলক করিতে লাগিলেন। তুলসী দলের পরিবর্ত্তে যে কোন বৃক্ষেরই হউক না কেন হরিত পত্র দ্বারা দেবতার পূজা ও অত্যন্ত প্রেম ও উল্লাসের সহিত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। যখন ভক্তকুল কেশরী ধনার মাতা ধনার খাইবার জন্য রুটী আনিয়া দিতেন. ধনা তখন সেই রুটী দেবতার সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। মধ্যে ২ নেত্র উন্মীলন করিয়া যখন দেখিতেন যে ইষ্টদেব এখনও নিজ ভাগ গ্রহণ করেন নাই, তখন চক্ষু পুনর্মুদ্রিত করিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। পরিশেষে যখন দেখিতেন ভগবান্ তাঁহার রুটী খাইলেননা, তখন নিতান্ত দুঃখিত ও উদাস চিত্তে বারম্বার কর যোড়ে নিবেদন পূর্ব্বক অনেক বালোচিত অনুযোগ, অনুরোধ ও প্রার্থনা করিতেন। তাহাতেও যখন দেখিলেন ভগবান্ কিছুতেই ভোজন করিলেন না, তখন সমস্ত রুটী পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিতেন ও আপনিও উপবাসী থাকিতেন। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ায় অনাহারে ভগবৎ প্রাণ ধনাজী নিতান্ত শুষ্ক ও মৃত কল্প হইয়া আসিলেন। আমার প্রদত্ত খাদ্য ঠাকুর খাইলেন না, এই খেদে মর্ম্মাহত হইয়া ধনার নেত্র দ্বয় হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হৃদয়ের ঠাকুর ভক্ত বৎসল ভগবান্ সরল বিশ্বাসী অনন্য চিত্ত ধনার দুঃখাবেগ নিবারণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন। অশব্দমস্পর্শমব্যক্ত চিন্ময় যোগ সমাধি গম্য নারায়ণ ধনার মনের আকর্ষণে অপূর্ব্ব বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ধনার নিবেদিত রুটী ভোজন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গেলে মহাভাগ বাল কেশরী ধনা বলিলেন, তুমি সব রুটীই খাইয়া ফেলিলে, তবে আমি খাইব কি! আমাকে কি একটুও দিবে না? ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া ধনাকে অবশিষ্ট রুটী দান করিলেন। আজ ধনার রুটী দেব দুর্ল্লভ অমৃত হইতেও মধুর হইয়া উঠিল। [illegible] এইরূপে ধনাকে নিজ মনোহর রূপ মাধুরীতে মোহিত করিতে লাগিলেন। সে রূপ একবার দর্শন করিলে কি আর জীব সংসারে স্থির থাকিতে পারে। ধনা ক্ষণ জন্য যদি সেই রূপ নয়নে বা অন্তঃকরণে না দেখিতে পাইতেন, তবে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িতেন। ভক্তি ডোরে ধনা ভগবানকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন, ভক্তের ধন ভগবানও ধনকে ক্ষণ জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না; প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, " আমি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গেই থাকিব ও তোমার শ্রম লাঘবার্থে তোমার গাভী দোহন করিয়া আনিয়া দিব। ভক্তের ভব কষ্ট নিবারণকারী জন্মান্তর সেব্য আজ বাল ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ধনা সর্ব্বদা ভগবান্‌কে নিকটে পাইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সেই ব্রাহ্মণ ধনাজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ধনাকে নিজ দত্ত শালগ্রাম শিলার পূজার্চ্চনা করিতে না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ধনা বলিলেন, যে আপনি আমাকে ভাল ঠাকুর দিয়া গিয়াছিলেন। সে ঠাকুর আমাকে কত দিন খাইতে দেয় নাই। অনেক কষ্টের পর এক্ষণে এমন হইয়াছে, যে গাই পর্য্যন্ত দুহিয়া আনে। ব্রাহ্মণ এতচ্ছ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, কৈ আমাকেও দেখাও দেখি। ব্রাহ্মণ ভক্তবৎসল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য ও পবিত্র হইলেন, মনে ২ বলিতে লাগিলেন,

তুমি চিরদিনই বাল সখা গোপাল বেশে রহিলে, গোদোহন কার্য্য এখনও বিস্মৃত হও নাই?"

অতঃপর লোক মর্য্যাদা রক্ষণার্থ ভগবান্ ধনাজীকে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইতে উপদেশ করিলেন। ভগবৎ কৃপা পাত্র ধনা তাঁহার আজ্ঞানুসারে পবিত্র তীর্থ বারাণসী ক্ষেত্রে আসিলেন ও রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাধু সজ্জন সেবায় সদা অনুরক্ত থাকিলেন। ধনা এক্ষণে গুরুর কৃপায় ভগবানের গূঢ় মর্য্যাদা বুঝিলেন ও অন্তরের ধনকে অন্তরে দর্শন করিবার শিক্ষা করিলেন।

ধনার পিতা মাতা এক দিন ধনাজীকে ভূমিতে গোধুম বপন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কতক গুলি সাধু আসিয়া ধনাজীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ধনাজীর নিকট তখন ভূমিতে বপন করিবার উপযুক্ত বীজ গোধুম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সাধু গণকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া অগত্যা সেই গোধুম গুলি দান করিয়া পিতা মাতার ভয়ে, বীজ উপ্ত হইলে ক্ষেত্র যে রূপ অবস্থায় রাখিতে হয়, ভূমিকে সেই রূপ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ধনার ভীতি ভঞ্জনের জন্য নিজ মায়ায় সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিলেন। লোকে ধনার ক্ষেত্রের বহুল প্রশংসা করিতে লাগিল। লোক মুখে নিজ ভূমির প্রশংসা শুনিয়া ধনাজী ভাবিলেন, আমি তো বীজ বপন করি নাই, বোধ হয় লোকে আমাকে পরিহাস করিতেছে। কিন্তু যখন স্বয়ং গিয়া দেখিলেন, ভূমি সত্য সত্যই শস্যে পরিপূর্ণ, তখন ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপা দৃষ্টি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম সিন্ধু উথলিয়া উঠিল ও সেই দিন হইতে আরও অধিক রূপে ভগবানের ও সাধুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইন্দ্র! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি আদৌ নাই? তুমি বজ্র নির্ম্মাণের নিমিত্ত বৃথা কেন পরম সাধু দধীচি মুনিকে দুঃখ দান করিলে? এই অভাগার "মন" কেন উঠাইয়া লইয়া গেলে না? এই পাষাণ মনের দ্বারা কঠোর হইতেও কঠোর তর বজ্র নির্ম্মিত হইত। যাহার মন ভগবানের অগণ্য কৃপার চিহ্ন দর্শনেও ভক্তি বিগলিত হয় না, তাহার মন বজ্র হইতেও কঠিন।"

ভারতবর্ষীয় আ, ধ, প্র, সভা-কার্য্যালয়ের-ব্যবস্থা বিষয়ক পরিবর্ত্তন লইয়া প্রায় মাসাবধি একটী বিষম আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। বিদেশীয় সভা ও মহানুভাবক গণের বিদিতার্থ এতৎ সভার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক গণের পত্র গুলি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

নং ১০৫৭।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সুযোগ্য সভাধিনায়ক ও সভাসদ মহোদয় গণ মাননীয়াস্পদেষু।

সম্মান পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনম্

আর্য্য দিগের ধর্ম্ম ভূমির সেবা করিতে ২ আমার ক্ষুদ্র জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত হইল। বর্ত্তমান ভারতে আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিভা প্রকাশিত হয়, এই লক্ষ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবান্কে স্মরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সূচনা করি। কিছু দিন যথা সাধ্য তাহারও সেবা করিলাম। সভা দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতকে আর্য্য মন্ত্রে পুনর্দ্দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের বেগ উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে এই ক্ষুদ্র হৃদয় পরিণাম বিরস বিষয় সংসর্গ ও সাংসারিক কার্য্য কলাপ হইতে অবসর লইতে প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে ২ সভার কার্য্য ভার হইতেও অবকাশ প্রার্থনীয়।

এতৎ সভার যে অংশ গুরুতর কার্য্যভার এতদিন ঁকৃপায় মস্তকে বহন করিয়া আসিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হয়, ইহাই আন্তরিক স্পৃহা। অতএব সুযোগ্য পাত্রে এতৎ কার্য্যভার বিন্যস্ত করিবার যথা যোগ্য সুমন্ত্রণা প্রকাশ ও সদ্ব্যবস্থা করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ইতি ২২এ আশ্বিন। শঃ ১৮০৬

অনুগত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন
কার্য্য সম্পাদক।

পত্রোত্তর।

মান্যবর শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন
ভা, আ, ধ, প্র, সভার সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু।

আপনার ২২এ আশ্বিন তারিখের ১০৫৭ নং পত্র পাইয়া অবগত হইলাম।

যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যাহার জন্য

সাংসারিক আশা ভরসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য দ্বারে ২ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই. যাহার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কোনই ক্লেশ বোধ করেন নাই, এত প্রয়াস, এত উদ্যোগ, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদিনে যাহার ভিত্তি স্থাপন ও সম্যক্ সাধিত বলিয়া বোধ করিয়া. সেই আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য আপনি কোন্ প্রাণে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

আপনি বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইতে চাহেন, কিন্তু কি আপনি অনুভব করিতেছেন না, যে আপনি যে দিন হইতে সনাতন ধর্ম্মের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যে দিন হইতে আর্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন সেই দিন অবধি আপনার দেহ বিক্রীত হইয়াছে। আপনি কোন প্রকার যুক্তি মতে আর একার্য্য হইতে অবসর লইতে পারেন না। আমার অনেক লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কার্য্য ব্যপদেশে এবার পারিলাম না।

পাকুড়। (রাজা) শ্রীতারেশ চন্দ্র পাণ্ডে।
সভাধিনায়ক।

মহাশয়! আপনার ২২ এ আশ্বিন তারিখের পত্র পাইয়া তাবৎ অবগত হইলাম। ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্য ভার, যাহা আপনাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা হইতে আপনি অবকাশ লইতে মানস করিয়াছেন। যদিচ মনের বেগ এবং নদীর বেগ রোধ করা কঠিন ব্যাপার, তথাচ এই বাঞ্ছনীয়, যে মহাশয় এই প্রস্তাব হইতে বিরত হউন। যদি একান্তই অবকাশ লওয়া উচিত বোধ করিয়া থাকেন, তথাচ যে পর্য্যন্ত উত্তম উপযুক্ত কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত না হয়েন, সেপর্য্যন্ত মহাশয় যে প্রকার উক্ত সভার ভার বহন করিতেছেন তদ্রূপ কার্য্য করিতে থাকুন। আপনাকে সভা কোন মতে ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না। কিমধিকং ইতি

বারাণসী। শ্রীকালী প্রসাদ চৌধুরী

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনীয়ং

আপনার ২২ এ আশ্বিনের পত্র পাঠ করিয়া হর্ষ বিষাদে অভিভূত হৃদয় ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। বিরস বিষয় সংসর্গ পরিত্যাগ ইচ্ছু, মানস যেমন হর্ষের কারণ, আপনার সংসর্গ রহিত সমাজ ওতদ্রূপ বিষাদের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। আপনি সত্য সত্যই কি দেবর্ষি নারদের ন্যায় মাতৃ বিয়োগের অপেক্ষায় অস্মদাদির রসহীন সংসর্গে দিনাতিপাত করিতেছিলেন?, বোধ করি তাহা নয়, অন্য কোন দৈবী কারণ হইবে, যেহেতু বিষয়ে বৈরক্তিতো আজন্ম হইতে ছিল, এতদিন সভার কার্য্যভার হইতে অবসর লইতে মানস প্রকাশ করেন নাই কেন? তখন যে কারণ বশতঃ কার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন, এখন কি সে কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে? না, বোধ করি কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। প্রিয়তম! এই সুকুমারাবস্থ আর্য্য সমাজকে ভবাদৃশ ধর্ম্মপ্রাণ দেশোন্নতিপ্রিয় কুমারের আশ্রয়চ্যুত করা কি উচিত? না, এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই,—এখনও সমাজের যৌবনাবস্থাও নয়, প্রৌঢ় ত অনেক দূর;...এ সময় এ কৌমারাবস্থায় সমাজ শ্রীকৃষ্ণ হীন...কুমারের আশ্রয়হীন হইলে পিতৃহীন বালকের মত অবসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। যদিচ এখন সর্ব্বত্রেই সমাজের মিত্র সংখ্যা অধিক, সমাজ স্নেহ মমতার সহিত সেবিত হইতে পারিবেন, তজ্জন্য কোন আশঙ্কা নাই, তথাপি নির্ব্বিঘ্ন জীবনাশায় সংশয় আছে। বিশেষতঃ সমাজ স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও প্রতিপক্ষ দানব দলনে অনুপযোগী। গৃহবিপ্লব, অভিমান লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অসুর গণ যেরূপ প্রবল, ব্রাহ্ম সমাজের দুরবস্থা দর্শনে তাহা প্রমাণ হইতেছে। অতএব হে প্রিয়তম কুমার! বর্ত্তমান আনন্দ চিহ্ন যাহা সমাজের কোমল কলেবরে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহা যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, এমত চেষ্টা করাই আপনার উচিত, এসময় পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে মহান্ বিপৎ পাতের সম্ভাবনা। ভীষণ অসুর সংঘ সংঘাৎ কালে শ্রীকৃষ্ণ হীন আর্য্য সমাজের নিরানন্দের কথা আশ্চর্য্য কথা নয়। সে সময়ে—সে দুঃসময়ে শ্রীকৃষ্ণ হীন সুর সংঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কেহই কোন কার্য্যে আসিবেন না। এই প্রকার ভাবী চিন্তা পরায়ণ মদীয় ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আপনার প্রশস্ত ভাব নিমগ্ন হৃদয়ের সহিত একবাক্য হইতে কোন প্রকারেই অগ্রসর হইতেছে না। তাই কাতর হইয়া পরমার্শ প্রদান কি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে, সৌভাগ্য ক্রমে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীক্ষেত্রই যখন আপনার কার্য্যক্ষেত্র, তখন তথা হইতে অন্যত্র গমনেরও ত প্রয়োজন হইতেছে না? যদি এক পন্থায় দুই কার্য্য হয়, তবে আপনার সদৃশ সাধু জন তাহা সাধন করিতে কখনই বিরত হইবেন না। "অন্তরে অকর্ত্তা এবং বাহিরে কর্ত্তা হইবার দৃষ্টান্ত

রাম ও কৃষ্ণতেই প্রসিদ্ধ আছে। ত্রেতা যুগে শ্রীরাম চন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠের তাদৃশ অমূল্য উপদেশানুসারে আর্য্য সমাজে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। দ্বাপর যুগেও বসুদেব কুমার শ্রীকৃষ্ণও লোক সংগ্রহার্থ তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন, এক্ষণে বর্ত্তমান কলিযুগে যদি কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বিরত হইবেন, তবে অস্মদাদির আদর্শ স্থান আর কৈ থাকে? মহর্ষি বশিষ্ঠের এই স্বর্গীয় বাক্যটীর ফল রক্ষা করাই আর্য্য নাম রক্ষার এক মাত্র উপায়। তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলে সমাজের মুখ উজ্জ্বল না হইয়া বরঞ্চ মলিন হইবার সম্ভাবনা। আহা প্রিয়তম! সভার কার্য্যভার কারে দিয়া কোথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। নিশ্চয় জানিবে অন্যের মনোনীত মনুষ্য আপনার মনোনীত না হইলে আমারও মনোনীত হইবে না। কোথায় নির্জ্জনে গমন করিবে? এখনও আপনার নির্জ্জন বাসের সময় হয় নাই। যদিচ জীবনের নিশ্চয় নাই, তথাচ আপনি অনিশ্চিত বস্তু নহেন। নিত্য বিদ্যমান্ বস্তু। আহা! যাঁহার প্রাপ্তি কামনা মুমুক্ষু জীব মাত্রের হৃদয়াক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, সেই "তিনিই" "তুমি" (ত্বত্তং)। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ অপরিত্যজ্য বস্তু। ইংরাজি ৯ অক্টোবর ১৮৮৪।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষালস্য।

কানপুর।

আপনার ২২এ আশ্বিনের পত্রখানি পাঠ করিলাম। আপনি আমা গণের সেবা যৎপরোনাস্তি করিয়াছেন এবং আপনারই সবিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে আর্য্য ধর্ম্মের ভাব অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এত পরিশ্রমের পর, আপনি ব্রহ্মানন্দ উপভোগে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে যে উৎসুক হইবেন, ইহা অসঙ্গত নহে।

আপনি সভার কার্য্য ভার হইতে অবসর হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং কোন সুযোগ্য পাত্রে এতদ্ভার বিন্যস্ত করা যায় তাহার পরমর্শ চাহিয়াছেন।

আমার সামান্য বিবেচনায় এ সময়ে যদি আপনি সভার কার্য্য হইতে অবসর লয়েন তাহা হইলে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইবে। আমার ধারণা এই যে, আপনার অবসর লওয়া দুরে থাক্ আপনার আরও ২।৪ জন সহকারী হইলে সভার কার্য্য আরও উত্তম রূপে চলিবে।

বশম্বদ

শ্রীদীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পুনা

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়ের ২২এ আশ্বিনের পত্রের উত্তরে লিখিতেছি যে মহাশয় সভার কার্য্য ভার মস্তক হইতে অবতরণ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন ইহা আমাদের অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমার প্রার্থনা যে মহাশয় যে ভাবে এতদিন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছিলেন সেই ভাব আর কিছু দিন কার্য্য করেন। মহাশয় এ সময়ে অবকাশ লইলে সভার অধিক ক্ষতি হইবে। অতএব আমার নিবেদন, মহাশয় সভার লঘু২ কার্য্যের ভার কোন সৎপাত্রে অর্পণ করেন এবং গুরুভার গুলি নিজে বহন করেন। অবশেষে বক্তব্য যে মহাশয় যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন। ইতি তারিখ ২ কার্ত্তিক।

অনুগত

মুঙ্গের। শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষ

আপনি ভগবানের ইঙ্গিতে যে বৃক্ষটি রোপণ এবং যাহার সেবার জন্য তিনি আপনাকে নিয়োগ করিয়াছেন সে বৃক্ষটি এখন রোগে শোকে এবং পাপভারে প্রপীড়িত ভারত সন্তান গণের আশানুরূপ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। তাহার ছায়ায় শান্তি লাভ করিবে বলিয়া সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় বলুন দেখি, আপনি কাহার হস্তে এই ভার ন্যস্ত করিতে পারেন? লোকে বলে দশ মুখে ধর্ম্ম, আমরা ও সকলে মিলিয়া বলিতেছি, যে আপনি ভারত বর্ষীয় আ, ধ, প্র, সভার এরূপ অপূর্ণ অবস্থায় ইহার কার্য্যভার হইতে অবকাশ লইতে পারেন না এবং ভগবানেরও ইচ্ছা নয়। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং আমরাও আপনাকে হাসিতে২ বিদায় দিতাম।

শেষ কথা আমি আপনাকে এই বলিতে চাই, যে এই আর্য্য ধর্ম্ম প্র, সভার সূত্র পাত হইতে আমি আপনার শরীরের ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে২ দিবা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি সুতরাং আপনার মূল্য কি তাহা আমি জানি। আপনার শত্রু অনেক আছে সত্য, তাহারা যাহাই কেন বলুক না, যাঁহারা

আপনাকে জানেন, তাঁহারা আপনার নিকটে চির ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন এবং তাঁহাদের এই কথা যে আপনি এখন আ, ধ, প্র, সভার কার্য্য ভার হইতে অবকাশ লইবেন না, আপনি সভার সম্বন্ধে যে কিছু কার্য্য করিতেছেন, সে সমস্তই প্রায় ধর্ম্ম কার্য্য। তবে যদি এতৎ সভার কোন কার্য্য নিতান্তই সাংসারিক বলিয়া মনে হয়, আপনার পার্শ্ববর্ত্তী কোন অনুগত লোককে সে সকল কার্য্যের ভার দিলেই চলিবে।

আপনার অনুগত।

মুঙ্গের। শ্রীভগবতী চরণ ঘোষ।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনং।

মহাত্মন! বর্ত্তমান কলিযুগে সদুপদেশাভাবে অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশঃই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীব সকলকে মহামোহিত করিয়াছিল। এ মোহের হস্ত হইতেজীব যে কোন সময়ে পরিত্রাণ পাইবে এ আশা ছিলনা ভগবৎ কৃপায় শুভক্ষণে আপনার জগতে জন্ম পরিগ্রহ হয়। তদবধিই আর্য্য ধর্ম্ম রূপ কল্প বৃক্ষের দিন ২ অবয়ব বৃদ্ধি হইয়া ফল স্বরূপে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রকাশ হইয়াছে। যাঁহার যত্নে ওচেষ্টায় দেশে ২ ধর্ম্মালোক উদ্দীপ্ত হইয়া জীব গণের দিন ২ চৈতন্য উদয় হইতেছে, যাঁহার যত্নে এ আশাতিরিক্ত ফলফলিল, তিনি অবসর গ্রহণ করিলে যেসভা স্থির থাকিবে ইহা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের হৃদয় ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং এ বিষয়ে পরামর্শ আমার দ্বারা কি হইতে পারে? অতএব প্রার্থনা আপনার রোপিত এ কল্পবৃক্ষ, যথা বিহিত ব্যবস্থা করিতে আপনিই সমর্থ

দাঁইহাট। শ্রীহরি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(ইংরাজি ও হিন্দী হইতে অনুবাদিত)

মহাত্মন্! আপনার পত্র পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আপনার সংস্রবের অভাব হইলে সভা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আপনি কোন মতেই সভা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। সদ্ব্যবস্থা করা আপনারই সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করিলাম। ইতি।

অনুগত

মুঙ্গের। শ্রীদেবী প্রসাদ

(ডিঃ মাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টর)

মহোদয়! আপনার পত্র পাইয়া তাবদ্বিদিত হইলাম। আপনার ন্যায় একটী সুযোগ্য সম্পাদক না পাইলে আপনাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইতি

মুঙ্গের। শ্রীগঙ্গা প্রসাদ

(জমীদার ও মহাজন)

করুণাকর! সভার কার্য্যে আপনার ঔদাস্য দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম। আপনার অভাবে সভার ভাবী দুর্দ্দশার আশঙ্কা করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শনার্থ যাইব মনে করিয়াছি। আপাততঃ এইমাত্র বক্তব্য যে যদি আপনি সভা হইতে চিরাবকাশ গ্রহণ করেন, তবে সভার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। আপনার সভার কার্য্যত্যাগ বাসনা আর্য্য সন্তান গণের দুর্ভাগ্য চিহ্ন বলিতে হইবে। দুর্দ্দশা সাগরে ভাসমান আর্য্য সন্তান দিগকে আপনিই "ধর্ম্ম প্রচারক" পত্র আদি দ্বারা "মা ভৈঃ" শব্দে উৎসাহ ও সাহস দিয়াছিলেন এবং স্থানে ২ সভা রূপী পয়োধি পার পারগ পোতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আপনার অভাবে নাবিক বিহীন নৌকার ন্যায় সভার অবস্থা হইবে। কৃপানিধান! সভাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইতি

শ্রীদরবারি লাল।

(জিলা সারন।)

শ্রীযুক্ত বিজ্ঞবর।

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে অনেক চিন্তার উদয় হইল। আপনি স্বয়ং অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের বিশেষ রূপ চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্দ্বারা আমাদের অনেক শুভ ফলোদয় হইয়াছে। কিন্তু তাবৎ ফল এখনও পরিপক্ক হয় নাই। আপনাকেই এতাবতের রক্ষক বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। যদি আপনি এক্ষণে একটু পৃথক্ হইয়া পড়েন, তবে গুরুতর কার্য্য ভার সম্পাদন করে কাহার সাধ্য! আপনার সংকল্প অতি শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণ দায়ক। আপনার অভাবে ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব কৃপা পূর্ব্বক এরূপ যুক্তি জাল অবলম্বন করিবেন, যেন ভারতের পুনরুত্থানোন্মুখ মস্তক পুনরবনত হইয়া না পড়ে। ইতি

ভবদীয়

শ্রীতোতারাম বর্ম্মা

আলিগড়। (হাই কোর্টের উকিল ও "ভারত বন্ধু" পত্র সম্পাদক।)

প্রিয়বর!

আপনার সাংসারিক ঔদাস্য পূর্ণ পত্র খানি পাইয়াছি; কি উত্তর দিব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও নিঃস্বার্থতার সহিত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন, অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই সভার সহিত আপনার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইলে, সভার বা দুর্দ্দশা গ্রস্ত বর্ত্তমান ভারতের কল্যাণ দেখিতেছি না। যে ধর্ম্ম ভাবে উত্তেজিত হইয়া আপনি সাংসারিক বিষয় সংসর্গে জলাঞ্জলি দিতেছেন, সেই ধর্ম্ম ভাবই আমাদের ভরসা স্থল—তাই আশা করিতেছি, এই ধর্ম্ম সভার ধর্ম্ম কার্য্য ভার আপনার হস্তেই চির দিন স্থির থাকুক। ইতি

লাহোর। (পণ্ডিত) শ্রীগোপীনাথ
(মিত্র বিলাসপত্র সম্পাদক।

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার সুযোগ্য
ব্যবস্থাপক মহোদয় গণ
ধর্ম্মপরায়ণেষু

মহাত্মা গণ! সংসারের দুঃসহ তাপে আমি সন্তপ্ত, মানবোচিত ভগবৎ সাধনার অভাবে নিতান্ত নির্ব্বেদ গ্রস্ত. তাই এইক্ষণে পরমারাধ্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্ গুরু দেব দত্ত মন্ত্র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জন্ম সফল করিব, এই ইচ্ছায় পিতৃ ও মাতৃ কুলের তাবদ্বিষয়ই পরিত্যাগ করিলাম. গৃহ পরিবারের সম্পর্ক ছাড়িলাম, যথা যোগ্য পাত্রে ভারার্পণ করিয়া "ধর্ম্ম প্রচারকের" সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইলাম; কিন্তু এখনও কি এদুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া আপনারা সভার কার্য্য ভার হইতে মুক্ত করিবেন না? আপনা দিগের একান্ত অনুরোধ ও সভার ভাবী অবস্থা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাই আপাততঃ স্থির করিলাম, যে স্থানীয় সমিতির সম্মতি ক্রমে সভার কার্য্যালয়ের ও যন্ত্রালয়ের কার্য্যকলাপ বেতন ভোগী ভারার্পিত লেখাধ্যক্ষ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। যে কিয়দ্দিন সভা সুযোগ্য সম্পাদক নির্ব্বাচন না করিতে পারিতেছেন, ততদিন আমি পরিব্রাজক হইয়াও সভার অবৈতনিক সেবক থাকিয়া সভার উন্নতি কল্পে মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাদি দ্বারা যথাসাধ্য সহায়তা করিব মাত্র। আবদ্ধের ন্যায় আর কার্য্য করিতে পারিব না। সভার উন্নতির যাহাতে ক্ষতি না হয় তজ্জন্য দৃষ্টি করিব। কিন্তু মহাত্মা গণ! দুঃখীকে শীঘ্রই পূর্ণাবকাশ দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি

অনুগত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন।

বারাণসী সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসাহে "সুনীতি" নাম্নী একখান নীতি সন্দর্ভ পূর্ণ পাক্ষিক পত্রিকা যথা নিয়মে এক বর্ষ কাল প্রকাশিত হইয়া আপাততঃ কোন গুরুতর কারণ বশতঃ অকালে জন সমাজ হইতে তিরোহিত ও গহন বিপিন বাসী" ধর্ম্ম প্রচারকের ছায়ায় লুক্কায়িত হইলেন। সুনীতির শেষ সংখ্যা হইতে কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সুনীতির বক্তব্য।

" সহৃদয় পাঠক গণ! বর্ষাতীত হইল আমি আপনাদিগের নিকট পরিচিত। আপনাদিগের কল্যাণার্থ চেষ্টা বা যত্ন করিতে আমি ক্রটী করি নাই। "সুনীতি' রাজ মহিষী হইয়াও চির দুঃখিনী; নামের গুণে আমারও ভাগ্য দোষে ভারতের দুর্ভাগ্য ভাগিনী হইতে হইল। স্বতন্ত্র ভাবে প্রতি অষ্টমীতে যে আমি আপনাদের নিকটস্থ হইতাম, তাহা বুঝি আর ঘটিবে না। অনেক কারণ বশতঃ আমি আপাততঃ আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যদি ভাগ্যোদয় হয় তবে পুনর্ব্বার জনপদে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। এক্ষণে অত্র যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ "ধর্ম্ম প্রচারকের" অঙ্গে লুক্কায়িত হইলাম। বিজন বনবাসী ঋষিগণের সহবাসে থাকাতো "সুনীতির" পৌরাণিক প্রমাণ, আমারও তাহাই ঘটিল।"

সুনীতি! অবস্থা দোষে ক্ষুণ্ণ হইওনা। তোমার শীলতার গুণে তুমি ধ্রুবের প্রসূতি হইলে (অর্থাৎ সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণ ভগবৎ প্রসাদে প্রতিভাশালী হইয়া উঠিলে) রাজ মাতা হইয়া ভারতের ধর্ম্ম নিকেতন উজ্জ্বল করিও। এক্ষণে তোমার অনুরোধে "ধর্ম্ম প্রচারকে" যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাঠ্য বিষয় প্রকটিত হইতে পারে, তজ্জন্য এবার হইতে ধর্ম্ম প্রচারক ক্ষুদ্র ২ অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

"धर्म्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म्मेण पापं नुदति, धर्म्मे सर्व्वं प्रतिष्ठितं,
तस्माद्धर्म्मं परमं वदन्ति ॥" श्रुतिः

৭ম ভাগ	" একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৬।
৮ম সংখ্যা	শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"	অগ্রহায়ণ—পূর্ণিমা

অত্রি সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—o—

ইষ্টা পূর্ত্তঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেনৈব যত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষো বিধীয়তে॥

ব্রাহ্মণ গণ প্রযত্ন পূর্ব্বক ইষ্ট ও পূর্ত্তের অনুষ্ঠান করিবেন। ইষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত্ত দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনং।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদানুশীলন, অতিথি সৎকার ও বৈশ্যদেব, এতাবতের নাম ইষ্ট।

বাপীকূপ তড়াগাদি দেবতায়তনানিচ।
অন্ন প্রদান মারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, দেব মন্দির নির্ম্মাণ, অন্নদান, ও ফলবান বৃক্ষাদি পূর্ণ উদ্যানাদির রচনা কে পূর্ত্ত কহিয়া থাকে।

ইষ্টপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং সামান্যৌ ধর্ম্মসাধনৌ।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বৈশ্য গণ ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্মের সাধন করিবেন। শূদ্র গণ বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। কেবল পূর্ত্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম।

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥

বিচারবান বুধগণ "যম" ও "নিয়মের" মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বদাই প্রথমটীর সেবন করিবেন ও সময়ে ২ দ্বিতীয়টীর সেবার্থও যত্ন করিবেন।

আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যং অহিংসা দান মার্জ্জবং।
প্রীতি প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দ্দবঞ্চ যমা দশঃ॥

অক্রূরতা, ক্ষমা, সত্যশীলতা, অহিংসা, দান, সরলতা প্রীতি, অনুগ্রহ, মাধুর্য্য, মৃদুতা এই দশটী "যম" নামে অভিহিত।

—o—

শৌচমিজ্যা তপোদানং স্বাধ্যায়োপস্থ নিগ্রহঃ।
ব্রত মৌনোপবাসঞ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥

বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, যজন, তপ, দান, স্বাধ্যায়

বা নিত্য নিয়মিত পঠনাদি, কামেন্দ্রিয় নিগ্রহ, ব্রত, মৌন, উপবাস এবং স্নান এই দশটী "নিয়ম"।

প্রতিনিধিং কুশময়ীং তীর্থবারিষু মজ্জয়েত।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেত সঃ॥

যাহার নামে সংকল্প করিয়া তীর্থজলে প্রতিনিধি স্বরূপ কোন দর্ভময়ী প্রতিমা স্নান করান যায়, যিনি স্নান করান্, তাঁহার অষ্টমাংশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

মাতরং পিতরঞ্চাপি ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুং।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশ ফলং ভবেৎ॥

যদি মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধু বান্ধবের নাম করিয়া স্নান করান যায়, তবে দ্বাদশাংশ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র প্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতোর্যস্মাত্তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥

অপুত্র ব্যক্তি পিণ্ডোদক ক্রিয়ার নিমিত্ত পুত্রের প্রতিনিধি করিয়া সর্ব্বদাই ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিবে।

পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখং।
ঋণ মস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥

পুত্র জন্মিবা মাত্র পিতা যদি উক্ত জীবিত পুত্রের মুখ অবলোকন করেন, তবে তিনি ইহলোকের সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

জাত মাত্রেণ পুত্রেণ পিতৃণামনৃণী পিতা।
তদহ্নি শুদ্ধি মাপ্নোতি নরকাত্ত্রায়তে হি সঃ॥

পুত্র জন্মিবা মাত্রই পিতা পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়েন ও সেই দিনই শুদ্ধি লাভ করেন, কেন না পুত্র নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।

জায়ন্তে বহবঃ পুত্রা যদ্যেকো হপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজতে চাশ্বমেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

পুত্র অনেক জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জনও গয়া ক্ষেত্রে গমন করিয়া বিষ্ণুপাদ পদ্মে, ফল্গুতে ও অক্ষয় বটাদিতে পিণ্ডদান করে অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে।

কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃসর্ব্বে নরকান্তর ভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স ন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

বিবিধ নরক ভোগ ভীরু পিতৃগণ এই রূপ বাসনা করেন, যে যে পুত্র গয়ায় গমন করিবে, সেই আমাদের পরিত্রাতা বা রক্ষাকর্ত্তা হইবে।

ফল্গু তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরং।
গয়া শীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রহ্ম হত্যায়া॥

ফল্গু তীর্থে স্নান ও গদাধর দর্শন পূর্ব্বক গয়াসুর শীর্ষস্থ চরণের পরিক্রমা করিলে ব্রহ্মহত্যা জন্য পাতক হইতেও নিষ্কৃতি হয়।

মহানদী মুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥

দক্ষিণ ভারত প্রবাহিত মহানদীতে স্নান পূর্ব্বক পিতৃ গণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক প্রাপ্তি ও কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে।

শঙ্কা স্থানে সমুৎপন্নে ভক্ষ্য ভোজ্যবিবর্জ্জিতে।
আহার শুদ্ধিং বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥

শাস্ত্র বিহিত ভক্ষ্য ভোজ্য বিবর্জ্জিত ঈদৃশ কোন স্থানে উপস্থিত হইলে তথায় কিরূপে বিশুদ্ধ আহার করিতে হয়, শ্রবণ কর!

অক্ষারং লবণং রৌক্ষং পিবেদ্ব্রাহ্মো সুবর্চলং।
ত্রিরাত্রং শঙ্খ পুষ্পাং বা ব্রাহ্মণঃ পয়সা সহ॥

অক্ষার লবণ অর্থাৎ সৈন্ধব রুক্ষ লবণ, কান্তিযুক্ত ব্রাহ্ম (ইহা অল্প প্রবাহ যুক্ত জলাশয়ে উৎপন্ন হয়) পান করিবে অথবা শঙ্খাবলী (ইহাও বনস্পতি বিশেষ) তিন রাত্রি দুগ্ধের সহিত পান করিবে!

মদ্য ভাণ্ডে দ্বিজঃ কশ্চিদ্ অজ্ঞানাৎ পিবতে জলং।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্য মুচ্যতে কেন কর্ম্মণা॥

ব্রাহ্মণ যদি মদ্য পাত্রে অজ্ঞান বশতঃ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? অথবা কি করিলে সেই দোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়?

পলাশ বিল্ব পত্রাণি কুশান্ পদ্মান্যুডুম্বরং।
ক্বাথয়িত্বা পিবেদাপঃ ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি॥

পলাশ, বিল্ব পত্র, কুশ, কমল ও উডুম্বর এই কয়েক টী একত্রে জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ পান করিলে শুদ্ধ হইবে।

সায়ং প্রাতস্তু যঃ সন্ধ্যাং প্রমাদাদ্বিক্রমেৎ সকৃৎ।
গায়ত্র্যাস্তু সহস্রং হি জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ॥

যদি কেহ ভ্রম প্রমাদ জন্য প্রাতঃ কালীন বা সায়ং কালীন সন্ধ্যা করিতে বিহিত সময় অতিক্রম করেন, তবে তিনি স্নান করিয়া সমাহিত চিত্তে সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিবেন।

রোগাক্রান্তোঽথবা স্নাতঃ স্থিতঃ স্নান জপাদ্বহিঃ।
ব্রহ্ম কুর্চং চরেদ্ভক্ত্যা দানং দত্ত্বা বিশুধ্যতি॥

যদি পীড়া প্রযুক্ত অস্নাত অথবা পীড়িত থাকিয়া স্নান ও জপ বর্জ্জিতও হয় তবে ব্রহ্মকুর্চ বা ভক্তি পূর্ব্বক দান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

গবাংশৃঙ্গোদকে স্নাত্বা মহানদ্যুপসঙ্গমে।
সমুদ্র দর্শনে বাপিব্যালদষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥

সর্প দষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গ জলে বা মহানদী সঙ্গমে স্নান করিলে অথবা সমুদ্র দর্শন করিলে শুচী হইয়া থাকে।

বৃক শ্বান শৃগালৈস্তু যদি দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
হিরণ্যোদক সংমিশ্রং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥

বৃক, (নেকড়ে বাঘ), কুক্কুর, শৃগালাদি যদি ব্রাহ্মণকে দংশন করে, তবে কাঞ্চনোদক মিশ্রিত ঘৃত সেবন করিলে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে!

ব্রাহ্মণী তু শুনীদষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
উদিতং গ্রহ নক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥

যদি ব্রাহ্মণীকে কুক্কুর, শৃগাল বা বৃকে দংশন করে, তবে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাদির উদয় দেখিলেই শুদ্ধ হইবে।

সব্রতস্তু শুনা দষ্টঃ ত্রিরাত্র মুপবাসয়েৎ।
সঘৃতং পাবকং প্রাশ্য ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥

ব্রত বিশেষে প্রবর্ত্তমান্ ব্যক্তিকে যদি কুক্কুরে দংশন করে, তবে তাঁহাকে ত্রিরাত্রি উপবাস করিতে হইবে ও তিনি অত্যুষ্ণ ঘৃত সেবন করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবেন।

ক্রমশঃ

স্থানে ২ সুনীতি সঞ্চারিণী সভা গুলি স্থাপিত হইয়া বর্ত্তমান সমাজের বিশেষ উপকার হইতেছে। বাতুর হইতে এক জন লিখিয়াছেন, যে "এখানকার সুঃ সং, সভার দিন ২ বিশেষ উন্নতি হইতেছে। শিক্ষা-দোষে যে দ্বিজ বালক বর্গ প্রাত্যাহিক সন্ধ্যাহ্নিকাদি বর্জ্জিত হইয়াছিল, সভার উপদেশ ও নিয়মানুসারে তাহারা স্ব ২ আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান শীল ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইয়া উঠিতেছে।' ভগবান্ ভারতে আর্য্য প্রতিভার পুনর্ব্বিকাশ করিয়া দিন্।

শাস্ত্রার্থ প্রচার।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ব্রাহ্মণ" ভাগের বেদত্ব প্রমাণ।

"ব্রাহ্মণ" বেদের ব্যাখ্যান স্বরূপ ও তাহাতে ঋষি দিগের নাম থাকায় যে উহাতে অবেদত্বাপত্তি হইয়াছিল, তাহা গত সংখ্যায় আমরা সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়াছি। এক্ষণে বেদ বিরোধী বর্গের মহামোহ মূর্চ্ছা নিবন্ধন মহা প্রলাপবৎ চতুর্থ আপত্তি এই যে "ব্রাহ্মণ ভাগের বেদত্ব স্বীকারে কাত্যায়ন ভিন্ন আর কোন ঋষিই অগ্রসর হয়েন নাই। অতএব যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, তাহার সত্যতা ও সারবত্তায় কখনই বিশ্বাস হইতে পারে না"। সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রবেশ পটুতার অভাবই এই দুঃসাহসোক্তির মূল বলিতে হইবে। মহর্ষি আপস্তম্ব "মন্ত্র ব্রাহ্মণ য়োর্ব্বেদ নামধেয়ং ॥" ইত্যাদি যজ্ঞ পরিভাষা সূত্রে "ব্রাহ্মণের" বেদত্ব স্পষ্ট রূপে স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত বেদবেত্তা মহাত্মা গণের শিরোমণি পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে দ্বাত্রিংশত্তম সূত্রে আচার্য্য ভগবান্ জৈমিনি মন্ত্র ভাগের লক্ষণ করিয়া এই প্রকার বলিয়াছেন যে "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" "শেষে ব্রাহ্মণ শব্দঃ" অর্থাৎ যাহা যাগাঙ্গ দ্রব্য দেবতার বোধক তাহাকেই মন্ত্র বলা যায় আর এতদতিরিক্ত যাহা তাহা "ব্রাহ্মণ" পদ বাচ্য। দ্বিতীয় সূত্রোক্ত "শেষে ব্রাহ্মণ শব্দঃ" দ্বারা কি ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না যে মন্ত্র ভাগের অবশিষ্ট বৈদিক দেশের নাম "ব্রাহ্মণ" বলিয়া আচার্য্য স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন? আচার্য্য "ব্রাহ্মণ" ভাগের বেদত্ব স্বীকার না করিলে "মন্ত্রের" সহিত "ব্রাহ্মণের" লক্ষণ করিতেন না। যদি কেহ বলে যে মহাভারতের শেষ ভাগের নাম রামায়ণ, তবে তাহা উন্মাদোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বস্তুতঃ সৌম্য স্বভাব আচার্য্য অসার অযৌক্তিক প্রলাপ কথা বলেন নাই। মহাত্মা শবর স্বামী পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনে ব্রাহ্মণ ভাগের নির্ণয় প্রকরণে লিখিয়াছেন, "অথ কিংলক্ষণং ব্রাহ্মণম্?' মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বেদঃ তত্র, মন্ত্র লক্ষণ উক্তে পরিশেষ সিদ্ধত্বাদ্ব্রাহ্মণ লক্ষণ মবচনীয়ম্ মন্ত্রলক্ষণ বচনেনৈব সিদ্ধং যদস্যেতল্লক্ষণং ন সম্ভবতি, তদ্ব্রাহ্মণম্ ইতি পরিশেষ সিদ্ধং ব্রাহ্মণম্। "ব্রাহ্মণ" কাহাকে বলে? এতদুত্তরে তিনি "মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এতদ্ভাগদ্বয়াত্মক বেদ এই বলিয়া মন্ত্র ভাগের লক্ষণ কহিলেন এবং পরিশিষ্ট ভাগের নাম "ব্রাহ্মণ" ইহা স্বতঃএব প্রমাণিত হইয়া গেল। শবর স্বামী একজন বিচক্ষণ বেদ বেত্তা মহাত্মা ছিলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ব্রাহ্মণের বেদত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও "ব্রাহ্মণকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। "স্বর্গ কামো যজেত," "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এতাবৎ বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধি নিষেধাত্মক বাক্যের প্রামাণিকতার প্রয়োজন, যেহেতুপণ্ডিত দিগের নিকট প্রমাণ শূন্যবাক্য উন্মত্তের উক্তিরন্যায় উপেক্ষিত

হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তার্কিক গণ পর-প্রামাণিকতা না থাকিলে সকল কথাই অমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। "স্বতঃপ্রামাণিকতা" তাঁহাদের নিকট কখনই সমাদৃত হয় না। অতএব পূর্কোক্ত বৈদিক বিধি নিষেধাত্মক বাক্যের যদি কোন "পর প্রামাণিকতা" না থাকে, তাহা হইলে উহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইবে এই আশঙ্কা নিরশনার্থ বৈশেষিক দর্শনাচার্য্য মহর্ষি কণাদ বেদের প্রামাণ্য প্রয়োজক যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞান বিষয়ের উপক্রম করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি বৈশেষিক দর্শনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, যে "বুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্য কৃতির্ব্বেদে" অর্থাৎ বেদ বাক্য বুদ্ধি পূর্ব্বক বিরচিত বলিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বৈদিক বাক্যাবলী বক্তার ভ্রম প্রমাদাদি দোষ বিবর্জ্জিত যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রসূতি। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বক্তার যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞানই বেদের পর প্রামাণ্য সূচক এবং বেদ পুরুষ পরমেশ্বর ভিন্ন কেই বা যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে? "স্বর্গ কামো যজেত" আদি বাক্যে যে ইষ্ট সাধন হইবে তাহা তিনি ভিন্ন কে প্রথমে জানিতে পারে ও যাগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার কথা বেদ বিধাতা ভিন্ন কে বলিতে সমর্থ? মনুষ্য বুদ্ধি বিরচিত হইলেই বা বিশ্বাস করিত কে? নির্ম্মল ঐশিক বুদ্ধিই বেদের প্রসূতি এবং ইহাই বেদের প্রামাণ্য সূচক। আচার্য্য কণাদ বেদের এই প্রকার "বুদ্ধি-পূর্ব্বকত্ব" সিদ্ধ করিয়া আবার স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণে সংজ্ঞা কর্ম্ম সিদ্ধি লিঙ্গম্" ইহার তাৎপর্য্য এই যে জগতে যে সমস্ত চৈত্র, মৈত্র আদি নাম করণ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্তাবৎ যে তত্তন্নাম কর্ত্তার বুদ্ধি সাপেক্ষ ইহা কে অস্বীকার করিবে? বেদের অপর ভাগ ব্রাহ্মণেও এই প্রকার অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "উদ্ভিদা যজেত "বলভিদা যজেত" অভিজিতা যজেত"। এই উদ্ভিদাদি নাম করণ অবশ্যই কোন নাম কর্ত্তার বুদ্ধি প্রসূত বলিতে হইবে। সেই নাম কর্তৃত্ব বেদ পুরুষ ভিন্ন অস্মদাদি মনুষ্যেতে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। কেন না, বৈদিক অলৌকিক অর্থ লৌকিক বুদ্ধির গোচর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এই জন্য কণাদ আবার তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন যে "বুদ্ধি পূর্ব্বো দদাতি, ইহার তাৎপর্য্য এই যে "স্বর্গ কামো যজেত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে দান কর্ম্ম প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহাতে যে ইষ্ট সিদ্ধি হইবে তাহা অবশ্যই কেহ পূর্ব্বে স্থির দেখিতে পাইয়াছেন, কেন না কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই মনুষ্য তৎকার্য্যে তাহার ইষ্ট সিদ্ধ হইবে, অনিষ্ট হইবে না ইত্যাকার অবশ্যই নিশ্চয় করিয়া থাকে। এই জন্য তার্কিক গণ বলেন যে ইষ্ট সাধন জ্ঞান না জন্মিলে প্রবৃত্তির আদৌ উদয়ই হয় না। এক্ষণে বিবেচনা কর, "স্বর্গকামো গাং দদ্যাৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মনুষ্যের গো দানে প্রবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু গোদানে ইষ্ট সিদ্ধি হইবে, তাহার অবশ্যই নিশ্চয় জ্ঞান থাকা চাই, নতুবা লোক গো দান করিবে কেন? গোদান করিলে শুভ ফল ফলিবে, ইহা মনুষ্য গণই বা জানিবে কোথা হইতে? কেন না গোদানের ফল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। যিনি বলিয়াছেন. "স্বর্গ কামী হইয়া গোদান করিবে" তিনি অবশ্যই জানেন যে গোদানে ইষ্ট লাভ হয় এবং গোদাতৃ গণ যে স্বর্গগামী হয়েন, ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ। বেদ বিধাতার ঈদৃশ ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান আছে বলিয়াই, তিনি বলিয়াছেন "স্বর্গ কামো যজেত"। তাঁহার জ্ঞান ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জিত বলিয়াই মনুষ্য গণ তৎকথিত আচরণে প্রবর্তমান্। অপরোক্ষ ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারই সম্ভাবনা নাই। তাঁহার উক্ত না হইলে যাগাদি ক্রিয়াতে আমাদের প্রবৃত্তি আদৌ হইত না। ঈশ্বরই বেদ বিধাতা, ইহা আচার্য্য এই প্রকারে সিদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বরোক্তি বলিয়াই বেদের এত প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে বুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে "ব্রাহ্মণে সংজ্ঞা কর্ম্ম সিদ্ধি লিঙ্গম্." এই বাক্য দ্বয় দ্বারা আচার্য্য কণাদ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্রবেদই ঈশ্বর বুদ্ধি বিরচিত বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যম করিয়াছেন। প্রথম পদে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্রবেদ বলিয়াও দ্বিতীয় পদে আবার "ব্রাহ্মণ" কে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। সংসারের মূল কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদ বাক্য দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। বেদ বাক্য "আপ্তোক্তি" বলিয়াই অর্থাৎ যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞান শালী পরম পুরুষ কর্ত্তৃক উক্ত বলিয়াই কণাদ ইহার প্রামাণ্য প্রদর্শনার্থ উক্ত সূত্র কয়েকটী নিবদ্ধ করিয়াছেন।

মহাভারতের এক স্থানে পুরুষার্থ চতুষ্টয় নিরূপিত হইয়াছে, আবার সেই মহাভারতেই মোক্ষ ধর্ম্ম প্রকরণে মোক্ষের বিশেষ করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা

দ্বারা কি নিরূপিত হইবে যে মোক্ষ ধর্ম্ম নিরূপণ মহাভারতের বহির্ভূত? কখনই নহে, বস্তুতঃ মোক্ষ ধর্ম্ম নিরূপণ মহাভারতের একটী বিশেষ অঙ্গ, ইহাই মহাভারত কর্ত্তার অভিপ্রায়। তদ্রূপ যদিচ কণাদ "বুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্য কৃতির্বেদে" এই বাক্যে সমগ্র বেদকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তথাপি "ব্রাহ্মণে সংজ্ঞা কর্ম্ম সিদ্ধি লিঙ্গম্" এ স্থলে "ব্রাহ্মণের" বিশেষ লক্ষ্য করায় বেদ হইতে "ব্রাহ্মণ" পৃথক্ এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণের বেদত্ব বিশেষ রূপই স্বীকার করিয়াছেন। আস্তিক মাত্রেই বেদ ও তন্মূলক বাক্যেরই কেবল প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। মহর্ষি কণাদ আস্তিক চূড়ামণি ছিলেন; বেদের প্রামাণিকতা দেখাইবার অবসরে তিনি ব্রাহ্মণকে বিশেষ রূপ লক্ষ্য করিয়া বেদ মূলক পুরাণাদির ন্যায় তাহাকে স্থির করেন নাই। বরং "ব্রাহ্মণের" বেদত্বই বিশেষ রূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব কাত্যায়ন ভিন্ন অন্যান্য মহর্ষি ও মহাত্মা গণ ও যে "ব্রাহ্মণের" বেদত্ব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেন, তাহা বোধ হয় আপত্তি কারী এক্ষণে অধোবদনে অঙ্গীকার করিবেন।

ক্রমশঃ

অমাবশ্যার নিশিতে ভারতবর্ষ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন, ঠিক সেই সময়ে ভারতীয় ভূনিম্নে—পাতালে অমরিকা ধাম রৌদ্রালোকে প্রকাশমান। এইটী স্মরণ করিলে, মনে হয় যেন রুদ্রের উপর কালী দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রতি অমাবশ্যায় প্রকৃতির পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

——০——

আর্য্য ধর্ম্মের বিষম বিপদ্।

ধর্ম্ম রাজ্যের ভিত্তি স্বর্গীয় সৌগন্ধ যুক্ত উপাদেয় উপাদানে আর্য্য গণই প্রথম সংস্থাপন করেন। প্রকৃতির নিভৃত কোষ হইতে অমূল্য রত্ন রাজি নিষ্কাশন করিয়া তাহার স্তরে২ আর্য্য গণই সাজাইয়া দেন। সেই উজ্জ্বল কিরণ মালা হইতেই দিগ্‌দিগন্তে ধর্ম্ম প্রভা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহারা তপস্যা, স্বাধ্যায়, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উপাসনা, ব্রত, নিয়ম সংযম আদি দ্বারা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে তুলা দণ্ডের ন্যায় সমতুল করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্ম জীবের কার্য্য দ্বারাই উন্নত ও মলিন দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্ত স্বরূপের অনন্ত ভাণ্ডারে ধর্ম্ম সুক্ষ্ম ভাবে নিত্য বিদ্যমান বস্তু। জীব নির্ম্মল প্রকৃতির নিয়মানুসারী হইলেই ধর্ম্ম ধরাধামে আসিয়া জীব গণের ইহ পারলৌকিক সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। যে সময়ে জাতীয় প্রকৃতি সমবেত বল দ্বারা ঐশী শক্তির অক্ষয় কোষ হইতে অনুরাগ ও ভক্তির সহিত প্রবল আকর্ষণ করিতে থাকে, সে সময়ে বাহ্য জগতেও সুখের শুভ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তৎকালে জীব মাত্রেই পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারে। দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, পীড়া অকাল মরণ প্রভৃতি যাতনা কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। পৃথিবী কোন কালেই একবারে ধর্ম্ম শূন্য হয় নাই, হইবেও না। কোন সময়ে ধর্ম্ম ক্ষীণ—বল কখনও বা প্রবল বলিয়া লক্ষিত হয়। বিরল লোকে ধর্ম্ম সাধন করিলে ধর্ম্মকে ক্ষীণ বল, এবং অধিকাংশ লোকে ধর্ম্ম পরায়ণ থাকিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রবল বলিয়া প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ স্বয়ং ধর্ম্ম কখনও ক্ষীণ—বল বা প্রবল হয়েন না। মনুষ্য গণ অধিক পরিমাণে বিষয় সুখ ভোগী ও বিলাসী হইলেই ধর্ম্মের যে কিরণ মালা পূর্ব্বে প্রবল বেগে ইহ জগতে বর্ষিত হইতেছিল, তাহা ধীরে২ নিজ স্থানে সংহৃত হইয়া যায়। মনুষ্য গণই সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মের কখনই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। মনুষ্যের কর্ম্মদোষে যখন ধর্ম্ম ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে থাকেন, তখন যে অল্প সংখ্যক ধর্ম্মাত্মা পবিত্র স্থান বিশেষে থাকিয়া যথা বিহিত তপস্যাদি করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ব্বেদ যুক্ত হয়। তাঁহাদের হৃদয় উৎসবান্তে পুরীর ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। এই মাত্র তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকের প্রকৃতি পবিত্র কণ্ঠে যে মধুর গান গাহিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ স্তব্ধ হওয়ায় তাঁহারা চমকিয়া উঠেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে যেন মরু মরীচিকা দর্শনে ভীত হয়েন। প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাই তাঁহারা জগৎকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থাপিত করিবার জন্য যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। যখন পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্ব্বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন কেবল মাত্র তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টা রূপ বায়ু দ্বারা পৃথিবীর কদর্য্য কলুষ রূপ ধূলি রাশিকে অপসারিত করিতে না পারেন, যখন পৃথিবীর অভাব আসিয়া তাঁহাদিগের পূর্ণ হৃদয়কে বিশুষ্ক করিতে থাকে তখন তাঁহাদিগের প্রাণ মন কাঁদিয়া উঠে। তখন গলদশ্রু নয়নে নির্জ্জনে বসিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন। ভগবান্ সাধু দিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং দুষ্কৃতি রাশি অপসারিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনার্থে কখনও অংশিক শক্তির বিকাশে কখনও বা অপরিসীম শক্তি

সহ অবতীর্ণ হইয়া উপাসক দিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন। ধর্ম্ম জগতের এই রূপ বিপ্লব ভারতবর্ষ বহু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আদি কল্পে বেদ যখন অন্তর্হিত হয়, বৈদিক ধর্ম্ম যখন বিপ্লুত হইয়া যায়, ভগবান্ স্বয়ং তখন অবতীর্ণ হইয়া বেদোদ্ধার করিয়াছিলেন। যখন অসুর দল বিষয় বিলাসে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মকে পদাঘাত, ভক্তগণকে নিপীড়িত ও বেদ পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখনও ভগবান্ সময়ে ২ নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। যখন স্বেচ্ছাচারী বেণ রাজা কদাচারে ভারতের মুখ মলিন করিয়া তুলিল, ভগবান্ তখনও ভারতের শান্তি বিধান করিলেন। যখন পুনর্ব্বার বেদাচার ও বৈদিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তখন সরস্বতী তীরে বিশুদ্ধ সত্ত্ব ব্রাহ্মণ গণ সরস্বতীর আরাধনা ও উৎকট তপস্যা দ্বারা বেদ পুনর্লাভ করিলেন ও বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল। শাক্যসিংহের সময়ে যে ভয়ানক বৈদিক ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাও ভগবৎ কৃপায় সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছিল। মধ্যে ২ যে ধর্ম্মের বিপ্লব হয় তাহার পরেই প্রায় শুভ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। জল প্লাবনে দেশ ডুবিয়া যায় সত্য কিন্তু সকল স্থানের পূতিগন্ধকর জলরাশি তাহার প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া যায়। যখনই যে রূপ বিপ্লব হউক না কেন, পরিশেষে ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মই মনুষ্যের মনে আধিপত্য করিতে পারে নাই। আর্য্য ধর্ম্ম যদি অসার, নির্ম্মূল ও সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি প্রসূত হইত, তাহা হইলে ইহা দৃঢ় মূল ও কল্প কল্পান্ত স্থায়ী হইয়া মনুষ্যের কামনা পূর্ণ করিতে পারিত না। আর্য্য ধর্ম্মের মূল কিছুতেই উৎপাটিত হইবার নহে। ইহা সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া রস স্বরূপের পূর্ণ সত্তা হইতে রসাকর্ষণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান শতাব্দীও বিষম ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় বলিতে হইবে। এই অবকাশে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে সকল দেশের ভাষা, ভাব, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম নিজ২ রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। বালকের ন্যায় সেই কল্পান্ত স্থায়ী বীরেন্দ্র কেশরী স্থবির সৌম্য মূর্ত্তি আর্য্য ধর্ম্মকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উপহাস করিতেছে। অনন্ত শক্তিমান্ আর্য্য ধর্ম্ম তাহাদিগের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। যৌবন মদমত্ত পাশ্চাত্য ভাষা ও ভাব প্রিয় কতিপয় স্বেচ্ছাচারীকে নিজ ২ শিষ্য করিয়া বিজাতীয় উপ ধর্ম্ম রাশি ভাবিতেছে, বুঝি ভারত তাহাদিগের পদানত হইল। কিন্তু যখনই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণের প্রবৃত্তি প্রবল হইবে, যখনই ভারতীয় হৃদয় ভগবৎ পদ লাভে ব্যাকুল হইবে, তখনই সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের ক্রোড়ে তাহারা স্বতএব আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পক্ষিগণ পৃথিবী ছাড়িয়া যতই কেন আকাশে উড্ডীয়মান হউক না, যতদূর কেন ভ্রমণ করুক না কিন্তু পরিশেষে তাহাকে পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

পূর্ব্ব ২ কালে ভারতে যেরূপ ধর্ম্ম বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রকৃতি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। এক্ষণে সমস্ত উপধর্ম্মই আর্য্য ধর্ম্মকে পরাভব করিবার জন্য সমর ভূমিতে উপস্থিত। আর্য্য ধর্ম্ম অগণিত আয়ুধ সত্ত্বে কাহারও প্রতি আঘাত আবশ্যকে মনে করিতেছেন না। যাহার যত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র আছে, ভূরি পরিমাণে নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু আর্য্য ধর্ম্মের অক্ষয় কবচে লাগিয়া সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে প্রায় সকল ধর্ম্মেরই অস্ত্র শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল বাহ্বাস্ফোটন, লম্ফ প্রলম্ফ, দন্ত দ্বারা অধর পীড়ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণ সকলেই দেখিতেছে, "আর্য্য" এই নামে একটি অপূর্ব্ব উপাদেয় জাতীয় প্রকৃতি নিহিত রহিয়াছে। তাই সংগ্রাম স্থলে সকলেই কপট আর্য্য বেশধারী হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে যিনি সর্ব্বদা অনার্য্য আচারে প্রবৃত্ত অর্থাৎ মদ্যপান, বেশ্যাসেবন, উৎকোচ গ্রহণ আদি যাঁহার নিত্য ব্রত, তিনিও বলেন "আমি আর্য্য ধর্ম্মী"। যিনি অভক্ষ্য ভোজন, ম্লেচ্ছান্ন—যবনান্ন ভোজনে আসক্ত, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগী, সগুণ উপাসনার দ্বেষ্টা তিনিও বলেন "আমি আর্য্য ধর্ম্মী"। কুক্কুট মাংস যাঁহার বড় প্রিয়, সাহেবী চাল যাঁহার একান্ত অনুকরণীয়, পূজা পাঠ ব্রত নিয়মাদি বর্জ্জিত, তিনিও বলেন "আমি আর্য্য ধর্ম্মী"। যিনি বলেন ঈশ্বর নাই, উপাসনা করা যাঁহার মতে বাতুলতা, ভক্তির সহিত উপাসনা করিলে ঈশ্বর দয়া করেন না, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তিনিও বলেন "আমি আর্য্য ধর্ম্মী"। এই রূপে আর্য্য ধর্ম্মের পতাকা হস্তে লইয়া কত লোকে বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যান দ্বারা, সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া আর্য্য ধর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা বাস্তবিক কখনও আর্য্যধর্ম্মের সেবা করেন না, আর্য্য শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ব্রত সংযম শীল সদ্ গুরুর নিকটে উপদেশ পান নাই, তাঁহাদের দ্বারা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় বস্তুতঃ

আর্য্য ধর্ম্ম মর্ম্মাহত হইতেছেন। আজ কাল লোকে বক্তৃতা শ্রবণ, সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র ও নবীন লেখক গণের লেখনী প্রসূত পুস্তক পাঠ দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে চান্। দুর্গম শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া রত্নোদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হন্ না। সুতরাং আজ কাল লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রশংসা পত্র ধারী অথবা রাজকীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিজ লেখনী দ্বারা ধর্ম্মকে যেরূপ চিত্রিত করিতেছেন, "শিব গড়িতে বানর হইলেও" তাহাই প্রকৃত আর্য্য ধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহাই অনেকে বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। অমুক ব্যক্তি "এম এ বি এল্" উনি যাহা বুঝিয়াছেন, অবশ্য তাহা সত্য হইবে। অমুক ব্যক্তি "সি আই ই" উনি অমুক ২ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, উনি শিক্ষা বিভাগে এক জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ, উনি যখন বলিতেছেন, ঈশ্বর উপাসনার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই, কেবল পরোপকার সাধনই মনুষ্যের পরম ব্রত, অতএব ইহাঁর কথাই সত্য। অমুক ব্যক্তি একজন রাজকীয় বিচার কর্ত্তা, উহাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠে বঙ্গ ভাষা নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, উহাঁর গ্রন্থ ভিন্ন ২ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে, উনি যখন বলিতেছেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এক মাত্র অবতার, ও মৎস্য কূর্ম্মাদি ব্রাহ্মণ দিগের স্বকপোল কল্পিত রচনা মাত্র" তবে এই কথাই মানিবার যোগ্য। অমুক ব্যক্তি বঙ্গ ভাষার একজন সুপরিচিত লেখক, তিনি যখন একটি প্রকাণ্ড প্রবন্ধে লিখিলেন, যে শরৎকালে কচু, কলা ধান্য আদি কেমন নধর প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাই দুর্গোৎসবে প্রকৃতির উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দশভুজা মূর্ত্তি বুদ্ধির কল্পনা মাত্র। তখন এ কথা অবহেলা করি কিরূপে? অমুক ব্যক্তি একজন ডেপুটি কলেক্টর, তিনি একটি সুদীর্ঘ ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিলেন, যে মহাভারতে যে পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক ঘটনা বস্তুতঃ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতই পঞ্চ পাণ্ডব। দ্রৌপদী ক্রিয়া শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। অতএব একথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব। এই রূপে সাধারণ হিন্দু সমাজ পরমুখাপেক্ষী হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইতেছে। আর্য্য ধর্ম্ম এই রূপে প্রচারিত হওয়ায় ইহার সত্যতা, সারবত্তা ও গৌরবের পরিবর্ত্তে গ্লানি বিঘোষিত হইতেছে। মহর্ষিগণের উচ্চ উদার ধর্ম্ম শাস্ত্রের অবমাননা করা হইতেছে। আর্য্য শাস্ত্র পিতৃ মাতৃ হীন অনাথের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইতেছে। এই দুঃসময়ে বাস্তবিক যদি সকলে কৃপা করিয়া নিজ ২ পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্য্য শাস্ত্র সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হয়েন ও তাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

আর্য্য ধর্ম্ম কেবল বাক্যে বুঝিবার ধর্ম্ম নহে। আর্য্য ধর্ম্মের গম্ভীর তত্ত্ব কিছু জানিতে হইলেই তদনুকূল সাধন না করিলে কিছুই জানিতে পারা যায় না। শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বিশেষ ২ ব্রত ও সংযম করা বিধি আছে। তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে সে শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা যায়না। তর্ক শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে মস্তিষ্কের যে ২ অংশ স্ফুরণ করিবার জন্য যে ২ ব্রতের আচরণ ও যে ২ বৃত্তির সংযমন করা আবশ্যক, যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার করিতে হয়। এই সকল নিয়ম নিষেধ আজ কাল লক্ষ্য করা হয় না বলিয়াই ব্রহ্ম তত্ত্ব নিরূপক ন্যায় শাস্ত্র পড়িয়াও ঘোর কদাচারী হইয়া পড়ে। আজ কালকার রাজকীয় বিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষা প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা প্রণালী বিধি বদ্ধ হয় নাই। যথোচিত ধারণা শক্তি ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যভিচার ফল ভিন্ন কখনও সুফল প্রসব করে না। যাঁহারা ভারতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতে চাহেন, যাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ ২ কল্পনাপ্রসূত লিপি চাতুরীতে যেন ভারতকে আর অন্ধতামিস্র কূপে নিক্ষেপ না করেন, তাহাই বার ২ প্রার্থনা। তাঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, একটু অভিমান ত্যাগ এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাঁহারা ভারতের নিতান্ত উপকারী বন্ধু বলিয়া পূজিত হইবেন। আর্য্য সমাজ অনেক কষ্টে অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া অগাধ সাগরে ভাসিতে ২ কম্পিত কলেবরে সিক্তপদে কূলের পিচ্ছিল ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যেন কেহ আর ধাক্কা দিয়া আবার প্রবল স্রোতে ফেলিয়া না দেন।

এক্ষণে বন্ধু বেশধারী শত্রু ভারতে অনেক বিদ্যমান। আজ কাল সংবাদ পত্রে যেমন পেটেণ্ট ঔষধের অনেক নকল হইয়া বিক্রীত হইতেছে, অথচ পীড়ার কোন উপশম হয় না বলিয়া ঔষধ আবিষ্কর্ত্তা গণও নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন ও পরে তাঁহারা জানিতে পারিলে যেমন বিজ্ঞাপন দ্বারা সকল লোককে সাবধান করিয়া দেন, আমরাও তাঁহাদেরই ন্যায় পবিত্র

আর্য্যশাস্ত্রের ও ঋষি গণের মর্য্যাদা রক্ষানুরোধে উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি,

সাবধান ! সাবধান !! সাবাধন !!!

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃপ্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।"

আমাদের সেই মন (যাহা অন্তরাত্মার মননে ও বৈদিক তত্ত্বাবধারণে পটু ছিল) আমাদের সেই আয়ু, সেই বুদ্ধি (যাহা কেবল আত্মাতেই স্থির থাকিত) আমাদের সেই চক্ষু, সেই কর্ণ আবার ফিরিয়া আসুক। যাহা আমরা হারাইয়াছি, যাহা আমাদের বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার ফিরিয়া আসুক।

"ন্যায়বান্" ঈশ্বরের উপাসনা।

আমরা এক এক সময়ে এক এক জনের ধর্ম্ম মতের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাই। কোন্ আসুরিকী মায়া আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা সহসা বুঝিবার সাধ্য নাই। মনুষ্য যেন নটের পুত্তলির ন্যায় নিত্য নূতন নাচ দেখাইতে ভাল বাসে। বস্তুতঃ তাহাতে কল্যাণ বা আহিত হইবে, সে চিন্তা আদৌ হয় না। অভিমান মনুষ্যকে আপনার চক্ষে সকল অপেক্ষা মহান্ ও বুদ্ধিমান্ করিয়া তুলে। তাই মনুষ্য নিজের মতকে সকলের অবলম্বনীয় করিতে চাহে। যে বিষয়ে যাহার পূর্ণ প্রবেশ শক্তি আছে, সে তাহার গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিতে অধিকারী ও ক্ষমবান। কিন্তু কেবল কল্পনার রেখায় রাজ্যের সীমা বাঁধিয়া অন্যকে তাচ্ছিল্য করিলে শোভা পাইবে কেন? আজ কাল প্রকৃত ধর্ম্মার্থ বক্তা অতি বিরল হওয়ায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া যেখানে একটু প্রভুত্ব আছে, সেই খানেই নিজ অগাধ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আর্য্য ঋষি দিগের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে চায়।

পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইলাম, একজন নাকি সম্প্রতি বেহার অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বালবৎশিখি সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি সম্প্রদায়ের মত বা নিজ মত প্রচার করিতেছেন, তাহা খুলিয়া বলেন না। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি আমাদের অনাদর নাই, সুতরাং সম্প্রদায়ের দিকে কটাক্ষ করিব না। কিন্তু তিনি যে বালবৎ ভাষণ করিয়া লোক সকলকে ভ্রষ্ট করিতে চাহেন, তাহা আমাদের উপেক্ষা যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন "ঈশ্বর সর্ব্বদাই ন্যায়বান্ এবং মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; কারণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাঁহার ন্যায়পরতার ব্যতিক্রম ঘটে, অতএব ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা করা-হে পরমেশ্বর! পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর, বলা বাতুলতা। ইহাতে পাপ বৈ পুণ্য নাই, কারণ তুমি প্রার্থনা ও আরাধনা রূপ উৎকোচ দ্বারা তাঁহাকে ন্যায় পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ। উপাসনা আরাধনা করিতে হয়, ক্ষিত্যপতেজঃ আদির কর, অন্যান্য দ্রব্যের কর, তাহারা তোমার কার্য্যে আসিবে ইত্যাদি" ধর্ম্মান্দোলনের বর্ত্তমান্ অনুকূল সময়ে এই বিকট ধ্বনিতে সাধু হৃদয় অবশ্যই চকিত হইয়া উঠিতেছে। এই অসার মত নিতান্ত নির্মূল ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। "ঈশ্বর ন্যায়বান্," কি বিচারবান্, কি ক্ষমাবান্, কি দয়াবান্ " কি সর্ব্ব শক্তিমান্ " তাহা তাঁহাকে কে বলিল? তিনি কি বক্তার কর্ণ আকর্ষণ করিয়া গোপনে বলিয়াছেন, বাপু, আমার "ন্যায়" ভিন্ন অপর অনন্ত ভাব আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি"। "ন্যায়বান্" শব্দে বিশাল বক্তার বিষম বুদ্ধি যাহা বুঝিয়াছে, তাহা নহে। মনুষ্য "ন্যায়" বলিলে যাহা বুঝে, ঈশ্বর "ন্যায়" অর্থে তাহাই গ্রহণ করেন, তাহা কে বলিল? মনুষ্যের ন্যায় "ন্যায়বান্" হইলে ঈশ্বর বিধি নিষেধের বিচারক মাজিষ্ট্রেট সাহেব হইয়া বসিতেন। তিনি নিয়ম নিষেধের দাস নহেন, কিন্তু নিয়ম নিষেধই তাঁহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। তাঁহার "ন্যায়" শক্তি অনন্ত ধারায় প্রবাহিত ও জীবের ভাব প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া ফল বিধান করিয়া থাকে। আমি দুষ্কর্ম্ম করিলে তাঁহার "ন্যায়" শক্তি আমার শাসন করিবে সন্দেহ নাই। আমি পরক্ষণেই নিজ ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া প্রাণ ভরিয়া ভক্তির সহিত পাপ হইতে অব্যাহতি বা মুক্তির প্রার্থনা করিলাম। "ন্যায়বান্" পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা কি উপেক্ষা করিবেন? তবে তাঁহার ন্যায় পরতা কোথায়? "দুষ্কর্ম্ম"ও যেমন একটী কার্য্য ভক্তির "প্রার্থনা"ও কি একটী তাদৃশ কার্য্য নহে? যিনি প্রথমটীর ফল বিধানে "ন্যায়বান্", তিনি

দ্বিতীয়টীর ফল দান না করিলে কি ন্যায় পথ ভ্রষ্ট হইবেন না? আইন্ লিপির ন্যায় তাঁহার "ন্যায়" নহে। তাঁহার সূত্রে সূত্রে "ন্যায়" গাঁথা রহিয়াছে। কুকর্ম্মীর দণ্ড দান যেমন "ন্যায়" উপাসকের কামনা পূর্ণ করাও তেমনই "ন্যায়"। উপাসক উৎকোচ দ্বারা তাঁহাকে ভুলাইতে চাহেন না। কিন্তু নিজ "ভক্তি" শক্তির বেগে অনন্ত শক্তির আধার ভূমি হইতে নিজ আবশ্যকীয় শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন। ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম "ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি"। অভাব ভাবকে আহ্বান করে, পূর্ণতা শূন্য স্থানকে অধিকার করে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ, জীব অপূর্ণ—অভাব যুক্ত, যখনই জীব আপনার অভাব বুঝিয়া ভাব রাজ্যকে প্রগাঢ় মনন করিবে, তখনই, অল্প তড়িৎ যুক্ত মেঘে অধিক তড়িত্বান্ মেঘের সন্নিকর্ষ জন্য তড়িৎ সামঞ্জস্যের ন্যায়, সাধকের অভাব পরিপূর্ণ হইবে। ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম "ভগবান্ দয়া করিয়া আমার পাপ তাপ দূর করিলেন"। উপাসকের মনোরথ পূর্ণ করিলে "ন্যায়-বান্" ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েন না। তাঁহার প্রাকৃতিক ন্যায় বিধিই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

একটী লোষ্ট্র নিজগুরুত্ব ও পৃথিবীর আকর্ষণ আদি শক্তি প্রভাবে দুই মাইল উপর হইতে বেগে ভূতলাভিমুখে নামিতেছে, ইহা ঈশ্বরের যেমন "ন্যায়" বিচার, এক জন লোক নিজ হস্ত দ্বারা তাহার গতিরোধ করিল, ভূমিতে পড়িতে দিল না, তাহাও তাঁহার তেমনই "ন্যায" বিচার। যে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে একটী শক্তি অব্যাহত কার্য্য করিতেছে সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই আবার সেই শক্তি প্রবাহ অন্য শক্তি দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। ঈশ্বরের অনেক "ন্যায়" তোমার চক্ষে "অন্যায়" বোধ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। অনন্ত শক্তির অনন্ত মহিমা (অনন্ত নাগ সহস্র ২ শীর্ষে) ধরা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সময়ে কুজ্ঝটিকা আম্র মুকুল রাশির উৎপত্তির সহায়, আবার অসময়ে সেই কুজ্ঝটিকাই মুকুল রাশির বিনাশক। ইহার উভয়ত্রই "ন্যায়" দণ্ড কার্য্য করিতেছে, বিপরীত ক্রিয়া দেখিয়া "অন্যায়" মনে করিওনা। ন্যায়বান্ অনন্তদেব উৎকোচ গ্রাহী ভাবিও না। উপাসনা বা আরাধনা করা যে পাপ মনে করে, সে জ্ঞান বিজ্ঞান গম্য ঈশ্বরের শক্তি তত্ত্ব কিছু মাত্র অবগত নহে।

প্রার্থনা করিলে যদি কামনা পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে, বরং "ন্যায়বান্" নামে কলঙ্ক রটিত। উপাসনা বা আরাধনা উৎকোচ নহে, উহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তি জাল আমন্ত্রণের বা আকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যবস্থা লৌকিক রাজ্যের নিয়মাধীন নহে

উক্ত বিশাল বক্তা আবার ক্ষিত্যপ্‌তেজ আদির উপাসনাও করিতে বলেন। ধন্য তাঁহার বিশাল বুদ্ধি! তিনি "উপাসনা" কাহাকে বলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঈষৎ উজ্জ্বলতার সহিত মূর্খতা মিশ্রিত হইয়া ঘোর নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিল। যাঁহারা উপাসনা তত্ত্ব বা আর্য্য শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সদ্‌গুরু মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের কোন অনিষ্ট আশঙ্কা দেখিতেছি না, কিন্তু পাছে অল্প বয়স্ক বালক বা শাস্ত্র জ্ঞান শূন্য লোক সমূহ ঈদৃশ মহা প্রভুর মায়ায় অচৈতন্য হইয়া পড়েন, ইহাই চিন্তার বিষয়।

ভক্তি, শুশ্রূষা, আদি মানবীয় মনোবৃত্তি নিচয় যদি দিন ২ যথোচিত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তবে কি উহা পিতা, মাতা আদি গুরু গণের চরণ সেবা করিয়াই কৃতার্থ হইতে পারে? যে ভক্তি, যে ভাব লোককে লৌকিক জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় সে ভক্তি—সে ভাবের বিশ্রাম ভূমি কোথায়? প্রাণ মন ঢালিয়া পূজা করিবার ইচ্ছা কি ক্ষিত্যপ্ তেজ আদিতে চরিতার্থ হইবে? ঈশ্বরের আরাধনার জন্যই এসকল বৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে ন্যূনাধিক রূপে কার্য্য করিতেছে। দূর হইতে একটী পর্ব্বত দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, ধূম ময় একখানি দিগন্তব্যাপী মেঘ উঠিতেছে। দর্শক যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই তাহার মনের ধূম্ররাশি অপসারিত হয়। সম্পূর্ণ সমীপস্থ হইলে দেখিতে পায় প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য প্রস্তর স্তূপ গগণ স্পর্শ করিয়া অচল—অটল—দণ্ডায়মান। কত তরুলতা গুল্ম আদি তথায় উৎপন্ন হইতেছে, কত পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সরীসৃপ্ তথায় বাস করিতেছে, কত নদীর উৎস উৎসারিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে, কত প্রবাল রত্ন ঝলকে

ঝলকে প্রকৃতিকে হাসাইতেছে, কন্দরে যোগ নিদ্রাবলে কত যোগীর হৃদয় আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। মূঢ় জগতের সম্মুখে ভক্তি উপাসনার রাজ্য তাদৃশ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়। গুরু কৃপায় নিকটস্থ হইতে পারিলে অটল দৃশ্য উপলব্ধি হয়, রত্ন মণি মানিকের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়, মধুময়ী প্রেমের ধারায় হৃদয় ধুইয়া যায়। একাগ্র উপাসনা, ঐকান্তিকী ভক্তি মানব জীবনে অনন্ত সুখ সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়।

ভক্ত সদন।

—o—

সদন জীব হত্যাকারী মাংস বিক্রেতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য মাংস বিক্রেতার নিকট হইতে মাংস ক্রয় করিয়া ও কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া তাহাই বিক্রয় করিতেন। স্বহস্তে পশু পক্ষীর জীবন বধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না অথবা পশু বধ কালে তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। মাংস তৌল করিয়া দিবার জন্য তাঁহার তুলা দণ্ডে একটী মাত্র বাটখারা থাকিত তাহা দ্বারাই একসের হইতে একমণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তৌল করিয়া মাংস বিক্রয় করিতেন। অকস্মাৎ এক দিন সেই পথ দিয়া একজন বৈষ্ণব গমন করিতে ছিলেন তিনি দেখিলেন সদনের তুলাধারে একটী সুলক্ষণাক্রান্ত শাল গ্রাম শিলা বর্ত্তমান। তিনি মনে২ ভাবিলেন যে ঈদৃশ কদর্য্য বৃত্তি শীল লোকের নিকট শালগ্রাম শিলা থাকা উচিত নহে এই হেতু তিনি সদনের নিকট ঐ শিলা খণ্ডটী প্রার্থনা করিলেন, সদনও তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন চিত্তে তাহা সাধুকে দান করিলেন। ভাব ও ভক্তি প্রিয় ভগবান্ নিশির স্বপ্ন যোগে সাধুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে তুমি আমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছ সেই খানে রাখিয়া আইস। সাধু বলিলেন ভগবন্! কসাইয়ের গৃহে আপনার নিবাস নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনায় আমি সেবা করিবার জন্য এখানে লইয়া আসিয়াছি। উত্তরে এই আদেশ হইল যে আমি তাহার ভাবে বশীভূত হইয়া তাহার প্রতি, সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রসন্ন থাকি। সে যখন তুলাধারে আমাকে রাখিয়া মাংস বিক্রয় করে তখন আমার ভক্তকৃত ঝুলন লীলা বলিয়া বোধ হয়। যখন সে মূল্যের জন্য গ্রাহক দিগের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিতে থাকে তাহা আমার পক্ষে নাম সংকীর্ত্তন বলিয়া অনুমিত হয়। বিষ্ণুভক্ত ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রত্যুষেই সদন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সদনকে নিশির স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া শালগ্রাম শিলা প্রত্যর্পণ করিলেন। বিষ্ণু ভক্তের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সদন চকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার অন্তঃকরণের একটী আবরণ যেন কে উঠাইয়া লইল, হৃদয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন বিদ্যুন্মালা চমকিয়া উঠিল, সদনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সদনের প্রাণমন জগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ আকাশে উড্ডীন হইল. সদন সেই দিনই গৃহ দ্বার পরিবারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তি মস্তকে করিয়া পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা করিলেন।

সদন একাকী অপরিচিত পথে গমন করিতেছেন, নিরাশ্রয়ের ন্যায় সকল দিন বিশ্রাম করিবার যথা যোগ্য আশ্রয় পাইতেন না। এক দিন এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটী যুবতী তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া তাহার গৃহে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সরল চিত্ত সদন আনন্দ পূর্ব্বক তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ভক্ত সদনের সুলক্ষণাক্রান্ত স্মিত বদন মণ্ডল ও অঙ্গের রূপ লাবণ্য দর্শনে যুবতী সহজেই মোহিত হইয়াছিল, সেই জন্যই এত আদর ও সৎকারের চেষ্টা। সদন যে সামান্য পুরুষ নহেন তাহা দুর্ম্মতি যুবতী প্রথমে বুঝিতে পারেনাই। যুবতী সদনকে অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইল এবং রাত্রিতে নির্জ্জনে অনুরোধ করিল যে তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। অনাসক্ত ভক্ত চমকিত হইয়া বলিলেন আমার শিরশ্ছেদ হইলেও আমি তাহা করিতে পারিব না। যুবতী মনে২ নানা কথার আন্দোলন করিয়া স্থির করিল বুঝি আমার স্বামী বিদ্যমান আছে বলিয়া এ ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতেছে এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বাস ঘাতিনী কুলটা নিদ্রিত পতির শিরশ্ছেদ করিল ও বাহিরে আসিয়া বলিল, সদন! এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে আ-

মাকে লইয়া চল। পরম সাধু সদন কুলটার কদাচারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন হতভাগিনি! তুমি করিলে কি? সামান্য মনের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ইহ পরলোক নষ্ট করিলে! আমার দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। কুলটা দিগের বুদ্ধি অতি কুটিলা—পতিঘাতিনী তখন অনন্যোপায় হইয়া নিজ কুহক জাল বিস্তার করিল, আর্ত্তনাদ করিয়া সমীপ বাসী সকলকে একত্র করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে এই ব্যক্তিকে সাধু জানিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, এ আমার পতির শিরশ্ছেদ করিয়াছে এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে তোমরা সকলে ইহার বিহিত ব্যবস্থা কর। কুলটার কথা শুনিয়া সদন একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। অজ্ঞাত কুলশীল সদনের কথা কে বিশ্বাস করিবে সুতরাং তিনি নীরব থাকিলেন। লোকে তাঁহাকে দোষী বিবেচনায় দণ্ড কর্ত্তার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল, সদন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মনে ২ ভাবিলেন যে কসাইয়ের বৃত্তি করিয়া আমি নিশ্চয়ই পাপ ভাগী হইয়াছি। আজ ভগবান্ সেই পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই দুরবস্থা সূত্রে আবদ্ধ করিলেন এবং প্রকাশ্যে বিচার কর্ত্তার নিকট বলিলেন যে আমি অপরাধ গ্রস্ত, যাহা দণ্ড হয় বিধান কর, দণ্ড দাতা সদনের দক্ষিণ হস্ত চ্ছেদন করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। সদন যাতনা পাইয়াও পাপের দণ্ড হইল বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিলেন এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণে জগন্নাথ দর্শনে অগ্রসর হইলেন। হস্ত চ্ছেদন জন্য যাতনায় সদনের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, পথ চলা ভার হইয়া উঠিল। ভক্তের হৃদয় সখা ভগবান্ সদনের মর্ম্ম যাতনা কি আর সহ্য করিতে পারেন? ভক্ত দুঃখ ভঞ্জন পুরুষোত্তম পথে ভক্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান সেবকের প্রতি দৈববাণী হইল যে আমার পরম ভক্ত সদন পথি মধ্যে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে শীঘ্র একখানি শিবিকা প্রেরণ কর। প্রভুর আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। বাহক গণ শিবিকা সহ অতি বেগে ধাবিত হইয়া পথিমধ্যে ভক্ত কুল রবি সদনকে প্রণাম পুর্ব্বক শিবিকায় উঠিবার জন্য প্রার্থনা ও ভগবানের আদেশ জ্ঞাপন করিল। সদন ভগবানের কৃপা ও আদেশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুলকে পরি পুর্ণ ও প্রেমাশ্রু ধারায় ভাসিতে লাগিলেন; সে শিবিকায় উঠিতে প্রথমে স্বীকার করিলেন না কিন্তু সকলের অত্যন্তানুরোধে ও ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে সদন শিবিকায় আরোহণ করিয়া ত্রিলোক তারণ কর্ত্তা ভঞ্জন জগন্নাথ দেবের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবানের অপার কৃপা স্মরণ করিয়া ভক্তি গদ্গদ হৃদয়ে সদন দণ্ডবৎ ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম ও আপনার জীবনকে সার্থক করিলেন, অশ্রু ধারায় ভূমিতল সিক্ত হইয়া গেল। পবিত্র পুরী তখন যেন অমৃত ধারায় শীতল, আনন্দ জ্যোতিতে প্রকাশমান ও বৈকুণ্ঠ বিজয়ীতেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণ মধ্যে সদনের ছিন্ন হস্ত পুনঃপূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল। ভক্ত বাঞ্ছা কল্প তরু ভক্তের ক্লেশাপসরণ করিয়া চির দিন আপনার অনুগত করিয়া রাখিলেন। সদন অমৃত পুরীর অমৃত পানে চির সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিলেন, জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম রাশি ক্ষয় হইয়া গেল, শান্তি সুধা সিন্ধুতে সদনের প্রাণ মন ডুবিয়া রহিল।

আর্য্য ধর্ম্মের উদারতা।

(শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রী বেচারাম সার্ব্বভৌম মহাশয় হইতে প্রাপ্ত)
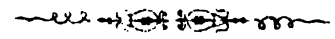
বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃপুংসো গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যস্তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

ঈশ্বরোক্ত অথবা তদর্থানুস্মরণ পূর্ব্বক ঋষিপ্রোক্ত ক্রিয়াজন্য আত্মবৃত্তিগুণ বিশেষের নাম ধর্ম্ম কহে এবং তৎপ্রতিষিদ্ধ ক্রিয়া জন্য গুণ বিশেষকে অধর্ম্ম কহাযায়। আর্য্যদিগের এই ধর্ম্মাধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বাক্য বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, যবন, খৃষ্টান আদি ভিন্ন ২ ধর্ম্মাবলম্বী দিগের প্রথমতঃ মনোমত না হইতে পারে। কেননা আর্য্যজাতি ভিন্ন, সকলেই বলিবেন হয়তো, মনুষ্যমাত্রেই একজাতি, আত্মার জাতি ভেদ নাই। সুতরাং আর্য্য জাতির শ্রুতি আদি যে ঈশ্বরোক্ত প্রমাণ তাহা স্বীকার করিতে পারিনা। কেননা উহাতে জাতি বিশেষের জন্য বিশেষ ২ ধর্ম্ম কথিত আছে। বস্তুতঃ যে ধর্ম্মে সর্ব্ব সাধারণে সমান অধিকারী তাহা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মই ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করাযাইতে পারেনা। এই গুরুতর আপত্তিটি আমরাও নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য মনে করি না। যে ধর্ম্ম আত্মা

মাত্রকেই অর্থাৎ জীব মাত্রকেই মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই প্রকৃত সর্ব্বজীব হিতকারী দয়ালু ঈশ্বরের ধর্ম্ম। পশু পক্ষি গণও আত্ম বিহীন নহে। কেনন:—

বুদ্ধ্যাদি ষট্‌কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এই চতুর্দ্দশটি আত্মার গুণ। যখন প্রত্যক্ষতঃ পক্ষী আদির বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়, তখন তাহারাও আত্মবান্ ও মুক্তির অবশ্য অধিকারী ইহা স্বীকার্য্য। যে ধর্ম্ম ইহাদের আত্মার মুক্তির জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মই ঈশ্বরোক্ত সত্য ও উদার ধর্ম্ম। হিংসাদি সত্ত্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম মুক্তিদানে অসমর্থ। মুর্ত্তিপূজা, বর্ণভেদ আদিতে আস্থা বা বিশ্বাস থাকিতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কাহাকেও মুক্তিদিতে পারেন না। কোরাণের প্রতি ধ্রুব বিশ্বাস এবং মহম্মদের বাক্যে পূর্ণআস্থা, ও কাফের বধে অক্ষয় স্বর্গ এরূপ প্রতীতি না থাকিলে মুসলমান ধর্ম্ম জীবকে পরিত্রাণ করিতে অপারক। যীশু খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস নাকরিলে, জর্ডন জলে অভিষিক্ত নাহইলে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম জীব গণকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ। কিন্তু পরম দয়ালু অসহায়ের সহায়, নিরবলম্বের আশ্রয় দাতা, ঈশ্বরের উদার সত্য ধর্ম্ম এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবযুক্ত হওয়া কোনমতেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধহয় না। যিনি সকল জীবের রক্ষক, তিনি সমর্থ গণকে নিয়ম নিষেধের বাধ্য করিতে পারেন, কিন্তু অবোধ, অসমর্থগণের জন্য নিদারুণ আজ্ঞার তরবারি সুশানিত রাখেন না। তাহাদের জন্য নিজ কোমল হস্তে সরল পথ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে দেখি আর্য্য শাস্ত্রে এই উদার দয়ার পথের কথা উল্লিখিত আছে কিনা। যাহারা, অজ্ঞানতা, অনাস্থা, বা অসামর্থ্য জন্য নিজ ২ কুল ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করেনা, যাহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধের ন্যায় অন্ধকূপে পতনোন্মুখ, এবং যাহারা পশু, কীট বা তীর্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ সকল জীবেরই কল্যাণ জন্য আর্য্যশাস্ত্রে গঙ্গাস্নান, প্রয়াগ ও বারাণসী আদি সপ্ত পুরি গমন ও তথায় দেহ পতন আদিতে মুক্তি বিহিত আছে। যথা—

অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়াবা পুরুষেণবা।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষ বুদ্ধিনা॥
অবিমুক্ত প্রবিষ্টস্য তৎসর্ব্বং ভস্মসাদ্ভবেৎ।

সকল জীবের সকল পাপ কাশী প্রবেশ মাত্রেই ভস্মীভূত হইয়া যায় ইহা লিঙ্গ পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

বৃহজ্জাবালে যথা—"অবিমুক্তে বৈ দেব যজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং অত্রহি জন্তোঃপ্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্র স্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাবমৃতী ভবতি" অস্যার্থঃ। কাশী সমুদায় জীবের ধর্ম্ম স্থান, এইস্থানেজীব মাত্রের দেহপতন হইলে মুক্তি হয়। রামসন্তাপনীয়ে শিবের প্রতি নারায়ণের বাক্য যথা—

ক্ষেত্রেতু তব দেবেশ! যত্র কুত্রাপিবামৃতাঃ।
কৃমি কীট পতঙ্গাদ্যা মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা।

শিব পুরাণে যথা—

কামং ভুঞ্জন্ স্বপন্ ক্রীড়ন্ কুর্ব্বন্নপি বিবিধ ক্রিয়াঃ।
অবিমুক্তে ত্যজন্ প্রাণান্ জন্তু র্মোক্ষায় কল্পতে।

ভোগাদি যে কোন ক্রিয়াতেই রত থাকুকনা কাশীধামে মৃত্যু হইলে জীবের নিশ্চয়ই মুক্তি হয়।

যোগিনীতন্ত্রে যথা—

অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিদাশ্চ জরায়ুজাঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি, কাশ্যাঞ্চেদ্ ভাগ্যতোমৃতাঃ॥

এই প্রকার আরও অনেক প্রমাণ আছে যথা—

কাশী কাঞ্চীচ মায়াখ্যা অযোধ্যা দ্বারবত্যপি।
মথুরাবন্তিকাচৈব সপ্তপুর্য্যোত্র মুক্তিদাঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমংধাম সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
ইতি যং পঠ্যতেবেদে তং প্রয়াগং পুনঃ পুনঃ।

কাশীখণ্ডে যথা—

গঙ্গায়াং মৌষলংস্নানং মহাপাতক নাশনং।
গঙ্গায়াং ত্যজতঃ প্রাণান্ কথয়ামি বরাননে!
কর্ণে তৎপরমংব্রহ্ম দদামি মামকং পদং॥

জ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গাতে মৃত্যু হইলে নির্ব্বাণপদ এবং অজ্ঞানতঃ হইলে বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে।

এইরূপ শত ২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে আর্য্য ধর্ম্ম স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা সকলেরই মুক্তি বিধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঈদৃশ উদার ও উচ্চধর্ম্মমত আর দৃষ্টহয় না। আর্য্য ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রণীত বলিয়াই সর্ব্বজীবের মুক্তির নিমিত্ত উপায় বিধান করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম মানব কল্পিত হওয়ায় বিশেষ ২ কর্ম্মানুষ্ঠান শীল, ব্যক্তিদিগকে মুক্তি ভাজন করিয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছে।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ।

৭ম ভাগ	"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৬।
১০ সংখ্যা	শরীরেণ সমংনাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"	মাঘ——পূর্ণিমা

অত্রি সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——o——

পিতাপিতামহোযস্য অগ্রজো বাপি কস্যচিৎ।
অগ্নিহোত্রাধিকারোস্তি ন দোষঃ পরিবেদনে ॥

যাহার পিতা পিতামহ অথবা অগ্রজ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে আচরণ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অগ্নি হোত্রের অধিকারী, তাহাকে কোন দোষ স্পর্শ করেনা।

ভার্য্যা মরণ পক্ষেবা দেশান্তর গতেপি বা।
অধিকারী ভবেৎ পুত্র স্তথা পাতক সংযুগে ॥

যে পক্ষে স্ত্রীর মৃত্যু হয় অথবা যে সময় কার্য্য বশাৎ ভিন্ন দেশে যাইতে হয় অথবা যে সময় কোন পাতক স্পর্শ করে, তখন পুত্রই অগ্নিহোত্রের অধিকারী হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদানষ্টো নিত্যংরোগ সমন্বিতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥

যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা নষ্ট বা নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, অথবা নিত্য রোগ গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার আজ্ঞানুসারে তদনুষ্ঠিতব্য অগ্নিহোত্র তাহার অনুজ ভ্রাতা দ্বারা সম্পন্ন হইবে। কেন না শঙ্খ নামক স্মৃতিকার ইহা বলিয়াছেন।

নাগ্নয়ঃপরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসিচ।
নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠো বৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়া ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুজ্ঞা ব্যতীত কনিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্নি হোত্র করিলে হুতাশন হবি গ্রহণ করেন না। বৈদিক ক্রিয়া ও তপস্যা সফল হয় না ও শ্রাদ্ধ ও গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সদা কুর্য্যাৎ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতঞ্চ যৎ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চ স্বর্গস্য সাধনং ॥

অতএব বেদ ও স্মৃতির অনুমোদিত রীত্যনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। কেননা এবম্বিধ কার্য্যই স্বর্গ সাধক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

——:o:——

একৈককং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং শুক্লে কৃষ্ণেচ হ্রাসয়েৎ।

অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ।

শুক্ল পক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতি দিন এক ২ গ্রাস করিয়া ভোজন বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস, তৃতীয়াতে তিন গ্রাস, এইরূপে পূর্ণিমাতে পনর গ্রাস পর্য্যন্ত ভোজন করিবে। আবার কৃষ্ণপক্ষের প্রারম্ভ হইতে প্রতিদিন এক গ্রাস করিয়া ভোজন কমাইতে হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষীয় প্রতিপদে চৌদ্দ গ্রাস, দ্বিতীয়াতে তের গ্রাস, তৃতীয়াতে বার এইরূপ অমাবস্যার দিন উপবাস করিতে হইবে। এইরূপ বিধিকেই চান্দ্রায়ণ কহে।

একৈকং গ্রাস মশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ অতিকৃচ্ছ্রং তদুচ্যতে॥

নয় দিন এক গ্রাস করিয়া ভোজন করিবে ও তিন দিন অনাহারে থাকিবে। এই রূপ দ্বাদশদিন সাধ্য ব্রত "অতিকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হইয়াছে।

ইত্যেতৎ কথিতং পূর্ব্বৈর্ম্মহাপাতক নাশনং।
বেদাভ্যাস রতং ক্ষান্তং মহাযজ্ঞ ক্রিয়া পরং॥
ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি।
বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠেৎ রাত্রিং নীত্বা ভুস্বর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুদ্ধি ব্র'হ্মবধাদৃতে॥
পদ্মোডুম্বর বিল্বৈশ্চ কুশাশ্বত্থ পলাশয়োঃ।
এতেষা মুদকং পীত্বা পর্ণকৃচ্ছ্রং তদুচ্যতে॥

প্রাচীন মহাত্মাগণ মহাপাতক বিনাশ জন্য এই সকল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল পুরুষ নিত্য বেদাধ্যয়ন নিরত, সর্ব্বদা ক্ষমাশীল, অথবা মহাযজ্ঞানুষ্ঠান পরায়ণ, মহাপাতক জনিত দোষ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা। ব্রহ্মহত্যা ভিন্ন কোন মহাপাতক করিলে দিবা ভাগে বায়ু ভক্ষণ ও সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ও রাত্রিতে জলে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্র গায়ত্রী জপ করিতে পারিলে শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পদ্ম, উডুম্বর, বিল্ব, কুশ, অশ্বত্থ, ও পলাশ বৃক্ষের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া প্রতিদিন এক ২ প্রকারের জল পান করিবে। ইহারই নাম পর্ণকৃচ্ছ্র ব্রত।

পঞ্চগব্যঞ্চ গোক্ষীরং দধি মুত্রং শকৃদ্ঘৃতং।
জগ্ধ্বা পরেহন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং ব্রতং॥

পঞ্চগব্য অর্থাৎ গোদুগ্ধ, দধি, গোমূত্র, গোময়, ও ঘৃত কুশোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রথম দিন ভোজন করিবে ও দ্বিতীয় দিন উপবাসী থাকিবে। ইহারই নাম সান্তপন কৃচ্ছ্র।

পৃথক্ সান্তপনে দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেনতু কৃচ্ছ্রোয়ং মহাসান্তপনং ব্রতং॥

সান্তপন ব্রতের পদার্থ পুঞ্জ দ্বারা ছয় দিন অতিবাহন পূর্ব্বক সপ্তম দিনে উপবাসী থাকিলে "মহা সান্তপন কৃচ্ছ্র" সাধিত হয়।

ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতঃত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে হ্যযাচিতং।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

তিন দিন সন্ধ্যাকালে, তিন দিন প্রাতঃকালে, তিন দিন অযাচিত রূপে প্রাপ্ত অন্ন ভোজন করিবে আর তিন দিন কিছুই ভোজন করিবেনা। এই রূপ দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রতকে "প্রাজাপত্য" বিধি কহে।

সায়ন্তু দ্বাদশগ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
অযাচিতে চতুর্ব্বিংশ পরন্ত্বনশনঃ স্মৃতঃ॥
কুক্কুটাণ্ড প্রমাণংস্যাৎ যাবদ্বাস্য বিশেন্মুখে।
এতদ্গ্রাসং বিজানীয়াৎ শুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনম্॥
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপ স্ত্র্যহমুষ্ণংপিবেৎ পয়ঃ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতংপীত্বা বায়ু ভক্ষী দিনত্রয়ে॥

এই ব্রতের সায়ং ভোজন কালে বার গ্রাস করিয়া প্রাতর্ভোজন কালে পনর গ্রাস করিয়া, অযাচিত অন্ন ভোজন কালে চব্বিশ গ্রাস গ্রহণ করিবে। তৎপরে অনশন করিতে হইবে। কুক্কুটাণ্ড পরিমাণ অথবা যতগুলি মুখে ধরে, তাহাকেই এক গ্রাস বলে। শরীর শুদ্ধির নিমিত্ত এতাবৎ কর্ত্তব্য। তিন দিন উষ্ণজল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ, তিন দিন উষ্ণঘৃত পান করিয়া তিন দিন বায়ু ভোজন করিবে।

একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং ভোজনেষু পৃথক্ পৃথক্।
যদ্যেকো লভতে নীলীং সর্ব্বেতেহ শুচয়ঃস্মৃতাঃ॥

এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যাহারা পৃথক্ ২ ভোজন করে, ভোজন কালে তন্মধ্যে কেহ নীল প্রাপ্ত হইলে তথাকার সকলেই অশুচি প্রাপ্ত হইবে।

যস্য পটে পট্টসূত্রে নীলীরক্তোহি দৃশ্যতে।
ত্রিরাত্রং তস্য দাতব্যং শেষাশ্চৈবোপবাসিনঃ॥

এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন কালে যদি কাহারও বস্ত্রে বা পট্ট সূত্রে নীল রং দৃষ্ট হয়, তবে তাহার ত্রিরাত্রি এবং অন্যের একরাত্রি উপবাস করিতে হইবে।

আদিত্যেহস্তমিতে রাত্রাবস্পৃশন্ স্পৃশতে যদি।
ভগবন্ কেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ তত্তো ব্রূহি তপোধন॥

ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্ সূর্য্যাস্তের পর যদি কেহ অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করে তবে তাহার শুদ্ধি কিরূপে হইবে তাহা ব্যাখ্যা করুন।

আপদভোজ্যন্মতে রাত্রৌ স্পর্শহীনং দিবাজলং।
তেনৈব সর্ব্বশুদ্ধিঃ স্যাৎ শবস্পৃষ্টন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

ঋষি বলিলেন, যে সূর্য্য অস্ত হইলে পর যদি কেহ মৃতদেহ ভিন্ন অন্য কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে দিবা ভাগে যে জলকে স্পর্শ করে নাই, সেই জল স্পর্শ করিলে শুদ্ধি হইবে।

দেশং কালং বয়ঃশক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষয়েত্তুতঃ।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাৎ যস্যচোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ॥

দেশ কাল, বয়ঃক্রম, সামর্থ্য ও পাপের পরিমাণ বিচার করিয়া দেখিবে। তদনন্তর যে পাপের শুদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা লিখিত নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান যথোচিত কল্পনা করিয়া লইবে।

দেব যাত্রা বিবাহেষু যজ্ঞ প্রকরণেষু চ।
উৎসবেষুচ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।

দেব যাত্রা, বিবাহ, যজ্ঞ প্রকরণ এবং সর্ব্ব প্রকার উৎসবে স্পর্শাস্পর্শ বিচার করিতে হইবে না।

আরনালং তথাক্ষীরং কন্দুকং দধি শক্তবঃ।
স্নেহপক্কঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি॥

আরনাল, দুগ্ধ কন্দুক, দধি, শক্তু, তৈল বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য ও তক্র (ঘোল) শূদ্র রচিত হইলেও দূষিত হয় না।

আর্দ্র মাংসং ঘৃতং তৈলং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতা হ্যেতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ॥

আর্দ্র ঘৃত, তৈল ও ফলনিঃসৃত রস, যদি অন্ত্যজ জাতির পাত্রেও থাকে, তবে তাহা হইতে বাহির করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক কোন শূদ্রের গৃহে জল গ্রহণ করে তবে দিবারাত্রি উপবাস করিয়া এবং স্নান পূর্ব্বক পঞ্চ গব্য ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে।

আহিতাগ্নিস্তু যো বিপ্রো মহাপাতকবান্ ভবেৎ।
অপ্সু প্রক্ষিপ্য পাত্রাণি পশ্চাদগ্নিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যদি কোন মহাপাতক গ্রস্ত হয়েন, তবে তিনি তাঁহার হোম করিবার পাত্র সকল অর্থাৎ স্রুক্, স্রুবা, প্রোক্ষণী, প্রণীতা, আজ্যপত্র আদি জলে ফেলিয়া দিবেন এবং অগ্নির পুনঃসন্ধান করিবেন।

যোগৃহীত্বা বিবাহাগ্নিং গৃহস্থ ইতি মন্যতে।
অন্নং তস্য ন ভোক্তব্যং বৃথাপাকোহি সস্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিবাহাগ্নি গ্রহণ না করিয়া "আমি গৃহস্থ" এই বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিবেনা। উহা বৃথা পাক জানিবে।

বৃথা পাকস্য ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্দ্বিজঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরাচম্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥

যে ব্যক্তি বৃথা পাক ভোজন করিবে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ! অর্থাৎ সে ব্যক্তি জলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণায়াম করিবে। এবং তিন বার আচমন পূর্ব্বক ঘৃত সেবন করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে।

বৈদিকে লৌকিকে বাপি হুতোচ্ছিষ্টে জলে ক্ষিতৌ।
বৈশ্যদেবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চ সূনাপনুত্তয়ে॥

বৈদিক বা লৌকিক কর্ম্মের অথবা হোমাবসানে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পঞ্চ সূনা জনিত দোষ মার্জ্জনার্থ বৈশ্যদেবকে নিবেদন করা উচিত।

কনীয়ান্ গুণবাংশ্চৈব শ্রেষ্ঠ শ্চন্নিগুণো ভবেৎ।
পূর্ব্বপাণিং গৃহীত্বাচ গৃহ্যাগ্নিং ধারয়েদ্বুধঃ॥

যদি অনুজ ভ্রাতা গুণবান্ ও জ্যেষ্ঠ নির্গুণ বা মূর্খ হয়, তবে অনুজ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া গৃহ্যাগ্নি অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিবে।

জ্যেষ্ঠশ্চেদ্ যদি নির্দোষো গৃহ্ণাত্যগ্নিং যবীয়কঃ।
নিত্যং নিত্যং ভবেত্তস্য ব্রহ্মহত্যা ন সংশয়ঃ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্দ্দোষ বা গুণবান্ থাকিতে যদি অনুজ অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, তবে প্রত্যহ তাহার ব্রহ্ম হত্যার পাতক স্পর্শ করিবে। ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

মহাপাতক সংস্পৃষ্টে স্নানমেব বিধীয়তে।
সংস্পৃষ্টস্য যদা ভুঙ্‌ক্তে স্নানমেব বিধীয়তে॥

মহাপাতকীকে স্পর্শ করিলে, অথবা তাহার গৃহে যে ভোজন করে তাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

উদিতৈঃ সহ সংসর্গং মাসার্দ্ধং মাসমেবচ।
গোমূত্র যাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি॥

যে ব্যক্তি অর্দ্ধ বা এক মাস মহাপাতকীর সংসর্গ করে, সে পতিত হয় এবং পনর দিন গোমূত্র ও যবান্ন ভোজন করিলে শুদ্ধি লাভ হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শাস্ত্রার্থ প্রচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ব্রাহ্মণ ভাগের" বেদত্ব প্রমাণ।

"ব্রাহ্মণ ভাগে মনুষ্যাদির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক লৌকিক

ইতিহাস সকল নিবদ্ধ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মন্ত্র ভাগে তাহার ছায়া মাত্রও দৃষ্ট হয় না। মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ একাঙ্গী ভূত হইলে এইরূপ বৈসাদৃশ্য থাকিত না, ” এইরূপ সংশয় মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু একটু প্রণিধান রূপ সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইলেই এই সংশয় রূপ কুজ্ঝটিকা আপনিই অপসারিত হইয়া যাইবে। বেদ অপৌরুষেয় ইহা প্রায় সকল শাস্ত্রের অভিমত। সেই অপৌরুষেয় মন্ত্র ভাগেও সৃষ্টি ও উৎপত্তির ক্রম লৌকিক ভাবে বিবৃত আছে। তাহাতে যদি ইহার অপৌরুষেয়ত্ব খণ্ডিত না হয়, তবে ব্রাহ্মণকেও অপৌরুষেয় বলিতে ক্ষতি কি? মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ দুইটিই এক বৃন্তের ফল। উহার একটিকে বৃন্তচ্যুত করিলে অপরটিও ম্লান হইয়া পড়িবে। জগৎ পূজ্য আর্য্য দিগের বহুমানিত বেদত্ব বিচূর্ণিত হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই পুরাণেতিহাস সংজ্ঞা আছে, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ ভাগবতাদির তাদৃশ সংজ্ঞা নাই যদি এই রূপ স্থির কর, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্ম যজ্ঞ বিধান প্রকরণে ব্রাহ্মণ সূত্র গ্রন্থে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইত্যাদি যে সকল বচন দেখিতে পাই, “ব্রাহ্মণ” ইতিহাস, পুরাণাদি হইতে ভিন্ন না হইলে তাহাতে ব্রাহ্মণের পৃথগুল্লেখ হইত না এবং অথর্ব বেদে যে সকল ইতিহাস ও পুরাণাদির উল্লেখ আছে, “ব্রাহ্মণ” পুরাণ বা ইতিহাস হইলে তাহাতে তাহার উল্লেখ থাকিত। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে, পুরাণে তিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ কুত্রাপি কখনও পরিগণিত হয় নাই। বাৎস্যায়ন ঋষিরও এই মত। পুরাণ সকল নিজ ২ মতের সমর্থনার্থ ব্রাহ্মণের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পুরাণেতিহাস হইলে পুরাণ তাহার প্রমাণ গ্রহণ করিতেননা। আরও “এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্ম্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ” ইত্যাদি গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বভাগে দ্বিতীয় প্রপাঠকে স্পষ্টই ইতিহাস হইতে ব্রাহ্মণকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রমশঃ

———:০:—

তীর্থোৎসব

তীর্থ পর্য্যটন করা কুসংস্কার, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য নিজগৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরদেশাভ্যন্তর্বর্ত্তী তীর্থে গমন করা অজ্ঞানের কার্য্য, এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য অদ্য আমরা অগ্রসর নহি। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অগণ্য তীর্থ বিরাজমান। ঋষি গণ, সাধুগণ, অথবা চতুরাশ্রমের সমস্ত লোকই আর্য্য ধর্ম্মের জয় পতাকা হস্তে করিয়া চিরদিন এতাবত্তীর্থ পর্য্যটন করিতেন এবং গগন ভেদী স্বরে তত্ত্বাবতের মহিমা ঘোষণা করিতে ত্রুটি করিতেন না। তীর্থ স্থানে দেব দর্শন, স্নান, দান, পূজা আদি নিতান্ত পুণ্য কর, ইহা আর্য্যধর্ম্মী মাত্রেরই চির সংস্কার। যে স্থানে কোন দেবতা বা কোন ঋষি কোন মহা যজ্ঞ বা কোন লোক কল্যাণ কর কার্য্য অথবা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পুণ্য ভূমি মাত্রেই, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গেই হউক বা দুর্গম বন মধ্যেই হউক, জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যেই হউক, অথবা ফেণিল নীল নীর তরঙ্গাহত সমুদ্র কুলেই হউক, তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তীর্থ স্থান সকল সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা সত্য, কিন্তু তত্রানুষ্ঠিত কার্য্য প্রভাবে ও অনুষ্ঠাতাগণের তেজঃ প্রভাবে সেই সকল স্থানের প্রকৃতি অতীব পবিত্রতাময়ী হইয়া উঠিয়াছে। সাধু এবং অসাধু ভাবের—কার্য্যের—অনুষ্ঠানের এমনি একটী অনির্বচনীয় শক্তি আছে যে তাহা দ্বারা স্থানীয় প্রকৃতির পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। সাধুগণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ও ফুৎকারে, নেত্রপাতে ও অঙ্গুলীর ইঙ্গিতেও স্থানীয় প্রকৃতি সাধুতার সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার আত্মা যে পরিমাণে ব্রহ্মভাবাপন্ন, তাঁহার প্রভাব সেই পরিমাণে নিজ বিরাজ ভূমিতে বিকীর্ণ হইয়া অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতে থাকে। সাংসারিকী কোন সামান্য শক্তি তাহাকে বিতাড়িত বা বিদূরিত করিতে পারেনা। বরং বিষয়বুদ্ধি বিমূঢ় মনুষ্য গণ নিজ ২ মলিন ভাব লইয়া সেই ২ স্থানে গমন করিলে তত্তৎস্থান—বিকীর্ণ পবিত্র শক্তির দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তীর্থ স্থানে গমন করিলে প্রাসঙ্গিক সমস্ত ঘটনাবলী স্মরণ পথে উদিত হয়। অর্থাৎ যে তীর্থে যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও যে দেবতা বা মহাত্মা সেই কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল অতীত বার্ত্তা হৃদয়ে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে এবং তীর্থাগত ব্যক্তিকে নবীন ভাবে জাগ্রত করিয়া দেয়। তাহার কলুষিত চিত্তকে প্রাচীন পুণ্যকীর্ত্তি প্রণিধানে উন্মত্ত করিয়া দেয়। সে যেন পুণ্যসুধাসিন্ধু নীরে অবগাহন করিয়া থাকে। তাহার মন যেন যাবদ্ যাতনা ও বিড়ম্বনা পূর্ণ বর্ত্তমান সংসার কোলাহল হইতে অবসর পাইয়া অতীতের শান্তি পূর্ণ ক্রোড়ে

নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সে যেন তখন আর এক জন হইয়া উঠে। তীর্থ নিদ্রিতকে জাগ্রত করিতে পারে, দুর্ব্বলকে বলবান্ করিতে পারে, শোক সন্তপ্তকে শীতল করিতে পারে ও পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে।

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কাহিনী পুরাণের কোন্ পুরাণ জীর্ণ পত্রে লিপিবদ্ধ আছে, গহন কাননের কুটির পরিত্যাগ করিয়া, নিভৃত গিরিকন্দর পরিহার করিয়া কত মহাতেজা তাপস গণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী পিতা মহের অলঙ্ঘ্য আদেশ পাইয়া প্রয়াগে একত্র হইয়াছিলেন, তাহা আজ লোকের চক্ষে অমূলক উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু ত্রিবেণীতে এখনও সেই মহামহোৎসবের দুন্দুভি ধ্বনির বিরাম হয় নাই। এখনও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী রাশি ২ লোক মাঘমাসে কল্পবাস ও স্নান করিবার জন্য সমাগত হইতেছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন নাই, রাজকীয় ডিণ্ডিম নাই, অথচ চারিদিকের লোক আসিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণীতীর ছাইয়া ফেলিল। শীত বাতে শরীর কম্পিত, তথাচ বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রাতঃস্নানে দৌড়িয়াছে, যাহাদের অঙ্গে বাহিরের বায়ুও স্পর্শ করিতনা, আজ সেই কুলনারী গণও ত্রিবেণীর অভিমুখে ধাবিত। যে সকল লোক গৃহ প্রাচীরকেই পৃথিবীর শেষ জানিত, তাহারাও বিনা আমন্ত্রণে ত্রিবেণীতীরে পৌঁছিয়াছে। হয় তো অনেকে বলিবেন এই কৃচ্ছ্র সাধ্য তীর্থ স্নান বিধি যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই কল্যাণ। ধর্ম্ম সুখসেব্য ও আধ্যাত্মিক সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত। আমরা এমতের বিরোধী না হইলেও ধর্ম্মকে সুখ ও দুঃখের উভয় অবস্থারই অনুষ্ঠেয় এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় বৃত্তিরই গম্য বলিয়া স্বীকার করি।

মন ইন্দ্রিয় গণের সহায়তায় সদাই বহির্জগতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে। সর্ব্বদা সংযত ভাবে ব্রহ্মানুধ্যানে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অন্তর্জগতে স্বীয় বৃত্তি নিবিষ্ট রাখা চঞ্চল মনের নিতান্ত অসম্ভব। মন যে পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হইয়া সংসারের সমস্ত ভোগাশয়ে আমোদ অনুভব করে, আর্য্য ঋষি গণের ব্যবস্থা কৌশলে সেই সমস্ত ব্যাপারেই ব্রহ্মভাবের অবতারণ করা হইয়াছে। তুমি বৃক্ষ দেখ, শৃগাল দেখ, পক্ষী দেখ, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম ভাব; তুমি গো দেখ, লোষ্ট্র দেখ, নদী দেখ, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম ভাব; তুমি স্নান কর, ভোজন কর, বা উপবেশন কর, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম ভাব। মন যখন এই রূপ আর্য্য ঋষিদের নির্দ্দেশে যথাতথা ও যখন তখন অন্তর্জগৎ নিগিত ব্রহ্মভাবের ন্যায় বর্হির্জগতেও ব্রহ্ম ভাব দর্শন করিতে থাকিবে, তখন মনের ভোগ ভূমি ফুরাইয়া আসিবে। তখন সে আপনা আপনিই নিজ নিকেতনে প্রতিনিবৃত্ত হইবে—শান্তি নিকেতনে সুধারাশি পান করিতে থাকিবে। কৃচ্ছ্র সাধন ব্যতীত আমাদের অশান্ত চিত্ত সহজে ভোগ বিলাস হইতে বিমুখ হইতে চায় না। আবার বিষয় বিলাসে বৈরাগ্য ব্যতীত ও বিমল ব্রহ্মানন্দানুভবের দ্বিতীয় উপায় নাই কৃচ্ছ্র ব্রত আদি সাধন সকলকে কুসংস্কার বলিয়া মনে রাখাও একটী কুসংস্কার।

গ্রহ নক্ষত্রের লগ্ন বিশেষে পবিত্র সমাগমকে যোগ বলে। এই যোগোপলক্ষে গঙ্গা বা নর্ম্মদা, ত্রিবেণী আদিতে স্নান করিলে শরীর ও মনের সাত্বিক সাধনানুকূল শক্তি সকলের বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্ম সুধারস লিপ্সু আর্য্যগণ অনুকূল উপায় সকলের ব্যবস্থা করিয়াদিয়াছেন। এইরূপ যোগ বা পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ ২ তীর্থ স্থানে মহাসমারোহ ও উৎসব হইয়া থাকে। গৃহ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বা একমাস বা চিরকাল বাসের বিধি আছে। উৎসব কালে অন্ততঃ ত্রিরাত্রিও বাস করিবে। বিষয় সম্পর্কশূন্য পবিত্র তীর্থস্থানে যদি বিষয়ী লোক ত্রিরাত্রিও বাস করে এবং তথায় স্নান, দান, পূজা, পাঠ, দেব দর্শনাদি করিতে থাকে, তবে তাহার বৈষয়িক বৃত্তি ও ভোগ পিপাসা যে অন্তঃকরণ হইতে অনেক অপসারিত হইয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে তত্তৎ স্থানে অনেক পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। তাঁহাদিগের বিষয় বৈরাগ্য বিস্ফারিত আদর্শ দর্শনে তীর্থযাত্রী গণের মনে কি সাংসারিক ঔদাস্য উদয় হয় না? তাঁহাদিগের কষ্ট সহিষ্ণু প্রকৃতির কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিচিত্র চিত্র দর্শনে কি বিষয়ীর মনে বিলাস ভোগের প্রতি ধিক্কার হয় না? তাঁহাদিগের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ মুখারবিন্দ হইতে অমৃত মাখা ভগবদ্‌গুণানুবাদ ও জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিলে কি নিদ্রিত বিষয়ীর হৃদয় জাগ্রত হয় না? তাঁহাদিগের প্রেমাশ্রুপূর্ণ ধ্যানস্তিমিত নেত্র দর্শন করিলে কি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন মানবের মনশ্চক্ষুঃ উন্মীলিত হয় না? বস্তুতঃ সর্ব্বদা বিষয় ভোগ বিলাসী গৃহস্থ গণ তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে তাহারা গাত্র মলমার্জ্জনের সঙ্গে ২ মনোমালিন্য ধৌত করিবারও অনেক অবসর পায়। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত বহুল লোকের সহিত সাধুভাবে মিলিতে সক্ষম হয়। ভিন্ন ২ ভাবা,

ভাব, রীতি নীতি আচার, ব্যবহার, অনেক পরিমাণে জানি- বার সুযোগ হয়। ভিন্ন ২ দেশ জাত শিল্প চাতুরির পরিচয় পাওয়া যায়।

তীর্থস্থানই আমাদের আশ্চর্য্য কৌশল পূর্ণ মিলন ভূমি। যদি উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম সমগ্র ভারতকে একত্র দেখিতে চাও, তবে তীর্থ স্থানে গমন কর। যদি ভিন্ন ২ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে চাও, তবে তীর্থস্থান দর্শন কর। যদি দেশ দেশান্তরের পণ্য বীথিকা ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী দেখিতে চাও, তবে তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা কর। যদি দেশোন্নতিকর কোন গুহ্য কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতের সর্ব্বদেশে প্রচার করিতে চাও; তবে তীর্থোৎসবে উপস্থিত হইয়া তাহা ঘোষণা কর। বর্ত্তমান কালে সুশিক্ষিত লোক সকল তীর্থোৎসবে উপস্থিত থাকা কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি তীর্থস্থান শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই গুরুতর কার্য্য সাধনের লীলা ভূমি। বক্তাগণ, পণ্ডিত গণ, দেশহিতৈষী বিচক্ষণ গণ, মন্ত্রণা নিপুণ উপদেষ্টাগণ! যদি ভারতে কোন প্রকৃত কার্য্য সাধন করিতে চাও, যদি কর ইঙ্গিতে ভারতকে উন্মত্ত করিতে চাও, যদি সমস্ত ভারত একত্র বদ্ধপরিকর হইয়া কোন কঠোর গুহ্য মন্ত্র সাধন করিতে চাও, তবে তীর্থস্থানে সমাগত হও। তীর্থোৎসবকে আর্য্যদিগের প্রতিভাকাল-সুলভ পুনর্নবীভূত করিয়া তোল। হরিহরক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার প্রভৃতি পবিত্র তীর্থসকলে যে মধ্যে ২ পর্ব্বোপলক্ষে মহামেলা হইয়া থাকে, তত্তৎকালে কোন ২ গুরুতর বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য, মহা ২ সভার আহ্বান করিবার জন্য, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সম্বাদ পত্র সকলে ঘোষণা করা হউক। দেশ দেশান্তর হইতে অশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত সকল লোক আসিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধুভাবে সম্মিলিত হউন। পর্ব্বোৎসবের যথা বিহিত কার্য্য সমাপনান্তে সভা সকলের অধিবেশন হউক। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারোলে সভার গুরুতর উদ্দেশ্য ভারতের চারিদিকে বায়ুবেগে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, রাজা, মহারাজগণ ও সাধারণ বিষয়ী গণ আসিয়া একত্রিত হইতেন এবং ঋষিগণ সকলকে ভক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির অনেক উপদেশ দান করিতেন এবং তদ্দ্বারা ভারতের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইত। ভারতে পুনর্ব্বার তীর্থোৎসবের ভেরী বাজিয়া আবার ভারতকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করুক। তীর্থোৎসব আবার ভারতের ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের মহা সমারোহ হউক। তীর্থোৎসব প্রকৃত কার্য্য ভূমি হউক। তীর্থোৎসবে ভগবানের দিব্য আবির্ভাব দর্শন করিয়া সমস্ত ভারতের প্রাণ পুনর্ব্বার সন্তুপ্ত হউক।

এবমস্তু।

শ্রীপঞ্চমী।

" ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে। "

কে গো শ্বেত শত দল সরোজ আসনে,
কুন্দ বিনিন্দিত কান্তি, বসন্ত বসনে
শোভিছ, কৌমুদী যেন ঝলকে প্রভায়,
আলো করি দশ দিক্ নিজ প্রতিভায়! ?
তরুণ অরুণ যেন চরণের শোভা,
ও পদ দুখানি কেন এত মনো লোভা॥
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে কত পায়।
পদ পরশেতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়॥
শ্রীকর কমলে বেদ, লেখনীর সাজ।
ভারত আকাশে পুনঃ কে এলিগো আজ ?॥
মায়ের মাধুরি মাখা দেখি মুখ খানি।
হাসিতে মোহিত ধরা সুমধুর বাণী॥
(চিনেও চিনিতে নারি কেবা এই সতী।)
তুই কি মা ভারতের পুরাণ ভারতী ?॥
কেন মা আবার হেথা আইলি এখন।
কে তোরে পূজিবে দিয়া কুসুম চন্দন॥
আছে কি সে বেদ ব্যাস, আছে কি বাল্মীকি।
বেদাভ্যাসী মুনীগণ আর মা আছে কি ?॥
আছে কি মা কালীদাস বিদ্যায় বিভোর।
আছে কি ভারত আর ভারতে মা তোর॥
আছে কি মা চণ্ডী দাস, শ্রীকবি কঙ্কণ।
আছে কি মা কাশী, কীর্ত্তি, পূজিবে চরণ ?॥
আছে কি মা গার্গী, খনা, লীলাবতী আর।
অছে কি তুলসী দাস সেবক তোমার ?॥
আমরা মা ভুলিয়াছি পূজা উপচার।
ছাড়ি দিয়া বসে আছি বেদ ব্যবহার॥
কিরূপে আদর তোরে করিতে যে হয়।
ভুলিয়া গিয়াছে মা এ মলিন হৃদয়॥
কদাচারে কলুষিত দেহ প্রাণ মন।
কেঁপে উঠে পরশিতে ও রাঙ্গা চরণ॥
অহঙ্কারে উৰ্দ্ধগ্রীবা সদাই মা রয়।
তব পদে প্রণমিতে নত নাহি হয়॥

সাধিয়া বিলাতী বাণী জিহ্বা জড় বাদী।
উচ্চারিতে বেদ মন্ত্র না চাহে আম্বাদী॥
পুজিতেন তোরে আর্য্য গণ প্রাণ ভরি।
তাঁদের সন্তান বলি কত গর্ব্ব করি॥
দেখ্ মা পাষাণ দ্বার হৃদয়ের খুলি।
মাখিয়াছি কতপাপ তাপ কালী ঝুলি॥
মুছাইয়া দে মা তোর ছেলেদের মলা।
অঞ্জনে করিয়া দে মা নয়ন উজলা॥
বেদ বিধি স্তন্য দেমা করাইয়া পান।
সংসার ক্ষুধার জ্বালা হ'ক অবসান॥
স্পর্শ করি গঙ্গা জল হব সুশীতল।
তবে তো পুজিব গোমা ও পদ কমল॥
আয় গোমা একবার করি দরশন।
নয়নের জল দিয়া ধুয়াই চরণ॥
আমাদের সম্বল মা আর কিছু নাই।
দেহি নো বিমালাম্ভক্তিং, এই ভিক্ষা চাই॥

—:০:

একটী সঙ্কেত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

———০:০———

পুমাত্মার সহিত স্ত্রী আত্মার কি রূপে ক্রিয়া সংযোগ হইয়া থাকে তাহাই এক্ষণে চিন্তনীয়। তাড়িৎ শক্তি যেমন যোজক ও বিয়োজক (Positive and Negative) এই দুই অংশে বিভক্ত, আত্মস্থ তনুপ শক্তিও তাদৃশ। তনুপের শক্তি দ্বয় পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। রতিক্রিয়া কালে পুরুষের আত্মস্থিত তনুপ শক্তির বিয়োজক অংশ টুকু স্ত্রী আত্মস্থিত তনুপ শক্তির যোজক অংশের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। আকাশীয় তড়িৎ ও পার্থিব তড়িতের সংযোগ কালে যেমন উভয় তড়িৎ যথা সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, তদ্রূপ পুংতনুপ ও স্ত্রী তনুপও চরম সীমায় বর্দ্ধিত হইয়া ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে সম্মিলিত হয়। স্ত্রীর গর্ভে রেণুবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে। পুরুষ হইতে নিঃসৃত তেজঃ সেইরেণু রাশির সহিত মিশ্রিত হয়। এই তেজ কেবল তনুপ নহে এবং উহা যে কেবল রেণুর সহিত মিশ্রিত হয় তাহাও নহে। বিবিধ পুংশক্তি সম্মিলিত তনুপই এই তেজ এবং উহা বিবিধ স্ত্রী শক্তি সম্মিলিত তনুপের সহিত গিয়া মিশ্রিত হয়। এরূপ সম্মিলন যদিও এক প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বটে কিন্তু ইহা সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সাধারণ রাসায়নিক সংযোগ কালে মূল পদার্থ কয়টির আদৌ স্বাতন্ত্র্য থাকেনা। কিন্তু স্ত্রী ও পুমাত্মার শক্তি সম্বন্ধীয় রাসায়নিক সংযোগ কালে বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ হইলেও মূল পদার্থ গুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয় না। আকর্ষণ ও অপকর্ষণ, অথবা ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকার সহযোগে স্ত্রী তনুপ ও পুংতনুপের সংযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, উহা একটি পৃথক্ পদার্থ বটে কিন্তু তাহাতে ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকা—স্ত্রী তনুপ ও পুংতনুপের স্বাতন্ত্র্য থাকিয়া যায়। পুষ্পসংখ্যায় উক্ত হইয়াছে, যে রাসায়নিক সংযোগে যে দুইটি পদার্থের সংঘাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অপরটিকে পরাজিত বা অভিভূত করিবেই করিবে। তাহা না করিতে পারিলে উহা রাসায়নিক সংযোগ বলিয়া উক্ত হয় না। মনুষ্যের সন্তান উৎপন্ন হইলে কোন সন্তানে পুরুষের বীর্য্য, ও কোন সন্তানে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান বলিয়া দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পুত্র সন্তান উৎপাদনে পুরুষের তেজঃ এবং কন্যা সন্তান উৎপাদনে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রী যদি উভয়েই সত্ত্ব গুণাক্রান্ত হয়েন ও উভয়েই যদি একজাতি হয়েন, তবে তাঁহাদের পরস্পর সহযোগে উৎপন্ন পুত্র সামান্যতঃ পিতার ও কন্যা মাতার সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় এবং পুত্র কন্যা উভয়েই সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ একজাতীয় হইলে সন্তান গুণবান্ হইবে বটে, কিন্তু দম্পতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিলে ভদ্র হইবার আশা নাই। এই জন্য পিতার উপরিস্থ সপ্ত পুরুষ সম্পর্কীয় কন্যাকে এবং মাতার উপরিস্থ পঞ্চ পুরুষ সম্পর্কীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতার উপরিস্থ অষ্টম পুরুষ এবং মাতার উপরিস্থ ষষ্ঠ পুরুষ সম্পর্কীয়া কন্যাতে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি সামান্য এবং সে সম্বন্ধ সত্বে বিবাহ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আর্য্য শাস্ত্র কারেরা এই রূপ স্থলে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রকৃতি যদি সমান ধর্ম্মাক্রান্ত হয় তাহা হইলে তাঁহাদের পরস্পর আসক্তিতে সুন্দর রূপ রাসায়নিক সংযোগ হয় না। এই জন্য স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। পরস্পরের প্রকৃতি যদি একটু ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী পুরুষের সহ যোগ জাত পুত্র যথাবৎ সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইবে। এইরূপ স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রকৃতির ভেদ থাকা প্রযুক্ত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তি পরস্পরের প্রকৃতি হইতে বল সঞ্চয় করিবে এবং পরিপুষ্ট তৃতীয় প্রকৃতি (সন্তান) সমুৎপন্ন হইবে।

ক্রমশঃ

স্বামী হরিদাস।

যৎকালে মুসলমান সম্রাট্ শিরোমণি মহাত্মা আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া ভারতে সৌজন্যের প্রকৃত মহিমা বিস্তার করিতেছিলেন, স্বামী হরিদাস তৎসম সাময়িক লোক। হরিদাস বালক কাল হইতেই ভজনানন্দের তৃপ্তি সুখ অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। ভগবৎ প্রেম হিল্লোলে তাঁহার হৃদয় সময়ে ২ অতীব নৃত্য করিত। বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে ২ তাঁহার ভক্তি ভাব প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। সাংসারিক আসক্তি তাঁহাকে বিমোহিত করিতে না পারিয়া লজ্জায় পলায়ন করিল। আশ্রমোচিত বিবাহ আদি করিবেন কি, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিবাহ করিবার বুদ্ধি স্বতঃ এব বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন জগতে দুইটি মাত্র শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। একটি ভাব, অপরটি অভাব, একটি প্রভু অপরটি দাস, একটি স্বামী অপর টি স্ত্রী, একটি ঈশ্বর অপরটি জীব। বহু আন্দোলনের পর তাঁহার এই রূপ ধারণা হইল, যে জীব শক্তি স্বয়ংই ঈশ্বরের প্রভু শক্তির—রতি বিলাস ভূমি। তবে জীবের আবার স্বতন্ত্র প্রভুতা কোথায়? জীব আবার বিবাহ করিয়া অন্যের স্বামী হইবে কিরূপে? তিনি ভগবান্‌কে আপনার স্বামী জানিয়া তাঁহারই নিত্য সেবায় নিরত হইলেন। ভক্তি প্রবলা হইয়া যখন তাঁহার চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, তখন নিজ জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ব্রজ ভূমিতে আসিয়া প্রাণ প্রিয়তমের প্রেম পীযুষ পানে আপনার জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে ত্রিভুবন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সখী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তাঁহার সর্ব্বদা এইরূপ বোধ হইত, যে নিকুঞ্জ বিহারী তাঁহার হৃদয় কুঞ্জে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস কৌতুকাদি করিতেছেন। তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন থাকিয়া কখন ও কীর্ত্তন ও কখন বা নর্ত্তন করিতেন এবং কখন বা প্রেম বিহ্বল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িতেন। যে সকল লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, তাহারা তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিত। তিনি ভক্তির সহিত যখন ভগবদ্গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত করিতেন, তখন শ্রোতামাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। ক্রমশঃ অনেক লোক তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িল।

একদিন তাঁহার জনৈক সেবক তাঁহার প্রীতি কামনায় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এক শিশি আতর আনিয়া ছিল। স্বামীজি তখন যমুনা পুলিনে বসিয়া আপনার ভাবে আপনি মগ্ন। সেবক আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক আতরের শিশিটি দান করিল। তিনিও বিহ্বল চিত্তে হস্তে গ্রহণ করিলেন। স্বামী যেমন ধ্যান যোগে হরির সহিত হোলি খেলিতেছেন এবং ভগবান্ স্বয়ং হরিদাসের অঙ্গে গুলাল রং ঢালিয়া দিলেন। স্বামীজি অমনি হস্তস্থ শিশি হইতে আতরটুকু সমস্তই ভগবানের অঙ্গে এই অবসরে ঢালিয়া ফেলিলেন। ধ্যাতা ও ধ্যেয় অন্তর্জগতে যাহাই লীলা করুন না কেন, বস্তুতঃ চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্ট হইল যে আতরটুকু যমুনাতীরস্থ বালুকা রাশিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেবক এতদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত চিত্ত হইল এবং ভাবিল বুঝি স্বামীজি তাহার যত্নের সামগ্রী আতরের গুণ বা মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই। নির্ম্মল হৃদয় স্বামীজি সেবকের মনের ভাব জানিতে পারিলেন এবং তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণে বলিলেন, যে তুমি বিহারীজি মহারাজকে দর্শন করিয়া আইস। সেবক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র মন্দিরের সর্ব্বত্র আতরের সৌগন্ধ পাইল এবং ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে তাঁহার মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদ আতরে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল এবং নিজ অজ্ঞানতা জন্য নিতান্ত লজ্জা পাইল।

এক ব্যক্তি স্বামীজির শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল এবং একটি স্পর্শমণি তাঁহাকে উপহার প্রদান করিল। স্বামীজি দেখিলেন এই মণিটি তাহার নিতান্ত প্রিয় এবং যতদিন এ আসক্তি তাহার মন হইতে বিদূরিত না হয় ততদিন সেই প্রিয়াৎ প্রিয়তম পরম পুরুষে প্রীতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তাহাকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শীঘ্র এই মহামূল্য মণিটি যমুনার মধ্য জলে নিক্ষেপ কর। আজ্ঞাকারী শিষ্য তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। কিন্তু মনে ২ ভাবিতে লাগিল যদি এই মণিটি থাকিত, তাহা হইলে অনেক সাধু সেবার ব্যয় এবং ভগবানের বেশ ভূষাদির উত্তম রূপ ব্যবস্থা

হইত। অন্তর্জগৎ বিচরণ শীল স্বামী হরিদাস তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন, এখনও এই প্রস্তরের মায়া ছাড়িতে পারে নাই॥ অতঃপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় সম্মুখে সহস্র ২ স্পর্শ মণি পড়িয়া রহিয়াছে দেখাইলেন ও বলিলেন যে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য, রুচিকর দ্রব্য আদি জগতের প্রলোভনকর পদার্থ সকল ভগবৎ পদ প্রাপ্তির বাধা করিয়া থাকে। ইহারাই পরমার্থ পথের প্রধান দস্যু। যে পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত পদার্থের প্রীতি সম্বরণ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের চরণারবিন্দে চিত্ত অবিচলিত থাকিবে না এবং পরমানন্দ সিন্ধুর সুধাপানে সমর্থ হইবেনা। অতএব যদি ভগবানকে চাও তবে সংসারের চারিদিক হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আত্ম নিকেতনে আনয়ন কর, অথবা যদি স্পর্শ মণিকে প্রিয়তর মনে করিয়া থাক, তবে তোমার যত ইচ্ছা হয় এই স্থান হইতে উঠাইয়া লও। সেবক সিদ্ধ মহাত্মার প্রভাবে অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল এবং তৎপ্রসাদে মনকে অটল, অচল ও একাগ্র করিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইল। আনন্দের পর আনন্দ আসিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে লাগিল।

সম্রাট্ শিরোমণি আকবর নিজ দরবারের প্রসিদ্ধ গায়ক তন্নুসেন (তানসান্) কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে তোমার সঙ্গীত বিদ্যার গুরু কে? তানসান্ উত্তর করিলেন স্বামী হরিদাস। এতৎ শ্রবণে স্বামীজির দর্শনার্থ সম্রাটের চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল এবং তানপুরা সহিত তানসানকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বামীজি সমীপে একদিন উপস্থিত হইলেন। তানসান্ তানপুরারর সুর সহযোগে একটি পদ গান করিলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই পদের দুই এক স্থলে সুর তাল ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। স্বামীজি যখন তানপুরা লইয়া স্বয়ং ঐ পদটি গাইলেন, তখন শ্রোতামাত্রেরই চিত্ত ভগবৎ স্বরূপে বিলীন হইয়া গেল। সম্রাট্ স্বামীর নিকট হইতে নিজ শিবিরে আসিয়া তানসানকে পুনর্ব্বার ঐ গানটি গাহিতে আজ্ঞা করিলেন। তানসানের গান সমাপ্ত হইলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে স্বামীর সঙ্গীত কালে আমি যে সুরস পাইয়াছিলাম, তোমার গানে সেরূপ রস পাইলাম না কেন? তানসান্ উত্তর করিলেন, যে স্বামীজি ত্রিলোকের স্বামীকে গান শুনাইতেছিলেন, আর আমি দিল্লীর সম্রাট্‌কে শুনাইতেছি, ইহাই ইহার নিগূঢ় কারণ। সম্রাটও এই সারবান্ বাক্যের অনুমোদন করিলেন। ব্রজ ভূমি হইতে বিদায় কালে সম্রাট্ স্বামীজিকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, কিঞ্চিৎ সেবার জন্য আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছি। স্বামী বলিলেন, আমার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন নাই। সম্রাট্ বারম্বার প্রার্থনা করিলে স্বামীজি নিজ যোগ বিদ্যাবলে সম্রাটের দিব্য নেত্র উন্মোচন করিয়া অমূল্য মণিরত্ন খচিত অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ দিব্য ব্রজ ধাম দেখাইলেন! সম্রাট এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া স্বামীর চরণে পতিত হইলেন এবং বারম্বার এই প্রার্থনা করিলেন, যে আমাকে সামান্য মাত্র সেবার আজ্ঞা দিয়াও কৃতার্থ করুন, আমার জন্ম এবং জীবন সার্থক হউক! স্বামীজি বলিলেন, অত্রস্থ বানর গণের জন্য আহার প্রেরণ করিও, ব্রজ ভূমির বৃক্ষ এবং শাখা সকল কেহ ছেদন না করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও এবং শেষ আজ্ঞা এই যে তুমি আমার নিকট আর আসিও না। শান্ত হৃদয় সম্রাট তাঁহার সমস্ত আজ্ঞাই প্রতি পালন করিলেন।

স্বামী হরিদাস ত্রিলোক স্বামীর প্রেম সুধা রসে নিমগ্ন হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ব্রজ ভূমিতে বাস করিলেন ও অনন্ত সত্তায় বিলীন হইলেন।

হরিশ্চন্দ্র।।।

ভা, আ, ধ, প্র. সভার অন্যতর সুযোগ্য ব্যবস্থাপক আমাদের পরম মিত্র কাশী নিবাসী মাননীয় ভারতেন্দু "বাবু হরিশ্চন্দ্রের অকালে ৺কাশীলাভে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়াছি। হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজি মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি শত ২ সংবাদ পত্রে তাঁহার তনু ত্যাগের শোচনীয় সংবাদ বিঘোষিত হইয়া ভূমণ্ডলকে শোকাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের শোকানল হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, ভাষায় প্রকাশ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না।

তিনি অতি উৎসাহী উদ্যমশীল, প্রিয় ভাষী ও হিন্দী ভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। ৩৫ বর্ষ মাত্র

বয়ঃক্রমের মধ্যে তিনি শতাধিক পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, ইংরাজি, মহারাষ্ট্রী আদি দশ বারটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। আর্য্য শাস্ত্র বেত্তা গণকে সদৈব সৎকার করিতেন। তিনিই বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষার জন্মদাতা। তিনি কুল প্রথানুসারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরমানুরাগী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মকে বিশ্বাস মূলক মানিতেন, যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মস্থাপনের অনুমোদন করিতেন না। হরিশ্চন্দ্র, দান শক্তিতে নিজ অবস্থানুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যুন ছিলেন না।

যে দিন তাঁহার দেহান্ত হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার অনুজ ধর্ম্মাত্মা বাবু গোকুল চন্দ্র ও ভ্রাতৃবধূ, তিন জনেই এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন ভারতেন্দুর স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিতেছেন, "বৎস, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই, চল তোমাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাই।" বুঝিলাম, সখে হরিশ্চন্দ্র! তুমি আমাদিগকে দুঃখে ফেলিয়া পরম সুখ ধামে গমন করিয়াছ। ভগবান্ তোমাকে অনন্ত সুখের অধিকারী করুন।

> কবিত্ব পীযূষলতা মনোজ্ঞা
> যা ভারতে হস্মিন্ মরুভূমিতুল্যে।
> সুকোমলা পল্লবিতায়তেহি
> নিরাশ্রয়াং তাং কৃতবান্ বিধে! কিং॥

হায়! বিধাত! ভারতের মরুময় বক্ষোদেশে যে অমৃতময়ী কবিতার নব বল্লরী অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফুলসাজে সজ্জিত হইয়াছিল, সেই রমনীয় লতাটির আশ্রয় বৃক্ষকে অকালে ভগ্ন করিলে কেন?

> হা হিন্দি ভাষে! হবনতি প্রলীনাং
> কস্ত্বাং পুনর্জ্জীবয়িতা মহাত্মা।
> নানা বিভূষা পরিভূষিতাঙ্গীং
> সৌন্দর্য্য পূর্ণামিব কামিনীংহি॥

হায়! হিন্দি ভাষা! আর কে তোমার উন্নতি সাধন করিবে? আর কে তোমার দগ্ধ প্রাণে অমৃতময়ী জীবনী শক্তির সেক প্রদান করিবে? নানা বিভূষণ সাজে সজ্জিতা কামিনীর ন্যায় আর কে তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য রাশির শোভা বিস্তার করিবে?

> ধীমন্! হরিশ্চন্দ্র! বিহায় কাশীং
> ক্বান্তর্হিতস্ত্বং কুমুদং যথেন্দুঃ।
> জাতা বিয়োগাদ্ ভবতঃ পুরীয়ং
> শ্মশানভূমীতি যথার্থসংজ্ঞা॥

(প্যারে হরিশ্চন্দ্র!) ধীমন্ হরিশ্চন্দ্র! কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আজি তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইলে! ফুটন্ত কুমুদিনীকে পরিত্যাগ করিয়া আজি চন্দ্রমা কোথায় অস্ত গেল? আজি তোমার এই অকাল বিরহে ঔদাসীন্যের লীলাক্ষেত্র বারাণসীর "মহাশ্মশান" এই নাম সার্থক হইল।

> অবিরল মধুলীনঃ প্রেমপীযূষসিন্ধুঃ
> প্রবহতি, সুরকান্তারাধিতশ্চাপি যত্র।
> বিহরতি জগদীশঃ সর্ব্বদা শ্রীরমেশঃ
> প্রণয়লুলিতলক্ষ্মীসাহচর্য্যেণ শশ্বৎ।
> রসিকতমবর! ত্বং গচ্ছ তস্মিন্ননন্তে
> পরমসুখদধাম্নি প্রস্ফুরৎ শান্তিরত্নে।

যাও হরিশ্চন্দ্র! অনন্তধামে গমন কর, যথায় অজস্র, অবিনাশী সেই অমল প্রেমামৃতস্রোত হিল্লোলায়িত হইতেছে। যাও, যথায় লক্ষ্মী সহ কমলাপতি বিরাজ ও বিহার করিতেছেন। অপূর্ব্ব শান্তিরত্নের স্ফূর্ত্তিময়ী প্রতিভা যে স্থানে অনবরত সমুদ্গীর্ণ হইতেছে, প্রিয়তম হরিশ্চন্দ্র! তুমি সেই অমরধামে গিয়া চির বিরাজ কর।

সমালোচনা।

আর্য্য সমাজ নাটক। কানপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষাল কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ধর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা, আচার, নিষ্ঠা ও ভক্তির জ্বলন্ত জ্যোতিঃ সমাকীর্ণ পবিত্র আর্য্য ভূমি ভারতে কি রূপে ধীরে ২ বিজাতীয় বেশ, বিলাস, রীতি, নীতি, শিক্ষা ধর্ম্ম আদি আসিয়া দিন ২ আর্য্য সন্তান গণকে দুর্দ্দশার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, এবং মগধ মধ্য (মুঙ্গের) হইতে যাঁহারা প্রথম আর্য্য "ধর্ম্ম প্রচারক" আদি প্রকাশ করিতে থাকেন তাঁহারাই ভারতের পুনঃ সংস্কারের প্রধান সহায় হইবেন, এতাবৎ এই নাটকে সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী ও স্ত্রী স্বাধীনতা সমাজের অন্তর্গৃহে কি ভয়ানক অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছে, লেখক তাহারও চিত্র করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। স্নেহ, ভক্তি, স্বার্থ, শিল্প, বিজ্ঞান, সামঞ্জস্য, বিদ্যাভিমান, জ্ঞানাভিমান, আদি রঙ্গ ভূমির অভিনেতৃ দল পুষ্টি করায় এই নাটক খানি প্রসিদ্ধ "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের কমনীয় কিরণ কান্তি বিস্তার করিতেছে। এখানি পূর্ব্বার্দ্ধ বলিতে হইবে, নাটকের উত্তরার্দ্ধ শীঘ্র প্রকাশিত হইলে আমরা সুখী হইব। স্বদেশানুরাগী মাত্রেই এক ২ বার এই নাটক খানি পাঠ করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

কুল—কল্পলতিকা। কলিকাতা চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের কুলপরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তক খানি বঙ্গ সমাজে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

———:০:———

বীরভূম দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থ রাম পুরহাট সুনীতি সঞ্চারিণী সভা ও হরিসভা পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর নিম্নানুরূপ দান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আর্য্য ধ, প্র, সভা, সৈদপুর ... ... ৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষাল, কানপুর ... ১৬৷৷৶০

ঐ যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, সিয়ন ৯৲

প্রাপ্ত

বিশ্রাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন বুঝিলাম বিশ্রাম স্বাভাবিক, মনুষ্য কৃত কৃত্রিম পদার্থ নহে, বিশ্রামই (নিষ্ক্রিয় ভাব) সকলের আদি, বিশ্রাম লাভই সকলের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে বিশ্রাম এ জগতে নাই। জগৎ কার্য্য স্থান, বিশ্রাম স্থান নহে। এখানে সকলেই কার্য্য করিতে আসিয়াছি, বিশ্রাম করিবার জন্য নহে, সুতরাং যিনি যত রীতি পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া কার্য্যোন্নতি করিতে পারিবেন তাঁহারই তদনুযায়ী অল্প বা অনন্ত বিশ্রাম ভেদে স্বর্গ বা নির্ব্বাণ মুক্তি মিলিবে। কার্য্য শেষ না হইলে বিশ্রাম মিলিবেনা, আজীবন অবিরত ক্লেশ পাইতে হইবে। আবার চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চল থাকিতে পারেনা, কোন না কোন কার্য্য করিবেই করিবে। সুতরাং সময়ে উপযুক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত না করিলে তাহারা অসৎপথ অবলম্বন করিবে। "সময়ে কার্য্যারম্ভ হইবেনা, এত কালের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে—বিশ্রাম লাভ হইবেনা। সেইজন্য বলি, যখন অনেক পরিশ্রমের ধন, অনেক যত্নের সামগ্রী এই দেব দুর্লভ উচ্চপদ (মনুষ্যদেহ) লাভ করিয়াছি তখন এতদুপযুক্ত কার্য্য করিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে নিজ নিকেতনে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারি, তাহার যত্ন করা আবশ্যক।

ত্রিদৃষ্টি চরণদ্বয় আরস্বার্থ সাধন জন্য দুর্ব্বলকে বিদলিত, অসৎকার্য্যে ধাবিত না হইয়া গঙ্গা স্নানে, সাধু দর্শনে, তীর্থপর্য্যটনে, সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হউক, হস্ত আর কয়েক দিনের জীবিকার জন্য পরস্বাপহরণ, প্রাণি হিংসা না করিয়া পরোপকার সাধু বৃত্তিতে জীবন যাপন ও গুরুজন চরণ সেবায় অবশিষ্ট জীবন সার্থক করুক। কর্ণ! কিরূপে স্ব কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহারই উপদেশ শ্রবণ কর। নয়ন দ্বয়! যাত্রা, থিয়েটার, জগতের ধুমধাম আর কত দেখিবে? এখন একবার অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকৃত নিয়মে নিজ কার্য্য হইতেছে কি না তাহা দেখ, ইহাতে অধিক পরিশ্রম বোধ হইবেনা। বরং আরও শান্তি মিলিবে, অপূর্ব্ব সুখ অনুভূত হইবে। জিহ্বে! আর বৃথা পরগ্লানি না করিয়া যদি কার্য্যের কোন পরামর্শ দিতে পার, তো প্রকাশ্যে আসিও, নতুবা যেমন মুখ বিবরে লুকাইয়া আছ সেইরূপই গুপ্তভাবে থাক। মন! আর বৃথা পরের চিন্তায় কাল ক্ষেপ করিয়া নিজের কার্য্য ভুল কেন? একবার কার্য্যের বিষয় চিন্তা কর, নিজের উদ্দেশ্য পথ স্থির কর, সংসারের কার্য্যের ন্যায় কষ্টকর হইবেনা, সন্তোষের পারিবে, একবার করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে *।

এইরূপে রীতি পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই কার্য্যের উন্নতি হইতে থাকিবে—সময়ে কার্য্য সমাধা করিয়া নিজধামে অগ্রসর হইতে পারিব, অপূর্ব্ব বিশ্রাম সুখ অনুভূত হইবে। ক্রমেই ক্রিয়া ক্ষয়, পদার্থের ক্ষয়, পরিশ্রমের ক্ষয়। ক্রমেই নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, অনন্ত অবকাশময় প্রদেশ। তথায় আর দ্বিধা, দ্বিতীয় নাই, একই অনন্ত শান্তি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম বিরাজমান। তাহাই আমাদের সকলের চির বিশ্রাম নিকেতন।

ধর্ম্মোৎসব।

ছাপরা।

বিগত মাসে ছাপরা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ৯ম বার্ষিক উৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে সহরের তিনটী প্রধান স্থানে তিন দিন অতি বৃহতী সভার মহাধিবেশন হইয়াছিল। মহাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন কৃপা পূর্ব্বক এই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সভার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিনই সভায় অন্যূন তিন সহস্র লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ পূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইত।

* পারমার্থিক চিন্তা দ্বারা যে মন ক্লিষ্ট না হইয়া বরং আরও প্রফুল্ল হয় এবং সাংসারিক চিন্তা দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া থাকে ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

সময়ে ২ তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত গোল যোগ হইত যে পুলিস দ্বারা সাময়িক শান্তি রক্ষা করিতে হইয়াছিল। বক্তা তিন দিন হিন্দী ভাষায় যে তিনটী উৎসাহ পূর্ণ ও সার গর্ভ তেজস্বিনী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শী হইয়াছিল। অত্রস্থ বাঙ্গালী মহোদয় গণের অনুরোধে তিনি আর এক দিন একটী বঙ্গ ভাষাতেও বক্তৃতা করেন।

গত বর্ষে মান্যবর শ্রীযুক্ত রায় মাতাদীন বাহাদুরের প্রযত্নে উক্ত মহাত্মা এখানে আনীত হয়েন ও তাঁহার উপদেশের গুণে সভাটী স্থাপিত হয়। সভা হইতে শীঘ্র একটী ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ হিন্দী পত্র প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে। এখানকার প্রধান ২ ধনী, বিদ্যাবান্ ও উচ্চপদস্থ মাত্রেই এই সভার অনুরাগী ও সভ্যশ্রেণীভুক্ত সভা দ্বারা অনেকে বিশেষ রূপ উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীরা———

মুঙ্গের।

মুঙ্গের আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার নবম বার্ষিকোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। ৯ই মাঘ বুধবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১২ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য হইয়াছে। সভাসংলগ্ন সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণ ও সভার সভ্যগণ সভা গৃহটী উত্তম রূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সভার চারিপার্শ্বস্থ ভিত্তি চিত্র কার্য্যের দ্বারা চিত্রিত ও "সীতারাম" "নারায়ণ" "সত্য" "শৌচ" "দয়া" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক উপদেশের দ্বারা মণ্ডিত হওয়ায় দর্শক মণ্ডলীর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথম দিনে ৮ শ্রীশ্রীশ্রীমন্নারায়ণ ও সরস্বতী দেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, দরিদ্র দিগকে যথা সাধ্য দান ও নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিতবর শ্রীকীর্ত্তি নাথ ঝাঁ মহোদয় যোগদেওয়ায় নগর সংকীর্ত্তন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অগ্র ভাগে ৪।৫ শত বিহারী তাঁহার সঙ্গে "শ্রীরাম সীতারাম রাম" উচ্চারণ করিতে ২ চলিয়াছিল এবং পশ্চাতে বঙ্গবাসী সকলে সমবেত স্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতে ২ চলিয়াছিল—দৃশ্যটী অতি সুন্দর হইয়াছিল। বৃহস্পতি বারে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর বিসর্জ্জন হইয়াছিল। শুক্রবার রাত্রিতে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার অধিবেশন হয়। এই দিনে মধুবনী হইতে সমাগত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারণী সভার সুযোগ্য ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীঅম্বিকা দত্ত ব্যাস ঐ সভার বালক দিগকে উপদেশ দেন তাঁহার উপদেশ অতি মধুর, জ্ঞান পূর্ণ ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

শনিবারে এতৎ সভান্তর্গত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগকে পারিতোষিক দান করা হয়। পণ্ডিতবর শ্রীকীর্ত্তি নাথ ঝাঁ মহাশয় পারিতোষিক বিতরণ করিয়া ছাত্র দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। পরে নিমন্ত্রিত ৪০ জন গণ্যমান্য পণ্ডিত দিগকে যথোচিত সম্মান করা হয় ও শাস্ত্রার্থ বিচার হয়। এই দিন রজনীতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীঅম্বিকা দত্ত ব্যাস "হরি ভক্তি" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে প্রায় তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়। বক্তৃতাটী সময়োপযোগী সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিন প্রাতে সদালোচনী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতেও ব্যাস মহাশয় অতি সারগর্ভ ধর্ম্মোপদেশ দেন। অপরাহ্নে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পাঠ হয়। পণ্ডিতবর শ্রীকীর্ত্তিনাথ ঝাঁ সভার উন্নতি সম্বন্ধে একটী উপদেশ দেন। পরে হরিনাম কীর্ত্তন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। এবার মান্যগণ্য পণ্ডিত গণের সমাগমই উৎসবের বিশেষ লক্ষণ এবং আরও আনন্দের বিষয় এই যে, কেবল সভা নহে, কিন্তু মুঙ্গেরের সাধারণ লোকেও ইহাঁদিগের যথোচিত সম্মান করিয়াছেন।

গত বৎসরের প্রবন্ধ লিখিতানুযায়ী সুনীতি সভার দুই বিভাগের ২ টী বালককে ৪৲ টাকা করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হয়। বঙ্গ বিভাগের সভ্য শ্রীমান্ সুরেশ চন্দ্র সেন ও হিন্দি বিভাগের সভ্য শ্রীমান্ শরধারী লাল উক্ত পারিতোষিক পাইয়াছেন। ইতি তাং ১৭ই মাঘ। ১২৯২ সাল।

শ্রীরাখাল দাস সেন গুপ্ত

জেলা দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত "কপিলেশ্বর" নামক তীর্থ স্থানে বার্ষিক নিয়মানুসারে এবার মাঘ মাসে মহা সমারোহ সহ মেলা হইয়া গিয়াছে। এই মেলায় মধুবনী ধর্ম্ম সভার উৎসাহে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীমান্ অম্বিকা দত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যান জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভা স্থলে বহুতর পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও অপরাপর প্রায় ৭০০০ লোক উপস্থিত ছিল। মুন্সী চতুর্ভুজ সহায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাস মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় একটী সুদীর্ঘ ও সার পূর্ণ "ভারতোদ্ধার" বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। বক্তার সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্নৈপুণ্য দেখিয়া শত ২ পণ্ডিত ও ছাত্র মণ্ডলী অবাক্ হইয়াছিলেন ও ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তদনন্তর ব্যাসজীর ছাত্র শ্রীমান্ মনোহর ঠাকুর মৈথিলী ভাষায় মৈথিলী দিগের উন্নতি সাধনকে লক্ষ্য করিয়া একটী মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভা বিসর্জ্জন কালে ধর্ম্মোদ্দীপনার গুণে আনন্দ ও জয় জয় ধ্বনিতে গগণ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মধুবনী সভার উৎসাহকে ধন্যবাদ।

শ্রীশশি নাথ ঝাঁ।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥" শ্রুতিঃ

৭ম ভাগ	"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৬।
১১শ সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"	ফাল্গুন—মাসঃ

অত্রি সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

———০:০———

কৃচ্ছ্রার্দ্ধং পতিতস্যৈব সকৃদ্‌ভুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
অবিজ্ঞানাচ্চ তদ্‌ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥

যদি জানিয়া শুনিয়া কোন ব্রাহ্মণ পতিতের অন্ন ভোজন করে তবে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র এবং না জানিয়া ভোজন করিলে সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

পতিতানাং যদাভুক্তং ভুক্তঞ্চাণ্ডাল বেশ্মনি।
মাসার্দ্ধন্তু পিবেদ্‌ বারি ইতি শাতাতপো ব্রবীৎ ॥

ব্রাহ্মণ পতিত বা চাণ্ডালের গৃহে ভোজন করিলে মাসার্দ্ধ কাল কেবল জল মাত্র পান করিয়া থাকিবে, শাতাতপ ঋষিই এই রূপ কহিয়াছেন।

যশ্চাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কাম মোহিতঃ।
ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈ র্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যানু পূর্ব্বশঃ ॥

যে দ্বিজ কদাচিৎ কামে বিমোহিত হইয়া চণ্ডালী গমন করে, তাহাকে প্রাজাপত্যাদি তিন কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইবে।

পতিতাচ্চান্নমাদায় ভুক্ত্বা বা ব্রাহ্মণো যদি।
কৃত্বা তস্য সমুৎসর্গ মিতি কৃচ্ছ্রং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

ব্রাহ্মণ যদি পতিতের অন্ন গ্রহণ বা ভোজন করে, তবে উহা পরিত্যাগ অথবা অতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অন্ত্য হস্তাত্তু চক্ষিপ্ত কাষ্ঠলোষ্ট্র তৃণাদিচ।
ন স্পৃশেত্তু তদুচ্ছিষ্ট মহোরাত্রং সমাচরেৎ ॥

অন্ত্যজ জাতির হস্তস্থ কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, তৃণ আদি স্পর্শ করিলে অথবা তাহার উচ্ছিষ্ট সংস্রব হইলে অহোরাত্র উপবাস করিবে।

চাণ্ডালং পতিতং ম্লেচ্ছং মদ্যভাণ্ডং রজস্বলাং।
দ্বিজঃ স্পৃষ্ট্বা ন ভুঞ্জীত ভুঞ্জানো যদি সংস্পৃশেৎ ॥
অতঃপরং ন ভুঞ্জীত ত্যক্ত্বান্নং স্নান মাচরেৎ।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাত স্ত্রিরাত্র মুপবাসয়েৎ ॥

চাণ্ডাল, পতিত, ম্লেচ্ছ, মদ্যভাণ্ড ও রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন না যদি

ভোজন করিতে ২ ইহাদের স্পর্শ হয় তবে তৎক্ষণাৎ ভোজন ত্যাগ করিয়া স্নান করিবেন এবং ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লইয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিবেন।

সযৃতং যবকং প্রাশ্য ব্রতশেষং সমাপয়েৎ।
ভুঞ্জানঃ সংস্পৃশেদ্ যস্তু বায়সং কুক্কুটং তথা।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিংস্যাদথোচ্ছিষ্ট স্ত্বেহ নতু।
আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকে ধর্ম্মে যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ॥
চান্দ্রায়নং চরেন্ মাসমিতি শাতাতপোব্রবীৎ।
পশুবেশ্যাদি গমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে॥

পুনর্ব্বার সঘৃত যবান্ন ভোজন করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে। ভোজন কালে যদি কাক ও কুক্কুটস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিন রাত্রিতে শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। আর যদি ভোজনানন্তর মুখ ও হস্ত প্রক্ষালনের পূর্ব্বে এতাবৎ স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে এক দিনেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরূঢ় হইয়া উহা হইতে বিমুখ হয় সে ব্যক্তি এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, এই রূপ শাতাতপ ঋষি বলিয়াছেন। পশু কিম্বা বেশ্যাতে গমন করিলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

গবাং গমনে মনুপ্রোক্তং ব্রতং চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
অমানুষীষু গোবর্জ্জ মুদক্যায়া মযোনিষু।
রেতঃ সিক্তা জলে চৈব কৃচ্ছ্রংসান্তপনং চরেৎ॥

গাভীতে গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গো ভিন্ন মনুষ্য ব্যতীত অন্য পশুতে সঙ্গম করিলে অথবা জলে রেতঃ নিক্ষেপ করিলে সান্তপন ব্রত করিবে।

উদক্যাং সূতিকাং বাপি অন্ত্যজাং স্পৃশতে যদি।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদ্ বিধিরেষ সনাতনঃ।

রজস্বলা কিম্বা প্রসূতি অথবা অন্ত্যজ স্ত্রীকে যদি সম্ভোগার্থ স্পর্শ করে, তবে তিন রাত্রিতে শুদ্ধ হইবে ইহাই সনাতন বিধি।

সংসর্গং যদি গচ্ছেচ্চেদুদক্যা বা তথান্ত্যজৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বং স্নানং সমাচরেৎ॥
একরাত্রঞ্চরেন্মূত্রং পুরীষস্তু দিনত্রয়ং।
দিনত্রয়ং তথা পানে মৈথুনে পঞ্চ সপ্ত বা॥

যদি রজস্বলা বা অন্ত্যজ স্ত্রীর সংসর্গ হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই যে প্রথমেই স্নান করিবে, স্নানের পূর্ব্বে প্রস্রাব করিলে এক রাত্রি, মলত্যাগ করিলে তিন রাত্রি, জল পান করিলে তিন রাত্রি, মৈথুন অর্থাৎ সম্ভোগ করিলে পাঁচ বা সাত দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।

অঙ্গীকারেণ জ্ঞানিনাং ব্রাহ্মণানুগ্রহেণ চ।
পূয়ন্তে তত্র পাপিষ্ঠা মহাপাতকিনোপি যে॥

সংহিতান্তরে লিখিত আছে, জ্ঞানী ও ব্রাহ্মণ দিগের অনুগ্রহে মহাপাতকীও শুদ্ধ হয়।

ভোজনেতু প্রসক্তানাং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।

অশুদ্ধ দশায় ভোজনে প্রসক্তি থাকিলে প্রাজাপত্য করিতে হইবে।

দন্তকাষ্ঠেত্বহোরাত্র মেষ শৌচ বিধিঃ স্মৃতঃ।

অশুদ্ধাবস্থায় দন্ত ধাবনাসক্ত থাকিলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শ্বানচাণ্ডালবায়সৈঃ।
নিরাহারা ভবেত্তাবৎ স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি।

রজস্বলা স্ত্রী যদি কুক্কুর, চণ্ডাল, ও কাক স্পর্শ করে, তবে ঋতুকালের শেষ পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিবে ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা উষ্ট্রজম্বুক শম্বরৈঃ।
পঞ্চরাত্রং নিরাহারা পঞ্চরাত্রেণ শুধ্যতি॥

রজস্বলা স্ত্রী যদি উষ্ট্র, শৃগাল বা শম্বর নামক মৃগ বিশেষ স্পর্শ করে, তাহা হইলে পাঁচ রাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

স্পৃষ্টং রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণীচ যা।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

যদি ব্রাহ্মণীকে রজস্বলা ব্রাহ্মণী স্পর্শ করে, তবে এক রাত্রি উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য সেবন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে।

স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়াচ যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ব্যাসস্য বচনং যথা।
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা বৈশ্যসম্ভবা।
চতুরাত্রং নিরাহারা পঞ্চ গব্যেন শুধ্যতি॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যংস্যাৎ ব্রাহ্মণী কামকারতঃ॥

ব্রাহ্মণীকে ক্ষত্রিয়া রজস্বলা স্পর্শ করিলে তবে চার দিন, রজস্বলা বৈশ্যাস্পর্শ করিলে পাঁচ দিন, রজস্বলা শূদ্রা স্পর্শ করিলে ছয় দিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য সেবনে শুদ্ধ হইবে।

অকামতশ্চরেদ্দুর্দ্ধং ব্রাহ্মণী সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা।

অনশন দিবসে ব্রাহ্মণীর অন্য কোন পদার্থস্পর্শে অধিকার নাই। চারি বর্ণের এই শুদ্ধি সাধন কথিত হইল।

উচ্ছিষ্টেনতু সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণেন যঃ।
ভোজনে মূত্রচারেচ শঙ্খস্য বচনং যথা।

স্নানং ব্রাহ্মণ সংস্পর্শে জপহোমৌতু ক্ষত্রিয়ে।
বৈশ্যে নক্তঞ্চ কুর্ব্বীত শূদ্রে চৈব উপোষণং।
চর্ম্মকে, রজকে, বৈশ্যে ধীবরে নটকে তথা।
এতান্ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজো মোহাদাচমেৎ প্রযতোপিসন্॥

উচ্ছিষ্ট মুখে যে ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে অথবা ভোজন বা প্রস্রাব কালে স্পর্শ করে শাস্ত্রের বচনানুসারে তাহার স্নান করা কর্ত্তব্য। যদি ক্ষত্রিয় স্পর্শ করে, তবে জপ ও হোম করা উচিত। বৈশ্য স্পর্শ করিলে রাত্রিতে অনাহার, শূদ্র স্পর্শ করিলে উপবাস, চর্ম্মকার রজক ও নটাদির স্পর্শ হইলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া তবে আচমন বা কোন কার্য্যের প্রারম্ভ করিবেন।

বিধবা বিবাহ।

বিধবা বিবাহ লইয়া আজ কাল ভারতের চারি দিকে ঘোর আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। বিধবা বিবাহের অনুকূল ও প্রতিকূল পত্র, পুস্তক, প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে ২ লোকেও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আমরাও অনেক দিন হইতে নিরপেক্ষভাবে সতর্কতার সহিত এই সামাজিক প্রশ্নটীর প্রতি বিশেষ রূপ প্রণিধান করিয়া আসিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনার কাল হইতে এপর্য্যন্ত সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরাজি বিবিধ ভাষায় বিধবা বিবাহের অনুকূল যত গুলি পুস্তক, পত্রাদি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে কোন লেখককেই বিবাহের পবিত্র সৌগন্ধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহারা সকলেই প্রায় স্ত্রীগণকে পতির "সহধর্ম্মিণীর" পরিবর্ত্তে "বিলাসিনী" রূপে চিত্র করিয়াছেন। অন্য জাতির বিবাহের যাহাই কোন উদ্দেশ্য হউক না, আর্য্য জাতির বিবাহ প্রধানতঃ ধর্ম্ম মূলক (বিবাহের সঙ্গে ২ স্ত্রী পতির মনে—প্রাণে—আত্মায় অধিকার লাভ করে। আর্য্য দম্পতি ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল কর্ম্মেই কেবল ইহলোকের নহে, পরলোকেও পরস্পর ফলভাগী। পতিব্রতা আর্য্য নারীর পতির দেহ সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলেও আত্মার সম্বন্ধ কোন কালেই নষ্ট হয় না, তাই কুলবতী সাধ্বী সতী পতি বিরহে উদাসিনীর বেশে স্বর্গীয় তেজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্য কদর্য্য ও ক্ষণভঙ্গুর বোধে সদাচার, ব্রত, তপস্যায় স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। পৃথিবীর চক্ষে তিনি দুঃখিনী রমণী হইলেও বস্তুতঃ তিনি দেবী। বিধবা বিবাহানুকূল লেখক গণ ইন্দ্রিয় সুখ ও সাংসারিক ভোগ সুখকেই বোধ হয় সুখের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করেন, তাহাতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে পুনর্ব্বিবাহ বিধি চালাইতে তৎপর হইয়াছেন। যাহা হউক, এই অতীব গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, অবকাশ ক্রমে আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত মতের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে নলডাঙ্গার রাজার উত্তেজনায় যে কয়েকটী বিধবা বিবাহ হিন্দু বিবাহ ভ্রমে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার শাস্ত্রীয়তা ও যৌক্তিকতা জানিবার জন্য নড়ালের লব্ধ প্রতিষ্ঠ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার রায় কাশীর পণ্ডিত সমাজের নিকট ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। সম্প্রতি অত্রস্থ প্রধান ২ পণ্ডিত গণ (পণ্ডিত শ্রীরাজচন্দ্র চূড়ামণি, শ্রীকৈলাশ চন্দ্র শিরোমণি, শ্রীরামধন শিরোমণি, শ্রীবেচারাম সার্ব্বভৌম, শ্রীকালীকুমার বাচস্পতি, শ্রীরাম দুলাল বিদ্যাভূষণ, শ্রীহর নাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীদুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন, শ্রীজয় কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, শ্রীমধুসূদন ন্যায়বাগীশ, শ্রীআনন্দ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীকেদার নাথ বাচস্পতি, শ্রীভৈরব চন্দ্র চূড়ামণি, শ্রীরাম প্রসাদ শিরোমণি, পণ্ডিত বিভারাম, পণ্ডিত বেচন রাম, গঙ্গাধর শাস্ত্রী, দামোদর শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অনন্ত রাম, শীতল প্রসাদ শাস্ত্রী, কাশীনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি) স্বাক্ষর করিয়া যে ব্যবস্থা পত্র খানি পাঠাইয়াছেন, সমাজের হিতার্থী পাঠক বর্গের বিদিতার্থ নিম্নে সেই খানি অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম।

প্রশ্ন।

কলৌ বিধবা বিবাহঃ শাস্ত্রসিদ্ধো নবেতিবিধবাবিবাহস্য কর্ত্তা প্রয়োজকো হনুমন্তা হনুগ্রাহকো মন্ত্রপাঠকাদয় শ্চৈতে সর্ব্বে পাপিনো ভবন্তি নবেতি, বহুশোহভ্যাসাৎ তে পতিতা অপি ভবন্তি নবেতি, অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং তেষাং যাজন ভোজনাদিরূপ সংসর্গিণঃ পাপিনোপি ভবন্তি নবেতি, চৈতেষাং প্রশ্নানাং সপ্রমাণ যৌক্তিকোত্তর প্রদানেন কৃতার্থং কুরুত॥

কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ কি না, বিধবা বিবাহ-কর্ত্তা, তৎপ্রয়োজক, অনুমতিদাতা, ও মন্ত্র পাঠক, পাপগ্রস্ত হয়েন কি না, বারম্বার ঈদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা পতিত হয়েন কিনা, ইহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহাঁদের যাজনে ও অন্ন ভোজনে অন্যের পাপ স্পর্শ করে কি না, প্রমাণ ও যুক্তি সহ এই প্রশ্ন গুলির সদুত্তর দানে আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

উত্তর।

কলৌ বিধবাবিবাহঃ শাস্ত্রসিদ্ধো ন ভবতীতি।

বিধবা বিবাহস্য কর্ত্তা প্রয়োজকোঽনুমন্তানুগ্রাহকো মন্ত্র পাঠকাদয়শ্চৈতে সর্ব্বে পাপিনো ভবন্তোবেতি, বহুশোঽভ্যাসাৎ তে পতিতা অপি ভবন্তীতি। অকৃত প্রায়শ্চিত্তানামেষাং যাজন ভোজনাদিরূপ সংসর্গিণঃ পাপিনো ভবন্তীতিচ বিদুষাম্পরামর্শঃ॥

কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ নহে, বিধবা বিবাহ কর্ত্তা, প্রয়োজক আদি সকলেই পাপ ভাগী ও বারম্বার অনুষ্ঠানে পতিত হইবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গকারী গণও পাপযুক্ত হইবেন ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দিগের অভিমত।

প্রমাণ।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদ্দেকো দ্বেজায়ে বিন্দতে যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্য্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে॥

অর্জ্জুনমিশ্রধৃতা শ্রুতিঃ।

যেমন এক যূপে অনেক পশুর বন্ধন হয় কিন্তু এক পশুর এক সময়ে অনেক যূপে বন্ধন হয়না, সেইরূপ এক পুরুষ অনেক দার পরিগ্রহ করিতে পারে কিন্তু এক স্ত্রী এক জীবনে অনেক স্বামী স্বীকার করিতে পারে না।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চান্যস্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥
ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দ্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতং॥
সকৃদংশোনিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণে্যতানি সকৃৎ সকৃৎ॥ মনুঃ।

মনু বিবাহের মন্ত্র মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীর পুরুষান্তরে নিয়োগ হইতে পারে, এরূপ বলেন নাই এবং বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। যদি অন্য পুরুষ জনিত পুত্র হয়, তবে সে পুত্র তাহার হয় না। সাধ্বী নারীর দ্বিতীয় পতির ব্যবস্থা কোন বেদেই নাই। কন্যাকে দান করিয়া সেই কন্যা পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিবে না। দত্তা কন্যাকে পুনঃ অন্য পুরুষকে দান করিলে, সত্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। অংশ একবার হয়, এক কন্যার তদ্রূপ একবারই দান হয়। "দদানি" এই শব্দটী একবারই হয়। এই ক্রিয়া ত্রয় একবার হয় মাত্র।

অন্যদত্তাতু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং নভোক্তব্যং পুনর্ভূঃসা প্রগীয়তে॥
অঙ্গিরাঃ।

এক কন্যা এক জনকে দান করিয়া যদি সেই কন্যা অন্য পুরুষকে পুনর্দ্দান করে, তবে ঐ নারীর অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। সে "পুনর্ভূ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধন্তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং
(পরাশর ভাষ্য হেমাদ্রি মদন পারিজাত ধৃত আদিত্য পুরাণীয় বচনং।)

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ প্রোক্তঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ॥
(পরাশর ভাষ্য ধৃত ক্রতু সংহিতা।)

দত্তায়া শ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং বরস্যচ।
(বৃহন্নারদীয়ে।)

ইত্যাদি ধর্ম্মানুক্ত্বা ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহু র্মনীষিণঃ। ইত্যুপসংহারে দত্তায়াঃ কলৌ পুনরুদ্বাহো নিষিদ্ধঃ॥

বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিক ভাগ, গোমেধ, ভ্রাতৃভার্য্যাতে পুত্রোৎপত্তি, কমণ্ডলুধারণ, এই পাঁচ কর্ম্ম কলি যুগে নিষিদ্ধ। দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান, ও যজ্ঞে গোবধ করা কলি যুগে কর্ত্তব্য নহে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান ইত্যাদি অনেকবিধ আচার লিখিয়া এই সকল আচার কলি যুগে ত্যাগ করিবে এই প্রকার উক্ত আছে।

অত্রেদং বীজং, ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃপৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ন্দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড় দায়াদবান্ধবাঃ॥

ইতি মনূক্ত দ্বাদশ পুত্রাণাং মধ্যে কলৌ দত্তৌরস পুত্রয়োরেব পুত্রত্বং। ক্ষেত্রজাদীনামপুত্রত্বমভিহিতং।

দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥
(আদিত্য পুরাণ।)

ইত্যাদ্যভিধায়, এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ নিষেধের কারণ এই যে, ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন ও অপবিদ্ধ এই ষড় বিধ পুত্রই জ্ঞাতির দায়ভাগী বা বিষয় সম্পত্তি ও ক্রিয়া কাণ্ডের অধিকারী হইবেন। কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শূদ্রা গর্ব্ভোৎপন্ন এই ষড়্বিধ

পুত্র জাতির দায় ভাগী নহেন। কিন্তু এই দ্বাদশ বিধ পুত্রের মধ্যে কলিযুগে ঔরস ও দত্তক এই দ্বিবিধ পুত্র হইবে অপর দশবিধ পুত্রের পুত্রত্ব হইবে না। আদিত্য পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

অতো যথা

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥

ইতি মনুক্ত ক্ষেত্রজ পুত্রঃ কলৌ বিধবাবিবাহ সম্মতি কারিভিরপি আদিত্য পুরাণীয় বচনাদ্বিরুদ্ধত্বেনাবশ্যং স্বীকার্য্যঃ। নহি কস্মিংশ্চদ্দেশে কেনচিৎ পুত্রোৎপাদন বিরোধি ব্যাধ্যুপেতস্য ভার্য্যায়াং পুরুষান্তরেণ পুত্রোৎপত্তিঃ স্বীক্রিয়তে। তথা

যাপত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
সাচেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতোঽপিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

ইতি মনুক্ত পৌনর্ভব পুত্রস্য কলৌ নিষিদ্ধত্বাৎ— "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইতি বচন স্বরসাৎ পুনর্ভূ ভার্য্যায়া অপি কলৌ নিষিদ্ধং। যদি পুনর্ভূ-স্ত্রিয়াং ভার্য্যাত্বং ন ভবেত্তদা তদ্গমনস্য পরদার গমনত্বেন মহদনিষ্টং স্যাৎ। যথা

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্নৃন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈ শ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ॥
তৎসমুত্থোহি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে॥ মনু

তথাহি—দ্বিতীয়েনতু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অবাবট ইতিখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ সজাতিতঃ॥

ইতি দেবল বচনাৎ প্রথম পরিণেতৃভিন্ন ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণী গর্ভজাতস্যাপি পুত্রস্য শূদ্রত্বেন তেন বিবাহিত ব্রাহ্মণকন্যাজাতস্য পুত্রস্য চাণ্ডালত্বাৎ। সংসর্গেণ কলৌ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং কালে চাণ্ডালত্বাপত্তিঃ স্যাৎ॥

অতএব মৃত বা ক্লীব বা পুত্র জনন শক্তি বিরোধি ব্যাধিগ্রস্তের ভার্য্যাতে অন্যোৎপাদিত পুত্র পাণি গ্রহীতার ক্ষেত্রজ পুত্র হইবে। বিধবা বিবাহ সম্মতি কারীগণ বোধ হয় এই ক্ষেত্রজ পুত্র ব্যবহার কদাচ স্বীকার করেন না। আজ কাল এ প্রথা কোন দেশে প্রচলিতও নাই। সকলেই আদিত্য পুরাণ বচনই শিরোধার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। তবে যে স্ত্রী নিজ পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা কিম্বা বিধবা হইয়া যদি স্বেচ্ছা ক্রমে অপরপুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করাইয়া লয় তবে সেই পুত্র উৎপাদয়িতার পৌনর্ভব পুত্র হইবে। সেই দত্তা কন্যা যদি অক্ষতযোনি হয় (অর্থাৎ পাণিগ্রহীতা যদি তাহাকে আদৌ সম্ভোগ না করিয়া থাকে, তবে পৌনর্ভব পতির সহিত বিবাহ সংস্কার হইতে পারিবে) তাহার গর্ভোৎপন্ন পুত্র "পৌনর্ভব পুত্র" বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু আদিত্য পুরাণের বচনানুসারে কলিতে পৌনর্ভব পুত্রের পুত্রত্ব আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। ভার্য্যা পুত্রোৎপাদনার্থই গৃহীত হয়, ভোগার্থ নহে, ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যদি ভার্য্যাগর্ভজাত পুত্রের পুত্রত্বই অস্বীকৃত হইল তবে তাদৃশী ভার্য্যার ভার্য্যাত্বই বা কোথায় রহিল! আবার ভার্য্যাত্ব পর্য্যুদস্ত হইলেই পুনর্ভূ স্ত্রী পরদারা বলিয়া পরিগণিত হইল এবং সেই স্ত্রী গমনে পরদারাভিমর্ষণের মহদনিষ্টকর পাপস্পর্শ করিবে। মনু বলিয়াছেন, যে, যে পুরুষ পরদারা নিরত, তাহার নাসা কর্ণ ছেদনাদি দ্বারা বিশেষ চিহ্ন করিয়া রাজা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন কেননা পারদারিক হইতেই বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি, এই বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইতেই ধর্ম্মের মূল নাশের—সর্ব্বনাশের হেতু হয়। যদি বল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পরদারোৎপন্ন পুত্র বর্ণ সঙ্কর হইবে কিরূপে? এ সন্দেহ নিবারণার্থ দেবল মুনি বলিয়াছেন, যে পরিণেতৃ ভিন্ন পুরুষ দ্বারা ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন শূদ্র জাতীয় "অবাবট" নামে খ্যাত হইবে; সেই অবাবট যদি ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করে, তবে তদুৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল হইবে, সেই চাণ্ডাল সংসর্গে কাল সহকারে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইবে। সুতরাং সদ্ব্রাহ্মণাভাবে যজ্ঞাদি ক্রিয়া লোপ তজ্জন্য সুবৃষ্টির অভাবে অন্নাভাব—দুর্ভিক্ষ—সর্ব্বনাশ হইবে।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥—

ইতি পরাশর বচনেন নষ্টাদীনাং ভার্য্যায়াঃ পুরুষান্তরেণ পুনরুদ্বাহো বিধীয়তে। তদপি প্রাগুক্ত বচন বাধিতত্বাৎ কলীতরবিষয়ং। নচ "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" ইতি বচনাৎ পরাশর স্মৃত্যুক্ত মনুষ্ঠানং কলি বিষয় মিতি বাচ্যং, ভগবত্তাপরাশরেণ "ঔ সঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ" ইতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তে র্বিহিতত্বেন পরাশর স্মৃতৌ কলি নিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মস্যাপ্যুক্তত্বাৎ ইতি। অতএব কলৌ বিধবা বিবাহো ন যুক্তঃ ইতিঃ। পরাশরই কলি ধর্ম্ম প্রতিপাদক অতএব তদুক্ত বিধানই এক্ষণে মান্য। তিনি লিখিয়াছেন যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, যাহার পতি পরলোক গমন

করিয়াছে যাহার পতি সন্ন্যাসী হইয়াছে যাহার পতি ক্লীব, অথবা যাহার পতি সুরাপান আদি দ্বারা পতিত, নারী দিগের এই পাঁচ প্রকার আপৎ উপস্থিত হইলে তাহারা অন্য পতি গ্রহণ করিবে। যদি এই বচনটি মাত্র লক্ষ্য করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারেনা। কেননা পরাশর ঋষি কলি ধর্ম্মবক্তা হইয়াও সংক্ষেপে চারিযুগের ধর্ম্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ সন্তানাদির বিধানও তাঁহার স্মৃতি মধ্যে দৃষ্ট হয়। এতাবৎ ব্যবস্থা যে কলিভিন্ন অন্য যুগের ব্যবস্থা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্ষেত্রজ সন্তান যে কলি যুগে অগ্রাহ্য, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা। কলি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পরাশরোক্ত বলিয়া কৈ এবচনটি ত কালিকাল যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইলনা। বস্তুতঃ যুগান্তরীয় ধর্ম্ম কলিযুগে প্রচলিত হইতে পারে না। "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনটিও অন্য যুগের জন্য, কলি যুগের নহে। এই বচনে চারিটি আপৎ সধবার ও একটি মাত্র আপৎ বিধবার দৃষ্ট হইতেছে। সধবার এই চারিটি বিষম আপৎ সত্ত্বেও যেমন অন্য পতি পরগ্রহ কলি যুগে নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তদ্রূপ বিধবারও (পতি বিহীনতারূপ) আপৎকালে অন্য পতি গ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

প্রয়োজয়িতা, অনুমন্তা, কর্ত্তাচেতি স্বর্গনরক ভোক্তারো,
যো ভূয় আরভতে, তস্য ফলে বিশেষ ইতি পরাশরঃ।

কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরেচান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা।

আসনাৎ শয়নাদ্ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দু রিবাম্ভসি॥

আপস্তম্বঃ।

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানা ন্নিষিদ্ধস্যাচ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।"

যাজনং যোনিসম্বন্ধং সাধ্যায়াঃ সহভোজনম্
কৃত্বা সদ্যঃ পতন্ত্যেতে পতিতেন ন সংশয়ঃ

দেবলঃ।

সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাদেকত্র শয়নাশনাৎ।

হারীতঃ।

পরদারা গামিন ইত্যুপক্রম্য

এতৈঃ সহ সমাযোগং যঃ করোতি দিনে দিনে।
তুল্যতাং যাতি বিপ্রেন্দ্রঃ কলৌ সম্বৎসরে গতে

স্কন্দঃ।

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণাং অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
যো যস্যান্নং সমাশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্॥

অঙ্গিরাঃ।

রোগী, হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।
পরপূর্ব্বাপতিস্তেনঃ কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে পাপ বা পুণ্যকর কার্য্যে নিয়োগ বা অনুমতি দান করে এবং যে স্বয়ং অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকলেই স্বর্গ বা নরক ভোগভাগী হয়। তন্মধ্যে যাহার যত্নাধিক্য থাকে ফলও তাহার অধিক হয়।

পরাশর বলিয়াছেন সত্য যুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে, ত্রেতায় দর্শন করিলে, দ্বাপর যুগে অন্ন গ্রহণ করিলে পতিত হয়। কিন্তু কলি যুগে যে নিন্দিত কর্ম্ম করিবে সে পতিত হইবে। পতিতের সহিত উপবেশন, কথোপকথন বা ভোজন করিলে জলে তৈলবিন্দু বিস্তারের ন্যায় পতিতের পাপ সংক্রমিত হইয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলে মনুষ্য পতিত হয়।

দেবল বলিয়াছেন পতিতের যাজন ক্রিয়া, বৈবাহিক সম্বন্ধ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তৎসহ একত্র ভোজন করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পতিত হয়।

হারীত বলিয়াছেন লঘুতর যাজনাদির দ্বারা মনুষ্য এক বৎসরে পতিতের তুল্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্কন্দ পুরাণে পরদারাদি পাপের ব্যাখ্যান অবসানে লিখিত আছে, যে কদাচারীদের সহিত এক বৎসর কাল সংসর্গ করিলে মনুষ্য তত্তুল্য হইয়া উঠে।

অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে যাহার অন্ন ভোজন করে সে তাহার পাপের তুল্য ভাগী হয়।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে হীনাঙ্গ ও অতিরিক্তাঙ্গ, একাক্ষ, পৌনর্ভব, অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠার বিদ্যমানে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহীতা এবং চৌর ইহারা অতীব নিন্দিত।

এবঞ্চৈতৎ কাল পর্য্যন্তং ভারতবর্ষীয় বেদোক্ত সনাতন স্বধর্ম্মাবলম্বিভিঃ কৈশ্চিদপি পুরুষৈঃ কলৌ বিধবা বিবাহো ন ব্যবহ্রিয়তে। অতএব—

ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধেতু ন্যায়যুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।
ব্যবহারোহি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে।
ইতি নারদেনাপ্যুক্তং।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ কোন দেশে কলিযুগে বিধবাবিবাহ প্রথা অদ্যাপি প্রচলন করেন নাই। বঙ্গদেশে নীচজাতীয়দিগের মধ্যে "নিকা" এবং পশ্চিমোত্তর দেশে "সগাই" প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা সময়ে ২ কেবল বিধবা নহে, পতির সহিত বিবাদ করিয়া সধবারও হইয়া থাকে। এরূপ হইলেও উহা নিকা বা সগাই ভিন্ন "বিবাহ" বলিয়া উল্লিখিত হয় না কিম্বা দত্তা নারীর দানও হয় না। নারদ বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরোধে যেমন যুক্তি বলবতী, ব্যবহারও তদ্রূপ বলবান্ তাহাতে ধর্ম্ম হানি হয় না।

নৃত গীত।

সেনাদিগের গতি ও কার্য্য যেমন সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের যন্ত্র সকলও মনের ইঙ্গিত ভিন্ন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। মনোপ্রবৃত্তির অবস্থা ও গতি অনুসারে শারীরিক যন্ত্র সকলেরও কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। মনোমধ্যে একটী ভাব বা তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিলে তাহা শরীরের কোন না কোন যন্ত্র দ্বারা বহির্জগতে প্রকাশিত হয়। শরীরের বহির্দ্দৃশ্য মনোবৃত্তি প্রবাহের স্থূল পরিচয় চিহ্ন। মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিলে মুখের এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয় ক্রোধ বা অভিমানের উদয় হইলে শরীরের বাহ্য চিহ্ন আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তত্তৎ বৃত্তির প্রকৃতিভেদে অঙ্গভঙ্গী স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তির সৎ হউক বা অসৎ হউক মনোপ্রভাব অন্যের অপেক্ষা ঐকান্তিক ও অধিক প্রবল হয়, তবে তাহার বহিরঙ্গের প্রকাশিত ভাবভঙ্গী নিকটস্থ দ্রষ্টার মনোমধ্যে পূর্ব্ব ব্যক্তির ভাবপ্রবাহ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার দুর্ব্বল মনকে সেই ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আমরা যদি একজন লোককে পুত্র শোকে কাতর হইয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখি, তবে মানবীয় সহানুভূতির বলে আমরাও সহজে বিষাদ গ্রস্ত হইব। একজন লোক যদি অকপট মনে পরম উল্লাসে এক স্থানে বসিয়া উচ্চ হাস্য করিতে থাকে, তবে তাহার দিকে তাকাইলে মনের বিষাদ ভাব বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহার উল্লাসের তরঙ্গে মনও স্বয়ং আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। মনের ভাব বিশেষের অনুকূল শরীরের যে ভঙ্গী, সঞ্চলন বা কম্পন বিশেষ তাহাই প্রণালীবদ্ধ হইলে নৃত্য নামে অভিহিত হয়। মনের প্রবল উচ্ছ্বাস ভিন্ন শরীরের নৃত্য করিবার সামর্থ্য হয়না। নৃত্য নীরবে উপদেশ ব্যাখ্যান করিয়া থাকে। ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হইয়া গৌরাঙ্গ যখন ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে অথবা তাহার প্রতিকৃতিদৃশ্য দর্শন করিলে মনোমধ্যে কি সেই উচ্চ প্রেমানন্দ ভাবের উদয় হয়না? এক জন লোক ধন সম্পত্তি পাইয়া নৃত্য করিতেছে তাহা দেখিলে কি গৌরাঙ্গের ভাব মনোমধ্যে আসিতে পারে? একজন লোক দেবীর সম্মুখে ছাগ বলিদান দিয়া ছাগ স্কন্ধে নৃত্য করিতেছে তদ্দর্শনে কি মনে একটা বীভৎস বীর ভাবের উদয় হয় না? এক জন বারবিলাসিনী কুৎসিৎ কামনা পূর্ণ চিত্তের তরঙ্গাঘাতে যে ভাবে নৃত্য করে তাহা দর্শন করিলে কাহার মনে অপবিত্রতার উদয় না হয়? আবার ভাব বিশেষকে উদয় করিবার জন্য সুর তালের সহযোগিতা লওয়া হইয়া থাকে। বাদ্য যন্ত্রে যে সুর বা তাল ক্রীড়িত হয় তাহাও মনের ভাব প্রবাহ মাত্র যন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বাহ্য জগতে নিজ শক্তি বিস্তার করে। বাদ্যের গুণে মনুষ্যকে হাসাইতে, কাঁদাইতে, নাচাইতে, মাতাইতে ও লুটাইতে পারে। বাদ্য মনুষ্যকে ভক্ত, বীরমদে মত্ত, জ্ঞান গম্ভীর চিত্ত, প্রেম সুধাসিক্ত অথবা বৃথামোদ যুক্ত করিতে সমর্থ হয়। গীতও কণ্ঠের নর্ত্তন মাত্র। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ স্বরের প্রকার ও প্রয়োগ ভেদে গীত ভিন্ন ২ ভাবে মনোবৃত্তি প্রবাহকে বহির্জগতে আনয়ন করে। প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি ইত্যাকার সময় ভেদে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি ঋতুভেদে মনোভাবেরও তারতম্য ও ভিন্নতা হইয়া থাকে তদনুসারে মনঃ প্রকৃতির অনুকূল তত্তৎ সময়োপযোগী সুরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সময়ানুকূল সুরে গীত গাইতে পারিলে বড় মধুর লাগে অর্থাৎ উহা মনোবৃত্তির অনুকূল হয়। সংগীতে ভাব ব্যাখ্যা করিবার সময় ভাবের প্রকৃতির দিকে রচয়িতার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ বা উদ্দীপনার সময় গম্ভীর বা মধুর সাত্ত্বিকী ভাষার প্রয়োগ সহ তদনুকূল সুরে গান রচনা করা বিধেয়। দাশরথি গান বাঁধিলেন, "জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে"। সাত্ত্বিক ভাবের উদয় করাই দাশরথির উদ্দেশ্য;

কিন্তু রচনার ভাষার রাজসভাবের স্রোত উদ্গারিত হইতেছে সুতরাং শ্রোতার মনে সত্ত্বগুণের উদয় করিয়া দিবার গীতটীর তাদৃশ শক্তি নাই। সুর অনুসারে ভাবেরও উদ্ভাবনা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনের সুরে যেমন ভক্তির গান রচিত হয় এবং তাহাতে শ্রোতার অন্তঃকরণে যে ভাবসুধা বর্ষণ করে মল্লার রাগে সেই গান রচিত হইলে শ্রোতার হৃদয়ে সে ভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারেনা। সুর তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকই আজকাল ঠুংরী সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া মনুষ্য সমাজে কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকে। সুর, তাল, গান, মান ও নৃত্য ভাবের সংশ্রেণি হওয়া কর্ত্তব্য। নৃত্য গীতাদিতে যে মোহিনী শক্তি (Mesmeric power) আছে তাহার প্রকৃততঃ প্রয়োগ হইলে জগতের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল অনভিজ্ঞতা মনুষ্য সমাজকে বিশেষতঃ আমাদের ভারতীয় বর্ত্তমান সমাজকে বিষম বিভ্রাটে ফেলিয়াছে। টপ্পার সুরে যোগের গান বাঁধিয়া তৈল ও জলে মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তৈলমিশ্রিত জলপাত্রে জলপান করা যেমন অসম্ভব অর্থাৎ জল খাইবার আগে তৈল খাইতে হয় তেমনই অপবিত্র ভাবোদ্দীপক ঠুংরী সুরে ভক্তির গান গাইতে গেলে ভক্তির উদয় হউক বা না হউক কুৎসিৎভাবে হৃদয়তন্ত্রি অগ্রেই নাচিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান সমাজের রুচি এত বিকৃত ও বিশৃঙ্খল যে একজন বুদ্ধিমান্ তদ্দর্শনে সমাজকে বাতুলতারোগ গ্রস্ত মনে করিতে পারেন। গায়কের সঙ্গে ২ বাদকের তাল মান না মিলিলে যেমন শ্রুতি কটু বলিয়া বোধ হয়, বর্ত্তমান সমাজের নৃত্য গীতের ব্যবস্থা দেখিয়া তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া অনুমিত হয়। বাসর ঘরে যদি কেহ, " মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" এই গানটী গান করে সে যেমন তত্রস্থ রমণী মণ্ডলী কর্ত্তৃক উপহসিত হয়, ভগবতীর সৌম্য মূর্ত্তি জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দেবী সমক্ষে বাই ও তরফা নাচও সাধু সমাজে তাদৃশ নিন্দিত। নৃত্য গীতকে আর্য্য ঋষিগণ কখনও অনাদর করিতে পারিবেন না, কেননা তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেও অপ্সরীর নাচের অবতারণা দেখিয়াছেন। আমোদ সূচক ঘটনা বিশেষে এরূপ নৃত্য শোভা পায় বটে কিন্তু যে দিন ভক্তি, জ্ঞান ও মুমুক্ষুতার প্রার্থী হইয়া দেবীর আরাধনা করিতেছি সেদিন কি তাঁহার সমক্ষে অপবিত্র ভাবোদ্দীপক নৃত্য গীতাদির অবতারণা করিলে ভাব রাজ্যে বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হয় না? সেদিনের ক্রিয়া কাণ্ড সমস্তই বিফল ও পণ্ড হইয়া যায়। পূজার দিনে দেবতার সমক্ষে সাধুভাব উদ্দীপক নৃত্যগীত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য বলি বর্ত্তমান সমাজ যেন বাতুলের ন্যায় বেসুরে ও বেতালে প্রলাপগান করিতেছে। ভাবের অনুকূল নৃত্য ও গীত যাহাতে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয় তজ্জন্য বর্ত্তমান চিন্তাশীল সমাজের বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমরা আজ কাল যেরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি, নিরুদ্যম ও মৃদুস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে অপবিত্র নৃত্য গীতের অভিনয় যত নঃ হয় ততই মঙ্গল। এক্ষণে উন্নত ও পবিত্র ভাব ভারতে অভিনীত হইতে থাকুক।

রাজা জয়মল্ল।

সাধুপ্রকৃতি বীরবর জয়মল্ল মিরাটের রাজকুল পবিত্র করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই নীতি ও ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মনোবেগ ধাবিত হয়। তাঁহার সাধু প্রকৃতি, সদাশয়তা ও লোকানুরাগ অবগত হইয়া প্রজামাত্রেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও স্বর্গীয় উচ্চ মঞ্চে উন্নীত হইতে লাগিল। পিতার পরলোক হইলে যখন তিনি রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন প্রজাপুঞ্জের আহ্লাদের সীমা রহিলনা। তাঁহার সদাচার ও সাধু ব্যবহারে সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সময়ের নিয়মিত ভাগ করিয়া তিনি দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপন করিতেন। প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়াই হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন ও স্নান পূর্ব্বক বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একান্ত চিত্তে ভগবৎ পূজা ও সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সেই সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যাইতে বা কোন কথা কহিতে না পারে অর্থাৎ পাছে এই প্রকারে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি সাধনার বিঘ্ন ঘটে, এই জন্য আদেশ করিয়াছিলেন যে পূজাকালে কেহ সমাগত হইলে সে বিশেষরূপ দণ্ডনীয় হইবে। অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ হইলেও প্রজা বা প্রহরী কেহই সে সময়ে তাঁহার নিকটস্থ হইতনা। পূজা কালে তিনি এমনই মগ্ন হইতেন যে বাহিরের অতীব গুরুতর বিঘ্নও তাঁহাকে সহসা বিচলিত করিতে পারিত না। সে সময়ে তিনি এমন প্রেম বিহ্বল হইতেন যেতাঁহার রাজনৈতিক কর্ত্তব্য পর্য্যন্তও বিস্মৃত থাকিতেন। তাঁহার

এই অবস্থা বাহিরে বিঘোষিত হওয়ায় জনৈক অন্য রাজা মনে করিলেন, এই অবসরে অকস্মাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে বিনা বাধায় অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। সেই দুর্ব্বুদ্ধি সত্য সত্যই এক দিন স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহ সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরম পুণ্যাত্মা সুধীর বীরসিংহ জয়মল্লের পূজাকালে মিরাট আক্রমণ করিল। তখন পুরজন বর্গ ভীত ও চকিত হইয়া রাজ প্রহরী দিগকে এই সমাচার দিল। কিন্তু রাজার পূর্ব্ব আদেশ স্মরণ করিয়া এই মহা বিপৎ কালেও কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহস করিলনা। রাজ্যের এই মহাবিপৎ সংবাদ পরিচারিকাদিগের দ্বারা অন্তঃপুরচারিণী দিগের নিকট পৌঁছিল। রাজ মাতা এই দুর্ব্বিপত্তি শুনিয়া শীঘ্র গতিতে জয়মল্লকে এই সমাচার দান করিলেন। জয়মল্ল তখন হিমালয়ের ন্যায় অচল ভক্তি গিরিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের পদসেবা করিতে ছিলেন, তিনি তখন জগতের সমস্ত আপৎ বিপদ্, সুখ, সম্পদ্ বিস্মৃত হইয়া ভাব রাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট। জগতের ক্ষুদ্র ঝটিকা তাঁহার মনের অচল চূড়া বিকম্পিত করিতে অসমর্থ। মাতৃ দত্ত বিপদের সম্বাদ তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারিলনা। মাতা আশানুরূপ সদুত্তর না পাইয়া নিজ স্থানে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। রাজধানীর চারি দিকে রণ বাদ্য বাদিত হইয়া পুরবাসি গণকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাজ সেনা গণ রাজার বিনানুমতিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেও পারিতেছেনা। আক্রমণ করিগণ পরমোল্লাসে বিনা বাধায় অনায়াসে রাজপুরী অধিকার করিবে মনে করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। এ দিকে বিপৎবারণ ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রেম নিমগ্ন জয়মল্লের আশু বিপৎপাত দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ মায়াময় অপূর্ব্ব শ্যামসুন্দর বীরেন্দ্রবেশে শস্ত্র সহ বিজয় তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অতুল সাহস পূর্ণ উজ্জ্বল মুখ মণ্ডলের দিকে তাকাইবা মাত্র শত্রু সৈন্য সহজেই বিমোহিত হইয়া যাইতে লাগিল তিনি দুর্ব্বার বেগে শত্রু সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিমেষ মধ্যেই সেনা দলকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে জয়মল্লের পূজা শেষ হইল। বিপৎ সম্বাদ আকর্ণন মাত্রেই রাজোচিত কর্ত্তব্য সাধনে সসজ্জ হইয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিবেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার অশ্ব নিতান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে বোধ হইল। নিতান্ত শীঘ্রতা জন্য তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইয়াই সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রণ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষ সৈন্য গণকে ধরাশায়ী দেখিয়া রাজা কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারিলেন না। শত্রু সেনাধ্যক্ষ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনার সৈন্য মধ্যে ঐ পরম অনুপম রূপ লাবণ্য যুক্ত শ্যামল মূর্ত্তি সৈনিকটী কে? তিনি একাকী নিজ বাহুবলে আমার সমস্ত সৈন্যকে ভূতলশায়ী করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনাবধি আমার মন বিকল হইয়া রহিয়াছে। ভক্ত জয়মল্ল ভগবন্মায়া চরিত বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, ভাই! তুমি ধন্য! তোমার সৌভাগ্য বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই সৈনিককে আমি কখন স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারি নাই কিন্তু ধন্য তুমি, যে তাঁহাকে অনায়াসে দর্শন করিয়াছ। সেনাধ্যক্ষ ভগবচ্চরিত্র বিদিত হইয়া সেই দিন হইতে ভক্তি মার্গ অনুসরণ করিয়া আপনার জীবনকে কৃতকৃতার্থ করিল।

গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব কালে একদিন রাজা জয়মল্লের মনে ২ এই তরঙ্গ উঠিল যে আমি বিমল বায়ু সেবিত চতুরঙ্গ মহলে পরম সুখে নিদ্রা যাই, কিন্তু আমার প্রাণসখা নিম্নতল মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। সেখানে পবন প্রবেশ আদৌ নাই। আমার হৃদয় অতি কঠোর ও স্পর্দ্ধাবান্ বলিতে হইবে। প্রেমিকের চক্ষে জলধারা বহিল অমনি বিচিত্র মনোহর অতি উচ্চ সুন্দর বায়ু সেবিত দেবালয় প্রস্তুত করাইলেন। নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র ভূষণাদি দ্বারা গৃহটি সুসজ্জিত হইল। সুবর্ণ গ্রথিত পর্য্যঙ্কে অতীব সুকোমল শয্যা বিস্তৃত রহিল, মতি, মুক্তার ঝালরে শয্যা হাসিতে লাগিল। পান দান, আতর দান, পিক দান যথাবৎ রক্ষিত হইল। জয়মল্ল প্রতিনিশিতে মানসিক ধ্যান কালে ভূভারহারী রাসবিহারীকে সেই শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বয়ং গৃহের চারিদিকে প্রহরীত্ব করিতেন ও ভগবদ্ভাবে আপ্লুত হইয়া গৃহের নিত্য নূতন সজ্জা নিজ হস্তে রচনা করিয়া দিতেন। কোন দাস দাসীকে সে সব কার্য্যে আদেশ করিতেন না। প্রত্যহ প্রত্যূষে রাজা দেবালয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

দেখিতেন তাঁহার নিবেদিত মিষ্টান্ন, পান, পানীয় দ্রব্যাদি যেন কে ব্যবহার করিয়াছে। রাজা ক্রমেই তাঁহার সেবানিপুণ হইয়া উঠিলেন এবং দিন ২ যেন গভীর প্রেম সাগরে ডুবিতে লাগিলেন। কিছু দিন এইরূপে মহারাজাকে নিজ শয়ন গৃহে অনুপস্থিত দেখিয়া রাজ্ঞীর চিত্তে এইরূপ উদয় হইল যে রাজা বুঝি এই সজ্জিত নবনির্ম্মিত গৃহে কোন অপরা স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া রাত্রি যাপন করেন। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য একাকিনী উক্ত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই তাঁহার সংশয় পাশচ্ছেদন ও চিত্ত চকিত হইল। দেখিলেন একটী পরম শোভায়মান শ্যামসুন্দর কলেবর পীতাম্বর ধারী নব কিশোর বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রূপে গৃহ আলোকিত হইয়া আছে, প্রভাবে মহিষীর মন মোহিত হইল। রাজ্ঞী সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভগবানের শরণাগত ও ভক্তির অনুগামিনী হইলেন। প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত রাজাকে সমস্ত কহিলেন। রাজা রাণীর মনের অসাধু ভাব স্মরণ করিয়া প্রথমে বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু মনে ২ তাঁহাকে বহুল সাধুবাদ দান করিলেন। বলিলেন তোমারই জন্ম সার্থক ও জীবন ধন্য। কেননা দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজ নয়ন যুগল সফল করিয়াছ। তদবধি রাজা ও মহিষী চির দিন ভক্তি সহ ভগবৎ সেবা করিতে লাগিলেন। অন্তে অনন্ত ধামে নিবাস হইল।

———o———

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে গৈপুরে গোবরডাঙ্গার শাখা স্বরূপ একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত

বারাণসী দর্শনে।

“ পুণ্যভুমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণা অসি,
তাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত ;
আনন্দ কানন নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত। ” ভারত চন্দ্র।

———

চন্দ্রার্দ্ধ রূপিনী কাশী ভুবন সুন্দরী,
ভাসিছে জাহ্নবী বক্ষে দিক উজলিয়া,
পুণ্যতোয়া ভাগিরথী তরঙ্গ লহরী,
ছুটিছে সাগর মুখে পদ প্রক্ষালিয়া।

উত্তরে বরুণা নদী করি কলস্বন,
আবার দক্ষিণ পাশে অসি তরঙ্গিণী,
করিতেছে ভাগিরথী সলিল চুম্বন,
বেষ্টন করিয়া দোঁহে কাশী সুশোভিনী।

দুজনে পরিখারূপে শোভিছে সুন্দর,
মধ্যে কাশীবারাণসী ত্রিদিব মোহিনী,
হৃদয়ে ধরিয়া সৌধ মন্দির নিকর,
শোভিতেছে শরতের অর্দ্ধ চন্দ্র জিনি।

সৌধ মন্দিরের ছায়া স্ফটিক সমান,
পড়িয়াছে জাহ্নবীর সুনির্ম্মল জলে,
যেন কে দ্বিতীয় কাশী করেছে নির্ম্মাণ,
অতল সলিলা সুর তরঙ্গিনী তলে।

তারাফুলে সাজি ধীরে মন্থর গমনে,
আগত রূপসী সন্ধ্যা বারাণসী ভুমে,
আচ্ছাদন করি অঙ্গ ধুসর বসনে,
বিমোহিনী প্রকৃতির প্রেম মুখ চুমে।

সংসারের কোলাহল বিলীন এখন,
অনন্ত সংসার যেন শোক তাপ ভুলি,
নীরবতা শান্তক্রোড়ে করেছে শয়ন,
উদ্ভাসিয়ে শান্তি জ্যোতিঃ নিজ প্রাণ খুলি।

অমনি ——
সেই সন্ধ্যানীরবতা করি বিদারিত,
সহসা মন্দির রাজি হইতে তখন,
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ধীরে হইল উত্থিত,
আলোড়ন করি নীল অনন্ত গগন।

সেই রবে ভাগীরথী তরঙ্গ চঞ্চল,
তালে তালে আনন্দেতে উঠিল নাচিয়া,
প্রাণ মন যেন তাহে হইয়া পাগল,
“ জয় শিব শম্ভো ” বলি উঠিল গাহিয়া।

শূলপানি শূলস্থিতা শান্তি বিধায়িনী,
কেপারে বর্ণিতে কাশীরূপ মনোহর,
ছাড়িয়া কৈলাসপুরী দিবস যামিনী,
করেন নিবাস যথা পার্ব্বতী শঙ্কর।

যাহার পবিত্র পদ করিতে চুম্বন,
জাহ্নবী যমুনা উভে ছুটিয়া ছুটিয়া,
কতদেশঃ কত পুরী করিয়া ভ্রমন,
মিলিত হইল শেষে প্রয়াগে আসিয়া।

অনন্ত মন্দির মালা করিয়া ধারণ,
অমরাবতীর শোভা পরাজয় করি,
ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিশ্বময় করি বিকিরণ,
হাসিছে আনন্দময়ী বারাণসী পুরী।

বিশ্বপ্রাণ বিশ্বেশ্বর মন্দির সুন্দর,
শোভিতেছে বক্ষোপরি অচল সমান,
সুবর্ণে মণ্ডিত হ'য়ে, ধরি শিরোপর,
সুবর্ণ ত্রিশূল সহ সুবর্ণ নিশান।

মহাদেবী অন্নপূর্ণা জগৎ জননী,
সুমন্দির শোভিতেছে শির উচ্চ ক'রে,
যথায় ব্রহ্মাণ্ড সহ আনন্দ রূপিণী,
করিলেন অন্নদান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরে।

মহাপ্রেত ভূমে—সুরতরঙ্গিনী তীরে,
চক্রতীর্থ মণিকর্ণী রয়েছে শায়িত,
পাপিগণ স্নান করি যায় পূতনীরে,
আনন্দ কারণে করে পাপ বিদূরিত।

বেণীমাধবের ধ্বজা পরশি গগন,
দাঁড়াইয়ে বারাণসী মানদণ্ড প্রায়,
যাহার চরণ ধীরে করি প্রক্ষালন,
জাহ্নবী তরঙ্গ মালা প্রবাহিয়ে যায়।

পাপিষ্ঠ আরঙ্গজীব যবন ঈশ্বর,
আর্য্য ধর্ম্ম কীর্ত্তি সব করিতে বিনাশ,
চূর্ণ করি মাধবের মন্দির সুন্দর,
করেছে মসীদ ঈর্ষ্যা করিয়া প্রকাশ।

করিয়াছে স্থানচ্যুত বেণীমাধবেরে,
বিশ্বনাথে সেইরূপ করেছে পামর,
বেদগান হ'ত যেই পবিত্র মন্দিরে,
পড়িছে " কোরান " তথা যবন নিকর॥

যবনের অত্যাচার হেরিলে নয়নে,
সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম দেহোপরি হায়!
কে আছে এমন হিন্দু ভারত ভুবনে,
না ছুটে শোণিত স্রোত তাহার শিরায়?

পিশাচ আরঙ্গজীব! যেভীম প্রহার,
করেছিস্ আর্য্য ধর্ম্ম পূত কলেবরে,
সেই ঘোর পাপে আজ দেখ্ দুরাচার,
হ'ল বংশলোপ তোর ভারত ভিতরে।

দশ অশ্বমেধ ঘাটে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
জয় সিংহ কৃত মানমন্দির সুন্দর,
জ্যোতিষের যন্ত্ররাজি হৃদয়ে ধরিয়ে,
প্রকাশিয়ে আর্য্য কীর্ত্তি পৃথিবী ভিতর।

সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
অবস্থিত সভা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী,
ভারতে নবীন প্রাণ করিয়া সঞ্চার,
প্রদানিয়া মহামন্ত্র মৃত সঞ্জীবনী।

শোভিতেছে কেদারের প্রকাণ্ড মন্দির,
অগণ্য দেবতা মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
আলোকিয়া সুরধুনী সুপবিত্রতীর,
আদি মণিকর্ণী যার স্পর্শিছে চরণ।

অদূরে শ্মশানভূমে চট্ পট্ করি,
জ্বলিতেছে চিতাধূম করি উদ্গিরণ,
সংসারের মায়ামোহ দূরে পরিহরি,
শান্তির লহরী, যথা বহে অনুক্ষণ।

এই খানে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল সাজিয়া,
করিতেন শবদাহ দিবস যামিনী,
বিশ্বামিত্র ঘোর কোপে পতিত হইয়া,
বিসর্জ্জন করি রাজ্য, নন্দন, কামিনী।

এ মহাশ্মশানে শৈব্যা মৃতপুত্র ল'য়ে,
পড়েছিল আছাড়িয়া প্রাণেশ চরণে,
ধর্ম্মরক্ষা করি যথা প্রফুল্ল হৃদয়ে,
ভাসিল রাজেন্দ্র, পুত্র—প্রেয়সী মিলনে।

প্রত্যেক মন্দির চূড়ে নভ আলো করে,
সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম বিজয় নিশান,
উড়িতেছে মৃদুমন্দ সমীরণ ভরে,
আর্য্য ধর্ম্ম কীর্ত্তি বিশ্বে করিতে প্রমাণ।

অবিমুক্ত ক্ষেত্রকাশী সাধনার স্থল,
যোগীর প্রাণের প্রাণ জীবমোক্ষ পুরী,
শান্তি জ্ঞান যোগ ভক্তি প্রবাহ সকল,
অবিরত বহে যথা দিবস শর্ব্বরী।

অনন্ত আনন্দস্রোতে পূর্ণ অনুক্ষণ,
স্বর্গীয় সুষমা সদা বহিছে হৃদয়ে।
শত শত মহাযোগী ধ্যানে নিমগন,
অন্তরের শোকতাপ দূরে বিসর্জ্জিয়ে।

সংসারের কোলাহল শুনা নাহি যায়,
পর সুখে কারো বক্ষ হয় না বিদার,
দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা আদি নাহিক হেথায়,
দারিদ্র্য নাশিনী ভূমি শান্তির আধার।

শান্ত [illegible] —

এতদিনে শান্ত হল তাপিত জীবন,
সংসারের ভীমানলে পুড়িয়া পুড়িয়া,
হয়েছিল যাহা জীর্ণ অঙ্গার মতন,
শান্ত হ'ল মহাশান্তি সলিলে ভাসিয়া।

কে আছ ভারতভূমে আর্য্যের তনয়,
জীবনের সার্থকতা করিতে সাধন,
গাহিবারে শিবনাম ভরিয়া হৃদয়,
এস ছুটে পাপ তৃষা করি বিসর্জ্জন।

খুলিয়া প্রাণের প্রাণ হৃদয় আমার,
পবিত্র সলিলা দেবী ভাগিরথী তীরে,
অনন্ত দেবের নাম গাও একবার,
শান্তি প্রদায়িনী কাশী বারাণসী তীরে।

কাশী, মানমন্দির। } জনৈক কাশীযাত্রী।
২৬শে পৌষ ১৮০৬ শকাব্দ

ধর্ম্মোৎসব।

(দাঁইহাট)

বিগত ১৫ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত দাঁইহাটস্থ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ চারি দিবস যাবৎ হরি নাম সংকীর্তন ও রাত্রিকালে দেশীয় সমবেত গায়ক বৃন্দের সঙ্গীত ও বাউল সংগীতে স্থলটীকে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। উক্ত সভায় মহাত্মা বাগ্মি প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত প্রবর অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয় দ্বয় উপস্থিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের সার সার বিষয় ব্যাখ্যা প্রভৃতি সুমধুর সারগর্ভ বক্তৃতা দানে সভায় সমবেত পঞ্চ সহস্রের অধিক জন সমূহের চিত্ত বিনোদন ক[illegible] তাঁহাদের প্রেম পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে [illegible] চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হওয়ায় স[illegible] আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। সভার চতুর্থ [illegible] বালক দিগের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার ২য় [illegible] অধিবেশন কালে চূড়ামণি মহাশয় বা[illegible] একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা দান ও হিতোপ[illegible] করেন। অপরাহ্ণে অন্যূন একশত বালক এ[illegible] নগর সংকীর্ত্তনে বহির্গত হয়। তৎপরে [illegible] সন্ধ্যার পর সহস্রাধিক দীন দরিদ্র ব্যক্তি [illegible] বিতরণ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়। [illegible] আমরা এই সভার সম্পাদক ও সংস্থাপক [illegible] বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়[illegible] ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম [illegible]। তাঁহারই সবিশেষ যত্ন ও উৎসাহে এবং [illegible] এই সভার বাৎসরিক উৎসব কার্য্য সমারো[illegible] হইয়া আসিতেছে এবং তাঁহারই প্রযত্নাতিশ[illegible] প্রতিবৎসর লব্ধ প্রতিষ্ঠ ও শাস্ত্রদর্শী প[illegible] মুখ বিনির্গত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আম[illegible] পরিতৃপ্ত করিতেছি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যা[illegible]